Contents

ষষ্ঠ বর্ষ

দ্বাদশ সংখ্যা

তর্জুমানুল-হাদীছ

• সম্পাদক •

মোহাম্মদ আব্দুল্লাহেল কাফী আল কোরায়শী

এই সংখ্যার মূল্য ।৹

বার্ষিক মূল্য সডাক ৬৷৷৹

Contents

তর্জুমানুল-হাদীছ

ষষ্ঠ বর্ষ—দ্বাদশ সংখ্যা

১৩৭৬ হিঃ ; আষাঢ় বাং ১৩৬৩ সাল।

বিষয়সূচী

	বিষয় ঃ—		লেখক ঃ—		পৃষ্ঠা :—
১।	ছুরত আলফাতিহার তফছীর	...	মোহাম্মদ আবদুল্লাহেল কাফী আলকোরায়শী	...	৪৯৯
২।	আহ্‌লেহাদীছ পরিচিতি	...	অনুবাদ : এম, এ, কুরায়শী	...	৫০৩
৩।	ইছলামী শাসনতন্ত্র ও মুহাজির সমস্যা	...	হাছান আলী এম-এ, বি-এল, এডভোকেট	...	৫০৭
৪।	ওয়াহাবী বিদ্রোহের কাহিনী	...	(অনুবাদ) আহ্‌মদ আলী	...	৫১৩
৫।	জিজ্ঞাসা ও উত্তর :— সংগীত চর্চা (২য় ভাগ)	...		...	৫২১
৬।	মাষ্টার সাহেব (গল্প)	...	মোহাম্মদ আবদুল জাব্বার	...	৫২৫
৭।	আইন ও শান্তি বজায় রাখা এবং ফৌজী খেজানা	...	(তর্জমা) মোহাম্মদ আবদুল মজীদ বি, এস্-সি, এম-বি	...	৫৩৩
৮।	ক্ষমা (কবিতা)	...	চৌধুরী ওছমান	...	৫৩৭
৯।	ইছলামী রাষ্ট্রের আদর্শ এবং মুসলিম সমাজের কর্ত্তব্য ও দায়িত্ব	...	সৈয়েদ রশীদুল হাছান (অবসরপ্রাপ্ত জিলা ও সেশন্‌স জজ)	...	৫৩৮
১০।	আমার আবেদন	...	...	...	৫৪০
১১।	পরপারের যাত্রী	...	...	...	৫৪১
১২।	জম্‌ঈয়তের প্রাপ্তিস্বীকার	...	...	...	৫৪২

প্রকাশিত হইয়াছে—

হযরত মওলানা মোহাম্মদ আবদুল্লাহেল কাফী আলকোরায়শী ছাহেবের দীর্ঘদিনের বিরামহীন সাধনার অমৃতময় ফল—

নবী মোস্তফার (দঃ) নবুওতের বিশ্বজনীনতা ও চরমত্ব সম্বন্ধে বাঙলা ভাষাভাষীগণের খেদমতে অনুপম ছওগাত

সাড়ে তিন শত পৃষ্ঠার বিরাট গ্রন্থ—

নবুওতে-মোহাম্মদী

(১ম খণ্ড)

মূল্য—আড়াই টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান :—আলহাদীছ প্রিন্টিং এণ্ড পাবলিশিং হাউস, পাবনা।

Contents

তর্জুমানুল-হাদীছ

(মাসিক)

আহ্‌লেহাদীছ আন্দোলনের মুখপত্র।

ষষ্ঠ বর্ষ— দ্বাদশ সংখ্যা

بسم الله الرحمن الرحيم

ছুরত আল-ফাতিহার তফ্‌ছীর

فصل الخطاب فى تفسير ام الكتاب

(৪০)

ভৌগলিক বৈষম্যের বিরুদ্ধে রছুলুল্লাহর (দঃ) এরূপ কঠোর নির্দেশও রহিয়াছে যে, দলীয় গোঁড়ামীর জন্য যে-ব্যক্তি প্রাণ দান করিবে সে আমাদের জাতীয়তার অন্তরভুক্ত নয়। যে ব্যক্তি দলীয় গোঁড়ামীর প্রেরণা দান করিবে সে ব্যক্তিও আমাদের জাতীয়তার অন্তরভুক্ত নয়। এইরূপ যে ব্যক্তি দলীয় গোঁড়ামীর জন্য সংগ্রাম করিবে সেও আমাদের অন্তরভুক্ত নয়।

ليس منا من مات على العصبية، ليس منا من دعى الى العصبية، ليس منا من قاتل على العصبية -

রছুলুল্লাহ (দঃ) দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষণা করিয়াছেন যে, প্রাক ইছলামী যুগের الجاهلية জাতীয়তার পথে যে ব্যক্তি আহ্বান করিবে সে দুযখের ইন্ধন হইবে।

الا من دعى بدعوى الجاهلية فهو من جثى جهنم -

রছুলুল্লাহ (দঃ) আদেশ করিয়াছেন, কোন মানুষের অপর মানুষের উপর কোন শ্রেষ্ঠত্বই নাই,

ليس لاحد فضل على احد الا بدين وتقوى ! الناس

ধর্ম ও সাধুতা ব্যতীত। সমস্ত মানুষই আদম সন্তান আর আদমের সৃষ্টি মৃত্তিকা হইতে হইয়াছে।

كلكم بنو آدم ! وآدم من تراب -

আরব ও আজমের ভৌগলিক জাতীয়তাকে প্রতিহত করিয়া রছুলুল্লাহ (দঃ) এই সাবধান বাণী উচ্চারণ করিয়াছিলেন যে, কোন আরবের আজমীর উপর এবং কোন আজমীর আরবের উপর কোনই শ্রেষ্ঠত্ব নাই, তোমরা সকলেই আদম সন্তান। উল্লিখিত সতর্কবাণী হযরতের পবিত্র রসনায় নিম্ন ভাষায় আরো স্পষ্টতর হইয়া উঠিয়াছে যে, কোন আরবের আজমীর উপর এবং কোন আজমীর আরবের উপর এবং কোন শুভ্রকায়ের কৃষ্ণাংগের উপর এবং কোন কৃষ্ণাংগের শুভ্রকায়ের উপর ধর্মপরায়ণতা ব্যতীত শ্রেষ্ঠত্বের অপর কোন কারণ নাই।

لافضل لعربى على عجمى ولا لعجمى على عربى، كلكم ابناء آدم ! (ق)

لافضل لعربى على عجمى ولا لعجمى على عربى ولا لا بيض على اسود ولا لاسود على ابيض الا بالتقوى !

মক্কাজয়ের চিরস্মরণীয় দিবসে কোরায়শদের উদ্ধত মস্তক যখন ইছলামের সম্মুখে প্রণত হইয়াছিল তখন—রছুলুল্লাহ (দঃ) কা'বার দ্বার প্রান্তে দাঁড়াইয়া যে ঐতিহাসিক বক্তৃতা দিয়াছিলেন, প্রলয়কাল পর্যন্ত তাহা মানব জাতির হৃদয় ফলকে সুবর্ণ অক্ষরে অংকিত রহিবে। তিনি বলিয়াছিলেন, শুনিয়া রাখ, গর্ব ও অভিমানের সমুদয় উপাদান, রক্ত আর ধন সম্পদের সমস্ত গৌরবের দাবী আমার এই দুই পদতলে অদ্য নিষ্পেষিত হইল। হে কোরায়শগণ, আল্লাহ তোমাদের জাহেলী অহংকার এবং বংশ গৌরবকে বিদূরিত করিয়াছেন। হে মানব সমাজ, তোমরা সকলেই আদম হইতে উৎপত্তি লাভ করিয়াছ আর আদম মাটি হইতে সৃজিত হইয়াছেন, বংশের কোন গৌরব নাই! ভৌগলিক জাতীয়তা অর্থাৎ আরবের আজমীর উপর আর আজমীর আরবের উপর গৌরব করার কিছুই নাই! তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি সর্বাপেক্ষা সৎ ও সাধু আল্লাহর কাছে সেই ব্যক্তিই সর্বাপেক্ষা অধিক গৌরবের অধিকারী।

الا كل ماثرة اودم اومال يدعى، فهو تحت قدمى هاتين ! يا معشر قريش ان الله اذهب عنكم نخوة الجاهلية و تعظمها الآباء، ايهاالناس، كلكم من آدم و آدم من تراب، لا فخر للانساب ! لافخر للعربى على العجمى ولا للعجمى على العربى ! ان اكرمكم عند الله اتقاكم !

ইছলাম যে বিশ্বজনীন ভ্রাতৃত্বের জাতীয়তা প্রতিষ্ঠা করিতে আসিয়াছে, নদ নদী, মৃত্তিকা ও পাহাড়ের সীমাবদ্ধ জাতীয়তা উহার অন্যতম প্রধান অন্তরায়। আল্লাহ তাঁহার বিশ্বাসপরায়ণ জনমণ্ডলীকে এই আহ্বান জানাইয়াছেন যে, হে আমার বিশ্বস্ত দাসানুদাসগণ, আমার ভূপৃষ্ঠ অতিশয় প্রশস্ত। অতএব (ভৌগলিক জাতীয়তার দাসত্ব শৃংখলে আবদ্ধ হইবার পরিবর্তে) তোমরা একমাত্র আমারই দাসত্ব কর—আল্‌আনকবুত, ৫৬ আয়ত।

يا عبادى الذين آمنوا ان ارضى واسعة، فاياى فاعبدون !

ছুরত আল্ আনকবুতের উল্লিখিত আয়তের সাহায্যে কয়েকটি বিষয় সন্দেহাতীত ভাবে প্রতিপন্ন হইতেছে ঃ প্রথমতঃ আকীদা—মতবাদ ও আদর্শই সর্ব প্রধান অবলম্বনীয় বস্তু। ইহার জন্য অন্য সমুদয় বিষয়ের মোহ ও বন্ধনকে বর্জন ও কর্তন করিতে হইবে, কিন্তু অন্য কোন বিষয়ের আকর্ষণ ও মোহের জন্য মতবাদ ও আদর্শকে কোন ক্রমেই পরিহার করা চলিবেনা।

দ্বিতীয়তঃ আদর্শ ও মতবাদ সার্বজনীন ও বিশ্বব্যাপী বিষয়। স্থান, জন্মভূমি অথবা স্বাদেশিকতার চতুঃসীমায় ইহাকে কোনক্রমেই সীমাবদ্ধ করিয়া রাখার উপায় নাই।

তৃতীয়তঃ স্বদেশ প্রেম ও আদর্শের মধ্যে সংঘর্ষ ঘটিলে কোরআনের নির্দেশমত আদর্শের অনুসরণ ও প্রতিষ্ঠাকল্পে ভৌগলিক জাতীয়তার মোহবন্ধন ছেদন করিতে হইবে এবং মৃত্তিকা, নদনদী ও পাহাড়ের বৈশিষ্টকে ভুলিয়া আদর্শের প্রতিষ্ঠাকল্পে পৃথিবীর যে কোন স্থানে স্বীয় আবাস ভূমি রচনা করিতে হইবে।

রছুলুল্লাহর (দঃ) পবিত্র জীবনাদর্শ কোরআনে বর্ণিত নীতির রূপায়ণ। আদর্শ ও মতবাদকে পশ্চাদ্বর্তী করিয়া তিনি মৃত্তিকার গৌরব ও বংশমর্যাদার স্পর্ধাকে যদি অগ্রগণ্য করিতে পারিতেন এবং

কুরাইশের নেতাদের সহিত এই মর্মের ছমঝোতা করিতে অগ্রসর হইতেন যে, ইছলামের আকীদা ও মতবাদ একটি নিছক ব্যক্তিগত ব্যাপার মাত্র অতএব উহাকে ব্যক্তিগত ব্যাপারে সীমাবদ্ধ রাখিয়া একটি আরবের ভৌগলিক জাতীয়তা ভিত্তিক রাষ্ট্র-গঠন করা হউক, তাহাহইলে রছুলুল্লাহ (দঃ) কে কদাচ স্বীয় জন্মভূমির মায়া পরিত্যাগ করার প্রয়োজন হইতনা এবং স্বীয় আত্মীয় ও জ্ঞাতিবর্গের বিরুদ্ধে বদর ও উহুদের সমরক্ষেত্রে সৈন্য সমাবেশ করার প্রয়োজন ঘটিতনা। ইছলামের শত্রুদল বলিয়া থাকে যে, রছুলুল্লাহ (দঃ) শুধু রাজত্ব প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যেই ইছলামের দাওয়াতকে ভাঁওতা স্বরূপ দুনিয়ার সম্মুখে উপস্থিত করিয়াছিলেন কিন্তু ইতিহাসের পাঠকগণের নিকট ইহা অবিদিত নাই যে, ইছলাম প্রচারের কার্যে বিরত থাকার বিনিময়ে রছুলুল্লাহ (দঃ) কে স্বয়ং কুরাইশগণই সিংহাসন ও সর্বাধিনায়কত্বের উপঢৌকন দ্বারা প্রলুব্ধ করিতে পশ্চাদ্বর্তী হন নাই আর রাজ্য প্রতিষ্ঠার পক্ষে ইছলাম প্রচারের বিপদসংকুল পথ অপেক্ষা আরব জাতীয়তার ধ্বনি উত্থিত করিয়া কৃতকার্য হওয়া যে অধিকতর সহজ ও সুসাধ্য ছিল বুদ্ধিমান মাত্রেরই তাহা অপরিজ্ঞাত নাই।

ইছলাম জাতীয়তার যে মহীরুহ রোপণ করিয়াছিল, তাহার ছায়ামূলে আমরা যুগপৎ ভাবে ক্রীতদাস যয়েদ, আবিসিনিয়ার ক্রীতদাস বিলাল, পারস্যের ছলমান, রোমকদের ছুহায়ব এবং বনী হাশিমের নয়নমণি আলীকে সমবেত দেখিতে পাই। হযরত উমর যখন যয়েদের পুত্র উছামার জন্য স্বীয় পুত্র হযরত আবদুল্লাহ্ অপেক্ষা বৃত্তির পরিমাণ অধিকতর করিয়াছিলেন তখন আবদুল্লাহর আপত্তির জওয়াবে হযরত উমর যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা ইছলামের ইতিহাসের অবিচ্ছেদ্য অংশ। তিনি পুত্রকে বলিয়াছিলেন, দেখ, উছামা তোমার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর আর উছামার পিতা তোমার পিতা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর। কারণ রছুলুল্লাহ (দঃ) তোমার এবং তোমার পিতা উমর অপেক্ষা উছামা এবং তাঁহার পিতা যয়েদকে অধিকতর ভালবাসিতেন। ছলমান ভৌগলিক জাতীয়তার দিক দিয়া পারসিক ছিলেন কিন্তু রছুলুল্লাহ (দঃ) তাঁহাকে 'আহ্‌লেবয়েত' হইবার অর্থাৎ মা আয়েশা, ভগ্নি ফাতিমা, ভ্রাতা আলী এবং রছুলুল্লাহর (দঃ) দৌহিত্র মুছলিম জাতির নয়নমণি হাছান হোছায়নের সমমর্যাদা দান করিয়া বলিয়াছিলেন, سلمان منا اهل البيت ! ছলমান আমাদেরই অন্তরভুক্ত 'আহ্‌লেবয়েত'। হযরত উমর রোমক ছুহায়বকে স্বীয় স্থানে মদীনার মছজিদের জামাআতে ইমাম নিযুক্ত করিয়াছিলেন, ক্রীতদাস যয়েদের সহিত রছুলুল্লাহর (দঃ) স্বীয় ফুফুর কন্যা মা যয়নবকে বিবাহিত করিয়াছিলেন।

রছুলুল্লাহ (দঃ) স্পষ্ট ভাষায় আদেশ দিয়াছেন যে, যদি একজন হাবশী ক্রীতদাসও তোমাদের অধিনায়ক নিযুক্ত হয়, اسمعوا واطيعوا ولو استعمل عليكم عبد حبشى كان راسه زبيبة ! তোমরা তাহার কথা শুনিও এবং তাহার অনুগত হইও—বুখারী।

এই হাদীছের সাহায্যে ইছলামে ভৌগলিক জাতীয়তার সম্পূর্ণভাবে মূলোচ্ছেদ করা হইয়াছে। নেতৃত্ব ও অধিনায়কত্ব অপেক্ষা জাতির গুরুত্বপূর্ণ অন্য কোন আসন নাই, কিন্তু এই আসনও ক্রীতদাস, কৃষ্ণাংগ ও আফ্রিকাবাসীর জন্য অবারিত রাখা হইয়াছে।

একটু লক্ষ করিলে সহজেই বুঝিতে পারা যায় যে, স্বাদেশিকতা ও ভৌগলিক জাতীয়তা একটি সম্পূর্ণ অলীক বস্তু এবং উহা কল্পনা বিলাস মাত্র। বস্তুতঃ মানুষ মৃত্তিকার যে অংশে ভূমিষ্ঠ হইয়া থাকে, তাহার পরিমাণ এক গজেরও অধিক হয়না। কিন্তু দেখিতে দেখিতে এই এক গজ পরিমাণ ভূমি সম্প্রসারিত হইয়া শত সহস্র মাইল বিস্তৃত ও পাহাড় পর্বত এবং নদনদীর সীমানাচিহ্নিত তাহার স্বদেশ বলিয়া পরিগণিত হয়। কেন? এই সম্প্রসারণ কার্য একটি নির্দিষ্ট সীমারেখা পর্যন্ত পৌছিয়া থামিয়া যায় কেন? কেন মানুষ তাহার মানসলোক ও দৃষ্টিভংগীকে অধিকতর প্রসারিত করিবেনা? কেন সে এই বিপুলা ধরণীকে তাহার জন্মভূমি ও স্বদেশ বলিয়া অনুভব করিবেনা? কেন

বিশ্বের সমুদয় অধিবাসীকে সে নিজের জ্ঞাতি ও আত্মীয় বলিয়া স্বীকার করিয়া লইবেনা ?

ইছলাম ভৌগলিক বৈষম্যের কৃত্রিম কল্পনা-বিলাসকে নিঃশেষিত করিয়া বিশ্বজনীন ভ্রাতৃত্বের আদর্শ প্রতিষ্ঠা করিতে আসিয়াছে।

ইছলাম মানবজাতিকে একত্ব ও অদ্বিতীয়তার যে হিদায়ত প্রদান করিয়াছে, ইছলামী আদর্শের দার্শনিক, মহাকবি ইকবালের সুরে তাহা নিম্নোক্তভাবে অনুরণিত হইয়া উঠিয়াছে : ইকবাল বলেন,

مذهب او قاطع ملک ونسب
از قریش ومنکر از فضل عرب !
درنگاه او یکے بالا وپست،
باغلام خویش بریک خوان نشست !
قدر احرار عرب نشناخته
باکلفتان حبش در ساخته !
احمران بااسودان آمیختند،
آبروئے دودمانے ریختند !

রছুলুল্লাহর (দঃ) দ্বীন ভৌগলিক জাতীয়তা ও গোত্রপূজার নিধনকারী। কুরাইশ এবং আরব গৌরবের অস্বীকারকারী। তাঁহার দৃষ্টিতে উচ্চ ও নিম্ন সমতুল, নিজের দাসের সংগে একই দস্তরখানে উপবেশনকারী। স্বাধীন আরবদের গৌরব হননকারী। হাবশের দাসগণের সহিত আসন গ্রহণকারী। গৌরাংগদিগকে কৃষ্ণকায়দের সহিত মিশ্রিত করিলেন এবং অভিজাতদলের সম্ভ্রম নিঃশেষিত করিলেন।

ইছলাম যে মানবত্বের আদর্শ প্রচার করিয়াছে, তাহা ইকবালের ভাষায় এই,

سرعشق از عالم ارحام نیست،
او زشام وحام وروم وشام نیست !
کوکب بے شرق وغرب وبے غروب
در مدارش نے شمال ونے جنوب !

প্রেমের প্রেরণা 'গোত্র ভেদ' হইতে উদ্ভব হয় নাই ইহা সেমেটিক, হেমেটিক নয়, অথবা রুম শাম হইতেও উহা উৎপত্তি লাভ করে নাই। এই নক্ষত্রের পূর্বও নাই পশ্চিমও নাই, ইহার অস্তাচলও নাই, ইহার পতিকক্ষ উত্তর বা দক্ষিণ মুখীও নয়।

ইউরোপে ধর্মীয় ঐক্য ছিন্ন হওয়ার পর তাহাদের মধ্যে এই চিন্তার উদ্ভব ঘটে যে, অতঃপর কোন্ বস্তুকে জাতীয় জীবনের বুনিয়াদ স্থির করা হইবে ? তাহাদের অনুসন্ধিৎসা ভৌগলিক জাতীয়তাকে ইহার সমাধানরূপে প্রাপ্ত হয়। কিন্তু ইহার যে পরিণতি ঘটে, বিশ্ববাসীর তাহা অবিদিত নাই। মার্টিন লুথারের সংস্কার, অর্বাচীন যুক্তি-বাদের অভ্যুদয় এবং নীতি নৈতিকতার সহিত রাষ্ট্রীয় আদর্শের সংঘর্ষ ও সংগ্রাম ভৌগলিক জাতীয়তা রূপী বিষ-বৃক্ষের বিষময় ফল। এই ধ্বংসকরী উপাদানগুলি ইউ-রোপকে কোন্ পথে টানিয়া লইয়া গিয়াছে তাহা লক্ষ করা কর্তব্য। নাস্তিকতা, জড়বাদ ও অর্থনৈতিক সংগ্রাম ব্যতীত ভৌগলিক জাতীয়তার কল্যাণে ইউরোপের ভাগ্যে অন্য কিছু লাভ করা সম্ভবপর হয় নাই। মরণোন্মুখ ইউ-রোপকে আজ ইছলামের হিদায়ত ছাড়া অন্য কেহই রক্ষা করিতে সমর্থ নয়।

অর্থনৈতিক বৈষম্য

মানব সমাজের ঐক্য ও একত্বকে অর্থনৈতিক বৈষম্য-সর্বপেক্ষা নিষ্ঠুর আঘাত হানিয়াছে। এই বৈষম্যের ফলে জননীরা যে সকল স্বাধীন মানুষ প্রসব করিয়াছিলেন, ধনিক শ্রেণীর হস্তে তাহারা ক্রীতদাসে পরিণত হইয়াছে। অতীত যুগের দাস প্রথা আপাত দৃষ্টিতে অবলুপ্ত হইয়াছে বলিয়া মনে হইলেও প্রকৃতপ্রস্তাবে নিঃস্ব ও বঞ্চিতের দল ধনপতি 'কারূণ' দল কর্তৃক অতীতের দাসদের অপেক্ষাও অধিকতর বর্বরোচিত উপায়ে নিষ্পেষিত হইতেছে। এই বৈষম্যের ফলে মানব সমাজ দ্বিধা বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছে। একদল ধন দওলতের জৌলুষ, ঐশ্বর্যের আড়ম্বর এবং সকল প্রকার সুখ সম্ভোগের অধিকারী হইয়াছে, পক্ষান্তরে মানব সন্তানের আর একটি দল শত প্রকার সাধ্য সাধনা সত্ত্বেও তাহাদের জঠরানল নির্বাপিত করিতে পারিতেছেনা। মানবত্বের এই দুরপনেয় কলংককে মুছিয়া ফেলার উদ্দেশ্যে ইছলাম কোরআনের মাধ্যমে হিদায়তের যে মূলনীতিগুলি জগদ্বাসীকে শিক্ষা দিয়াছে তাহার সারৎসার এই যে,

খাদ্য ও জীবিকার ব্যাপার প্রকৃত পক্ষে শুধু আল্লাহর সহিত সম্পর্কিত। তিনিই প্রত্যেক মানুষের একমাত্র প্রকৃত অভিভাবক। যদিও তাঁহার প্রজ্ঞা এবং ব্যাপক সুব্যবস্থাপনা নিরন্ধন পৃথিবীর বৈচিত্রপূর্ণ পরিবেশে খাদ্য ও ধন ব্যবস্থার মধ্যে অল্পবিস্তর পার্থক্য ও বৈষম্য অনিবার্য, তথাপি উল্লিখিত স্বভাবজাত বৈষম্য সত্ত্বেও তাঁহার উদ্দেশ্য কখনই এরূপ নয় যে, ভূপৃষ্ঠে একজন মানবও ক্ষুধার্ত ও উপার্জনহীন জীবন

(৫১১ পৃষ্ঠায় দেখুন)

Contents

আহ্‌লেহাদীছ পরিচিতি

অনুবাদ : এম, এ, কুরায়শী

মূল : শয়খুল ইছ্‌লাম ইব্‌নে তয়মিয়াহ্‌, হুজ্জাতুল ইছ্‌লাম শাহ ওলীউল্লাহ মুহাদ্দিছ, ইমাম আহ্‌মদ বিনে হাম্বল।

(পূর্বানুবৃত্তি)

শয়খুল ইছলাম ইব্‌নে তয়মিয়াহ

ইমাম তকীউদ্দীন আহমদ বিনে আবদুল হালীম বিনে আবদুছ্‌ছালাম বিনে তয়মিয়াহ্‌ হররানী দমেশ্‌কী। যুগপ্রবর্তক, ইছলাম জগতের অনন্যসাধারণ প্রতিভাসম্পন্ন মহাবিদ্বান, সমাজ সংস্কারক ও বীর সেনানী। তিন শতেরও অধিক গ্রন্থের প্রণেতা, এই সকল গ্রন্থের মধ্যে কোন কোন গ্রন্থ তিন হাজারেরও অধিক পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ হইয়াছে। আরাবী সাহিত্য, তফছীর, হাদীছ, তওরাত ও ইঞ্জিল, ন্যায়শাস্ত্র ও তদীয় যুগের গণিত, দর্শন ও বিজ্ঞানে অপ্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন। বিদ্বানগণ সাক্ষ্য দিয়াছেন যে, ইমাম ইবনে তয়মিয়াহ্‌ যে হাদীছ অবগত নন, তাহা হাদীছ নয়। তিনি তাতারী অভিযানের বিরুদ্ধে রণক্ষেত্রে সেনানীর ভূমিকাও গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার অনলবর্ষী বাগ্মীতার ফলে মুছলমান রাজন্যবর্গ তাতারী অভিযানের বিরুদ্ধে তাঁহাদের সম্মিলিত শক্তি নিয়োজিত করিয়া তাতারী দস্যুদিগকে বিতাড়িত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তাঁহার বিদ্যাবত্তা ও ক্ষুরধার লেখনী এবং অনলবর্ষী বাগ্মীতার জন্য তিনি ইছলাম জগতে "শয়খুলইছলাম" পদবীর গৌরব অর্জন করিয়াছেন। ভারত উপমহাদেশের বিখ্যাত ঐতিহাসিক আল্লামা শিব্‌লী তাঁহার সম্বন্ধে মন্তব্য করিয়াছেন যে, মুজাদ্দিদ হইবার জন্য যে সকল গুণের প্রয়োজন, ইমাম ও বিদ্বানগণের মধ্যে যাঁহারা মুজাদ্দিদ রূপে খ্যাতিলাভ করিয়াছেন, তাঁহারা সেই সকল গুণের দুই চারিটির অধিকারী হইলেও একমাত্র ইমাম ইবনে তয়মিয়ার মধ্যেই মুজাদ্দিদ হইবার সমুদয় গুণের সমাবেশ ঘটিয়াছিল। বিদ্‌আতী ছুফীগণের বিরুদ্ধে উত্থান করায় ও মহামতি ইমাম চতুষ্টয়ের কতিপয় সিদ্ধান্তের সহিত একমত হইতে না পারায় রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রের অভিযোগে তিনি কারারুদ্ধ হন এবং কারাগারেই ৭২৮ হিজরীতে ৬৭ বৎসর বয়সে তাঁহার জীবন প্রদীপ নির্বাপিত হয়। ইনি আহ্‌লেহাদীছগণের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ইমাম রূপে সমাদৃত হইয়া থাকেন।

শয়খুল ইছলাম ইমাম ইবনে তয়মিয়াহ লিখিয়াছেন :—

١- من كان له خبرة بطرق اهل العلم، لاسيما مذاهب اهل الحديث وما عندهم من الروايات الصادقة التى لاريب فيها عن المعصوم الذى لاينطق عن الهوى - فان هولاء جعلوا الرسول الذى بعثه الله الى الخلق، هو امامهم المعصوم ! عنه ياخذون دينهم -

১। যাঁহারা বিদ্বানগণের বিশেষতঃ আহ্‌লেহাদীছ মতবাদের সংবাদ রাখেন, তাঁহারা অবশ্যই ইহা অবগত আছেন যে, আহ্‌লেহাদীছগণ যে সকল দলীলের অনুসরণ করিয়া চলেন সেগুলি সত্য রেওয়ায়ত সমূহের সাহায্যে প্রমাণিত হইয়াছে এবং সেগুলির মধ্যে সন্দেহের অবকাশ নাই। তাঁহাদের রেওয়ায়তগুলি নিষ্কলংকও অভ্রান্ত রছুলের (দঃ) নিকট হইতে গৃহীত, যে রছুল (দঃ) কোন স্বেচ্ছা-প্রণোদিত উক্তি কদাচ উচ্চারণ করিতেননা, যে রছুল (দঃ)কে আল্লাহ জীবজগতের হিদায়তের জন্য প্রেরণ করিয়াছেন, তিনিই আহ্‌লেহাদীছগণের একমাত্র মাছুম অর্থাৎ নিষ্কলুষ ইমাম (الامام المعصوم)، তাঁহার নিকট হইতেই আহ্‌লে হাদীছগণ তাঁহাদের দ্বীন গ্রহণ করিয়া থাকেন।

٢- فالحلال ما حلله والحرام ماحرمه، و الدين ماشرعه - وكل قول يخالف قوله فهو مردود عندهم وان كان الذى قاله من خيار المسلمين واعلمهم، وهو ماجور فيه على اجتهاده، لكنهم لايعارضون قول الله و قول رسوله بشئى اصلا - لا نقل نقل عن غيره، ولارأى رآه غيره -

২। অতএব রছুলুল্লাহ (দঃ) যাহা হালাল করিয়াছেন, শুধু তাহাই হালাল, আর যাহা তিনি হারাম

করিয়াছেন, শুধু তাহাই হারাম এবং তিনি যাহা ব্যবস্থিত (শরীঅতরূপে নির্ধারিত) করিয়াছেন শুধু তাহাই ধর্ম বা দ্বীন্। রছুলুল্লাহর (দঃ) প্রতিকূল যাবতীয় উক্তি ও অভিমত আহ্লেহাদীছগণের নিকট মর্দুদ বা প্রত্যাখ্যাত। এরূপ উক্তি যদি কোন মুছলমান সাধুপুরুষের ও মহা-বিদ্বানেরও হয়, তথাপি তাহা প্রত্যাখ্যাত হইবে। অবশ্য উক্ত আলেম তাঁহার গবেষণার জন্য আল্লাহর কাছে ছওয়াব পাইবেন। আহ্লেহাদীছগণ কোন বিষয়কেই আল্লাহ ও তদীয় রছুলের উক্তির সমকক্ষতার যোগ্য মনে করেননা। কোন প্রমাণ রছুলের (দঃ) প্রমাণ ছাড়া ও কোন আনুমানিক সিদ্ধান্ত রছুলুল্লাহর (দঃ) সিদ্ধান্ত ছাড়া তাঁহাদের নিকট অবশ্য প্রতিপালনীয় নয়।

৩- ومن سواه صلے الله عليه وسلم من اهل العلم، فانماهم وسائط فی التبليغ عنه، اما للفظ حديثه واما لمعناه - فقوم بلغوا ما سمعوا منه من قرآن و حديث، و قوم تفقهوا فی ذلك وعرفوا معناه وما تنازعوا فيه ردوه الى الله والرسول - فلهذا لم يجتمع قط اهل الحديث على خلاف قوله فی كلمة واحدة، والحق لايخرج عنهم قط - و كل ما اجتمعوا عليه فهو مما جاء به الرسول وكل من خالفهم من خارجی و رافضی ومعتزلی وجهمی وغيرهم من اهل البدع فانما يخالف رسول الله صلے الله عليه وسلم، بل من خالف مذاهبهم فی الشرائع العملية كان مخالفا للسنة الثابتة، وكل من هؤلاء يوافقهم فيما خالف فيه الاخر -

৩। আহ্লেহাদীছগণ মনে করেন, রছুলুল্লাহ (দঃ) ব্যতীত সমুদয় বিদ্বান তাঁহারই বাণীর প্রচারের মাধ্যমে মাত্র, হয় রছুলুল্লাহর (দঃ) পবিত্র রসনা নিঃসৃত উক্তি যথাযথ ভাবে তাঁহারা বর্ণনা করিবেন, নয় তাহার অর্থ প্রচার করিবেন। একদল রছুলুল্লাহর (দঃ) নিকট হইতে যাহা শ্রবণ করিয়াছেন, তাহা প্রচার করিয়াছেন আর একদল রছুলুল্লাহর (দঃ) মুখনিঃসৃত বাণীর তাৎপর্য উপলব্ধি করিয়াছেন এবং তাহার ব্যাখ্যা হৃদয়ঙ্গম করিতে সক্ষম হইয়াছেন। যে যে স্থানে আহ্লেহাদীছ বিদ্বানগণের মধ্যে মতভেদ ঘটিয়াছে তাঁহারা সেই সকল স্থানে আল্লাহ ও তদীয় রছুলের নিকট প্রত্যাবর্তন করিয়াছেন। এই কারণে আহ্লেহাদীছগণ রছুলের (দঃ) নির্দেশের প্রতিকূল একটি কথাতেও একমত হন নাই এবং যাহা প্রকৃত সত্য তাহা কখনো তাঁহাদের বাহিরে যাইতে পারে নাই। যে সকল বিষয়ে তাঁহারা একমত হইয়াছেন, তাহা সমস্তই রছুলুল্লাহর (দঃ) নির্দেশ! খারেজী, রাফেযী, মু'তাযেলী ও জহমী প্রভৃতি যাহারা আহ্লেহাদীছগণের বিরোধ করিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই বিদ্আতী। কারণ তাঁহারা প্রকৃত পক্ষে রছুলুল্লাহর (দঃ) বিরোধ করিয়াছেন। এমন কি ব্যবহারিক শাস্ত্রেও যাঁহারা আহ্লেহাদীছ মযহবের বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছেন, তাঁহারাও ছহীহ ও প্রমাণিত ছুন্নতের বিরোধ করিয়াছেন। ব্যবহারিক ছুন্নতের ব্যাপারগুলিতে যাঁহারা মতভেদ করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে কেহ না কেহ অবশ্যই আহ্লেহাদীছগণের সঙ্গে শেষ পর্যন্ত একমত হইতে বাধ্য হইয়াছেন।

৪- فاهل الاهواء معهم بمنزلة اهل الملل مع المسلمين -

৪। আহ্লে ছুন্নতগণের অন্যান্য ফির্কার মুকাবিলায় আহ্লেহাদীছের শ্রেষ্ঠত্ব অন্যান্য ধর্মাবলম্বীগণের সমকক্ষতায় মুছলমানদের শ্রেষ্ঠত্বের অনুরূপ।

৫- وان اهل الحديث لايتفقون الا على ماجاء عن رسول الله صلے الله عليه وسلم وما هو منقول عن الصحابة، فيكون الاستدلال بالكتاب و السنة وباجماع الصحابة مغنيا عن دعوى اجماع، ينازع فی كونه حجة بعض الناس -

৫। আল্লাহর রছুলের (দঃ) যে সকল উক্তি বা কার্যকলাপ ছাহাবাগণ কর্তৃক বর্ণিত হইয়াছে, সেই সকল বিষয় ছাড়া অন্য কোন কথায় আহ্লেহাদীছগণ একমত হইতে পারেননা। সুতরাং কোরআন, হাদীছ ও ছাহাবাগণের ইজ্মা অর্থাৎ সর্বসম্মত সিদ্ধান্তের সমকক্ষতায় পরবর্তী কালের ইজ্মার দাবী আহ্লেহাদীছগণের নিকট যথেষ্ট নয় এবং প্রকৃত প্রস্তাবে ইজ্মার দলীল হওয়া সম্বন্ধেই কতিপয় বিদ্বান বিতর্ক উপস্থিত করিয়াছেন। *

শাহ ওলীউল্লাহ মুহাদ্দিছ

শয়খ আহমদ ওলীউল্লাহ বিনে আবদুর রহীম আল্-উমরী—দেহ্লভী ১১১৪ হিজরীতে (১৭০৩ খৃঃ) জন্মগ্রহণ

* منهاج السنة ৩য় খণ্ড, ৪১ পৃঃ। - (বুলাক)

করিয়া ১১৭৬ (১৭৬৫) সালে পরলোকগমন করেন। স্বনামধন্য মুহাদ্দিছ, দার্শনিক ও কুশাগ্রবুদ্ধি সম্পন্ন রাজনীতি-বিদ ছিলেন। ইছলামী বিধান সমূহের দার্শনিক ব্যাখ্যা স্বরূপ তিনি যে অমূল্যগ্রন্থ 'হুজ্জাতুল্লাহিলবালিগা' নামে প্রণয়ন করিয়া গিয়াছেন তাঁহার অসামান্য ধীশক্তি ও প্রগাঢ় বিদ্যাবত্তার উহা উজ্জ্বলতম নিদর্শন। তিনি মক্কা ও মদীনা হইতে কোরআন ও হাদীছের অমৃত আহরণ করিয়া ভারত উপমহাদেশে প্লাবিত করিয়াছিলেন। ছোট বড় ন্যূনাধিক ৫০ খানারও অধিক গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন। ইছলাম জগতের অন্য কোন অংশে জন্মগ্রহণ করিলে তিনি ইমাম ও 'হুজ্জাতুল ইছলাম' নামে অবশ্যই অভিহিত হইতেন। কারণ ইছলামী দর্শনশাস্ত্রে তাঁহার আসন কোন অংশেই ইমাম গয্‌যালী অপেক্ষা নিম্ন ছিলনা অথচ হাদীছ, রাজনীতি ও অর্থনীতি শাস্ত্রে তাঁহার বিদ্যাবত্তা গয্‌যালী অপেক্ষা প্রগাঢ়তর ছিল। তাঁহার সক্রিয় রাজনৈতিক প্রজ্ঞার ফলেই মোগলসাম্রাজ্যের পতনের পর এই দেশে জাঠ, মারাঠা ও শিখদের রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে নাই। তিনি মোগল সাম্রাজ্যের পতন যুগে সমাজ জীবন হইতে অবসাদ ও অনৈছলামিক প্রভাব বিদূরিত করার উদ্দেশ্যে কোরআন ও ছুন্নাহ্‌ ভিত্তিক সামাজিক, রাষ্ট্রিক ও অর্থ-নৈতিক জীবন ব্যবস্থার প্রোগ্রাম রচনা করিয়াছিলেন। কার্লমার্কসের (১৮১৮—১৮৮৩) জন্মের শতাধিক বৎসর পূর্বে জন্মগ্রহণ করিয়াও অর্থনৈতিক বৈষম্যের কারণ ও উহার সমাধানকল্পে তিনি যে গভীর পাণ্ডিত্যের পরিচয় দিয়াছেন তাহা সত্যই অনন্য সাধারণ।

হুজ্জাতুল হিন্দ শাহ ওলীউল্লাহ মোহাদ্দেছ দেহলভী আহ্‌লেহাদীছ ময্‌হবের অপেক্ষাকৃত বিস্তৃত ভাবে বিশ্লেষণ করিয়াছেন। তিনি তাঁহার গ্রন্থ "হুজ্জাতুল্লাহিল বালেগা'তে বলিয়াছেন :—

١- ولم يكن عند اهل الحديث من الراى ان يجمع على تقليد رجل ممن مضى -

১। আহ্‌লেহাদীছগণ কোন পূর্ববর্তী বিদ্বানের তক্‌লীদ অর্থাৎ বিনা প্রমাণে শুধু গতানুগতিকতার অনুসরণ করিয়া তাঁহার উক্তি মান্য করিয়া লওয়ার রীতি স্বীকার করেননাই।

٢- وكان عندهم انه اذا وجد فى المسئلة قرآن ناطق، فلا يجوز التحول منه الى غيره -

২। তাঁহাদের মতবাদ অনুসারে কোরআনে স্পষ্টভাবে কোন মছ্‌আলা উল্লিখিত থাকিলে উহা পরিত্যাগ করা কোনক্রমেই বৈধ হইবেনা।

٣- واذا كان القرآن متحملا لوجوه، فالسنة قاضية عليه -

৩। কোরআনের কোন কথা যদি দ্ব্যর্থবোধক হয়, তাহাহইলে হাদীছ উহার মীমাংসাকারী হইবে।

٤- فاذا لم يجدوا فى كتاب الله اخذوا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء كان مستفيضاً دائراً بين الفقهاء او يكون مختصا باهل بلد او اهل بيت او بطريق خاصة -

৪। যে প্রশ্নের কোরআনে মীমাংসা বিদ্যমান নাই, তাহার মীমাংসার জন্য রছুলুল্লাহর (দঃ) হাদীছ গ্রহণ করিতে হইবে, সে হাদীছ বিদ্বজ্জনমণ্ডলীর মধ্যে ব্যাপকভাবে প্রচারিত থাকুক অথবা নির্দিষ্ট কোন নগর বা পরিবারের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকুক অথবা শুধু একমাত্র ছনদের মধ্য দিয়া তাহা বর্ণিত হইয়া থাকুক, সকল অবস্থায় উক্ত হাদীছ অবশ্যই আহ্‌লেহাদীছগণের নিকট গৃহীত হইবে।

٥- وسواء عمل به الصحابة او الفقهاء اولم يعملوا به -

৫। সে হাদীছের উপর ছাহাবাগণ এবং অন্যান্য বিদ্বানগণ আমল করিয়া থাকুন অথবা না করিয়া থাকুন, উহা আহ্‌লেহাদীছগণের নিকট অবশ্যই গ্রহণযোগ্য হইবে।

٦- ومتى كان فى المسئلة حديث فلا يتبع فيها خلافه اثر من الاثار ولا اجتهاد احد من المجتهدين -

৬। যে মছ্‌আলা সম্পর্কে হাদীছ বিদ্যমান রহিয়াছে, উক্ত হাদীছের বিপরীত কোন ছাহাবার উক্তি এবং কোন মুজতাহিদ ইমামের সিদ্ধান্ত গৃহীত হইবেনা।

متقار بتين بادى الراى -

لايعتمدون فى ذلك على قواعد من الاصول، ولكن على مايخلص الى الفهم ويثلج به الصدر -

১১। যদি কোনক্রমেই সামঞ্জস্য সাধন করা সম্ভবপর না হয়, তাহাহইলে কোরআন ও হাদীছের ইংগিত এবং প্রতিপাদন রীতিকে মনোযোগ সহকারে অনুধাবন করিতে হইবে এবং উক্ত মছআলার নযীর যাহা আপাত দৃষ্টিতে অভিন্ন বলিয়া বিবেচিত হয় তাহা অনুসন্ধান করিয়া দেখিতে হইবে। আহ্‌লে-হাদীছগণ এ সম্পর্কে অছুলের কোন বাঁধাধরা নিয়মের অনুসরণ করেননা, প্রত্যুত যাহা তাঁহারা উত্তম-রূপে বুঝিতে পারেন এবং যে সমাধান তাঁহাদের অন্তরকে সুশীতল করে, তাঁহারা সেই রীতিরই অনুসরণ করিয়া থাকেন।

ইমাম আহমদ বিনে হাম্বল

মহামতি ইমাম চতুষ্টয়ের অন্যতম, দশ লক্ষ হাদীছের হাফিয, ইছলামী ফিক্‌হের বিশিষ্ট স্তম্ভ, আহ্‌লেছুন্নত আহলেহাদীছগণের অন্যতম অধি-নায়ক ও ইমাম আহমদ বিনে হাম্বল শয়বানীর নাম জগতপ্রসিদ্ধ। কোরআন ও ছুন্নাহর মর্যাদা রক্ষাকল্পে উত্থান করায় বিদ্‌আতী দলের হস্তে তিনি পুনঃপুনঃ নিপীড়িত হন। হাদীছ শাস্ত্রে তাঁহার মুছনদ শ্রেষ্ঠতম বিরাট অবদান। আহলেহাদীছগণের পরিচিতি—সম্পর্কে তিনি কয়েকটি প্রকাশ্য লক্ষণের সন্ধান দিয়া-ছেন। এই লক্ষণগুলি উল্লেখ করিয়া 'মধুরেণসমা-পয়েৎ' করা হইবে।

ইমাম ছাহেব বলিতেছেন, আহ্‌লে হাদীছগণের লক্ষণ :—

١- رفع اليدين فى الصلوة زيادة فى الحسنات -

১। নমাযে রফ্‌ই-ইয়াদায়েন বা হস্তোত্তোলন করার কার্যকে পুণ্যবর্ধক বলিয়া মনে করা।

٢- والجهر بآمين عند قول الامام : ولاالضالين -

২। ইমামের "ওয়ালয্‌যাল্লীন" বলার পর সকলের উচ্চৈঃস্বরে আমীন উচ্চারণ করা।

(৫০৭ পৃষ্ঠায় দেখুন)

٧- واذا فرغوا جهدهم فى تتبع الاحاديث و لم يجدوا فى المسئلة حديثا، اخذوا باقوال جماعة من الصحابة والتابعين، ولا يتقيدون بقوم دون قوم، ولا بلد دون بلد -

৭। বিশেষভাবে চেষ্টা করা সত্ত্বেও যদি কোন মছআলা সম্পর্কে হাদীছ না পাওয়া যায়, সেরূপ ক্ষেত্রে আহ্‌লেহাদীছগণ ছাহাবা বা তাবেয়ীগণের কোন না কোন দলের উক্তি অবলম্বন করিয়া থাকেন। কিন্তু একদলের পরিবর্তে অন্যদলের বা এক নগরের পরিবর্তে অন্য কোন নগরের অধিবাসীবর্গের উক্তি তাঁহারা নির্দেশিত ও নির্দিষ্ট ভাবে অগ্রগণ্য করেননা।

٨- فان اتفق جمهور الخلفاء والفقهاء على شئى فهو المقنع -

৮। খলীফা চতুষ্টয়ের অধিকাংশ এবং ফকীহগণ যে মছ্‌আলায় একমত হইয়াছেন, আহ্‌লেহাদীছগণ তাহাকে প্রামাণ্য হইবার পক্ষে যথেষ্ট বিবেচনা করিয়া থাকেন।

٩- وان اختلفوا اخذوا بحديث اعلمهم علماً واورعهم ورعاً واكثرهم ضبطاً او ماشتهر عنهم -

৯। কিন্তু খলীফা ও ফকীহগণের মধ্যে মতভেদ পরিদৃষ্ট হইলে, যিনি তাঁহাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা অধিক বিদ্বান, ধর্মপরায়ণ এবং অধিকতর নির্ভরযোগ্য তাঁহার অভিমত অথবা যে হাদীছ বিদ্বানগণের মধ্যে সমধিক প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে, আহলেহাদীছগণ তাহাই গ্রহণযোগ্য বিবেচনা করেন।

١٠- فان وجدوا شيئاً يستوى فيه قولان فهى مسئلة ذات قولين -

১০। কোন বিষয় সম্পর্কে সমশ্রেণীভুক্ত দুই প্রকার বিভিন্ন হাদীছ পাওয়া গেলে তাহাকে এমন একটি মছআলা বলিয়া আহ্‌লেহাদীছগণ বিবেচনা করিয়া থাকেন, যাহার সম্বন্ধে দ্বিবিধ নির্দেশই গ্রহণ-যোগ্য বিবেচিত হইবে।

١١- فان عجزوا عن ذلك ايضاً، تاملوا فى عمومات الكتاب والسنة ايماآتهما واقتضا آتهما وحملوا نظير المسئلة عليها فى الجواب، اذا كانا

Contents

ইছ্‌লামী শাসনতন্ত্র ও মুহাজির সমস্যা

(১৯শে এপ্রিল ১৯৫৬ সাল তারীখে ঢাকায় অনুষ্ঠিত মিল্লতে ইছলাম কন্‌ফারেন্সে পঠিত)

হাছান আলী—এম-এ, বি-এল, এডভোকেট।
(পূর্বপাক সরকারের ভূতপূর্ব মন্ত্রী)

الحمد لله رب العالمين والصلوة والسلام على خاتم النبيين وامام المرسلين
سيدنا محمد رحمة للعالمين و على اله واصحابه اجمعين -

মিল্লতে মোকাদ্দেছার ভ্রাতৃগণ

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

আমার ন্যায় নগণ্য ক্ষুদ্র ব্যক্তিকে আপনাদের এই বিরাট কনফারেন্সে দুই চারিটি কথা বলিবার অনুমতি দিয়া আপনারা আমাকে ধন্য করিয়াছেন, সে জন্য আপনাদের নিকট আমার সকৃতজ্ঞ শোকরিয়া জানাইতেছি। আপনাদেরকে এই মহতী সভায়—সমবেত হইতে দেখিয়া বাস্তবিকই সাতিশয় আনন্দ অনুভব করিতেছি।

নিম্নের কয়েকটি কথা আমার এই আনন্দানুভূতিরই অভিব্যক্তি ছাড়া আর কিছু নয়।

প্রিয় ভ্রাতৃগণ, বাস্তবিকই ঐতিহাসিক, বৈজ্ঞানিক, সাহিত্যিক চিন্তানায়ক, উলামা প্রভৃতি বিদ্বজ্জনমণ্ডলীর সমুজ্জল নক্ষত্র মালার এই মহান সমাবেশের সম্মুখে আমার মত ক্ষুদ্র মানুষের ওষ্ঠ সম্প্রসারণ করিতে ভয় হইতেছে তবুও আপনাদেরকে দেখিয়া সাহস পাইতেছি এই বলিয়া যে, "আমরা সকলে ভাই ভাই" এবং আমাদের ইছলাম রূপী এই বিরাট পরিবারের জীবন মরণের সমস্যাবলী আলোচনার জন্য আমরা একই প্লাটফর্মে (মঞ্চে) সমবেত হইয়াছি।

আমি আপনাদিগকে কোন কিছু উপদেশ বিতরণ করিতেছি মনে করিলে নিতান্ত ভুল করা হইবে, আমি এ বিষয়ে সম্পূর্ণরূপে সজাগ রহিয়াছি যে, আপনাদিগকে নছিহত করা "সূর্য্যকে আলোদান" করার মতই হাস্যকর ব্যাপার।

ইতিহাসের ছাত্র মণ্ডলী সম্পূর্ণ অবগত আছেন যে, মুসলিম জগতকে অনৈছলামিক করার কার্য্য বর্ত্তমান শতকের মধ্যভাগে শেষ পর্য্যায়ে আসিয়া পৌঁছিয়াছে। ইহা অবশ্যই বিগত ২০০ বৎসর ধরিয়া ক্রামশিক প্রণালীতে জড়বাদী তমদ্দুন, কৃষ্টি ও সভ্যতার প্রভাবে ও শাসনের আওতায় সংসাধিত হইয়াছে। মুছলমানদের রাজনৈতিক দাসত্ব মুছলমানের আধ্যাত্মিকতা ও নীতিবাদকে সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত করিয়া দিয়া তাহাদিগকে অধঃপতনের চরমে পৌঁছাইয়া দিয়াছিল। কিন্তু ইছলাম চিরগতিশীল ও মুছলমান কখন মরিতে পারে না। "ইলাহী শাসনে"র পুনঃ-

(৫০৬ পৃষ্ঠার পর)

৩- والصلوة على من مات من اهل هذه القبلة وحسابهم على الله عزوجل -

৩। প্রত্যেক মৃত আহ্‌লে কিব্‌লার জানাযার নমায পড়া এবং তাহাদের আচরণের হিসাব আল্লাহর হস্তে ছাড়িয়া দেওয়া।

৪- والخروج مع كل امام -

৪। ভালমন্দ প্রত্যেক নেতার সঙ্গে ইছ্‌লামের শত্রুদলের বিরুদ্ধে জেহাদের জন্য অগ্রসর হওয়া।

৫- والصلوة خلف كل بروفاجر -

৫। প্রত্যেক ধর্ম্মপরায়ণ অথবা দুশ্চরিত্র ইমামের পশ্চাতে নমায আদা করা।

৬- والوتر ركعة -

৬। বিত্‌রের নমায এক রাক্‌আৎ পড়া।

৭- والاقامة فرادى -

৭। ইকামৎ এক একবার করিয়া উচ্চারণ করা।

প্রবর্ত্তন এবং মিল্লতের পুনর্জাগরণ ও পুনর্গঠনের জন্য আমাদের বর্ত্তমান উদ্যম ও প্রচেষ্টা মোছলেম—জগতের আমাদের এই অংশে সপ্তদশ শতকের শুরু হইতে আজ পর্য্যন্ত ইতিহাসের অংশ হইয়া রহিয়াছে। ইছলামী জীবনব্যবস্থা বা 'পবিত্র শরিয়ৎ' এর প্রতিষ্ঠাকল্পে জদ্ধ ও জেহাদ শুরু করেন ভারতে প্রথমতঃ হজরত ইমামে রব্বানি মোজাদ্দাদে আলফে-ছানি শেখ আহমদ সেরহেন্দি (রহঃ আঃ)। তিনি সর্ব্বপ্রকার ভয় ভ্রূকুটিকে উপেক্ষা করতঃ 'হক' ও সত্যের ঘোষণা করিলেন, নানা প্রকার বিপদ ও বাধাবিঘ্নের প্রতিবন্ধকতা ও অন্তরায় তাঁহাকে এ পথ হইতে নিরস্ত করিতে পারিলনা। অবশেষে এ জন্য তিনি ঐতিহাসিক "গোয়ালিয়র দুর্গে" কারাদণ্ডের নির্য্যাতনও সহ্য করিলেন। শরিয়ত প্রতিষ্ঠার এই আন্দোলনের আলোকবর্ত্তিকা প্রজ্জ্বলিত রাখা হইল এবং পরবর্ত্তীকালের বিভিন্ন চিন্তানায়কগণের নেতৃত্বে এই আন্দোলন শনৈঃ শনৈঃ অগ্রগতির পথে—ধাবিত হইল। হজরত শাহ ওলিউল্লাহ মোহাদ্দেছ দেহলবী, সৈয়েদ আহমদ শহিদ ব্রেলভী, শাহ ইছমাইল শহিদ (রহঃ আঃ আজমায়িন) সকলেই সংগ্রাম করিলেন এবং শেষোক্ত 'শহিদায়েন' নিজের বুকের 'খুন' দিয়া এই আন্দোলনকে তাজা করিয়া-গেলেন। আল্লাহর পথে তাঁহাদের এই অমর অবদানের কথা ইতিহাসের পাতায় অবিস্মরণীয় অক্ষরে চিরকাল লিখিত থাকিবে। ভারতীয় মুছলমানগণের অন্তরে এই আন্দোলন যে সমুজ্জ্বল ও মহিমাময় স্থান সৃষ্টি করিল তাহা বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিভিন্নমুখী চরম নির্য্যাতনও মুছিয়া ফেলিতে সমর্থ হয় নাই। তাই আমরা দেখিতে পাইতেছি যে, এই আন্দোলন উহার প্রাথমিক পূর্ব্বগৌরব সহকারেই আজ পর্য্যন্ত জীবিত ও জাগ্রতই রহিয়াছে। এই সত্য মোটেই কোন আশ্চর্য্যের কথা নহে! এই আন্দোলন আমাদের প্রিয়তম দার্শনিক কবি, ইছলামের মহান শক্তিধর সন্তান আল্লামা ইক্‌বাল (মরহুম) এর হস্তে বিপুল প্রেরণা লাভ করিয়াছিল, এই সময়ে মহাকবি ইছলাম ও মুছলমানের আবাসভূমি পাকিস্তানের স্বপ্ন দেখিলেন এবং আমরা আজ সকলেই এই মহান স্বপ্নসাধের রূপায়ণ করিতে বদ্ধপরিকর হইয়াছি।

এই রকমের মুজাদ্দিদের আবির্ভাব হয়ত আরও হইবে, হয়ত হইবেনা, কিন্তু মোজাদ্দিদের কর্ম্মসাধনার ভার আজ সমস্ত মুস্লিম মিল্লতের স্কন্ধে পতিত হইয়াছে। এ গুরুদায়িত্বের বোঝা আজ আমাদের সকলকেই বহন করিতে হইবে।

মুছলমানের এই আশা আকাঙ্খাকে পাকিস্তানের প্রথম গণপরিষদ ঐতিহাসিক 'আদর্শ প্রস্তাব' (objective resolution) পাশ করিয়া বাস্তব রূপ দানের প্রয়াস পাইয়াছিলেন। পাকভারতের এই পবিত্র ভূখণ্ডের মোছলেম অধিবাসীগণের মানবীয় জীবনযাত্রার সামগ্রিক ব্যাপারে আল্লাহ ও তদীয় রছুলের সার্ব্বভৌমত্ব স্বীকৃত হইল। ইছলামী শাসন-তন্ত্রের খসড়া আইন কোরআণ ও সুন্নাহর পবিত্র নীতির উপরে ভিত্তি করিয়া রচিত হইল, কিন্তু পাশ্চাত্য সভ্যতায় বিমুগ্ধ ক্ষমতালোভী ও শক্তি-মদমত্ত রাজ-নৈতিক দল এই ইছলামী শাসনতন্ত্রের সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনাকে কিরূপে ব্যাহত ও বিলোপ করিয়া দিল, তাহা সকলের জানা আছে—ইহা এই অল্পদিনের সাম্প্রতিক ইতিহাসের কথা। ইহার পুনরাবৃত্তি করা অনাবশ্যক। পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠি, পাশ্চাত্য আধুনিকতার এই পূজারীর দল, আধুনিক দুনইয়াবী (Secular) শাসনতন্ত্র প্রবর্ত্তনের ওছিলায় পাকিস্তানের মুছলিম জনসাধারণের অন্তরের গভীর-তম প্রদেশে নিহিত শরিয়ৎ শাসনের আশা আকা-ঙ্খাকে কিরূপে অবজ্ঞা ও তুচ্ছ ও পদদলিত করিল তাহা সর্ব্বজন বিদিত, আমি এ বিষয়ের বাহুল্য বর্ণনা হইতে নিরস্ত হইলাম। ইহা বাস্তবিক পক্ষে ইছলামের ও ইছলামী জীবন ব্যবস্থার যুদ্ধাভিযানের আহ্বান (Challange) ব্যতীত আর কিছু নহে। এই দুর্ভাগ্যজনক পরিস্থিতি শাসন ও শাসিতের মধ্যে একটা ভীষণ সংঘর্ষের উৎপাদন করিল এবং আপনারা সকলেই জানেন, রহমানুররহিম আল্লাহ পকের করুণায় জনসাধারণ এই যুদ্ধে জয়লাভ করিয়াছে এবং আমরা পাকিস্তানে মোটামুটি

"ইছলামী শাসনতন্ত্র" হাছিল করিয়াছি। কিন্তু আমাদের মনে রাখিতে হইবে যে, আমরা জেহাদের মাত্র দ্বিতীয় পর্য্যায়ে উপস্থিত হইয়াছি। আমাদের উদ্যম, প্রচেষ্টা ও সাধনার এই খানেই শেষ নয় বস্তুতঃ ইহা আমাদের প্রকৃত জেহাদের প্রারম্ভ মাত্র। আমাদের দায়িত্ব পূর্ব্বাপেক্ষা শতগুণে বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং আমাদের কর্ম্মসাধনা আমরণ চলিতে থাকিবে। আমরা "জিহাদে আকবরের" যুদ্ধক্ষেত্রে ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছি—সত্যবাদী (Truthful) মুছলিম নর-নারীরূপে আমাদের জীবন গঠন করার ইহাই প্রকৃষ্ট ক্ষেত্র।

আমাদের ইহা বিস্মৃত হইলে চলিবেনা যে, আদর্শ প্রস্তাবের মারফত আমরা গোটা জাতিই আল্লাহ্ ও রছুলের (ছাআঃ) হস্তে "বায়আতের" শপথ গ্রহণ করিয়াছি। আমাদের এই বায়আতের শপথকে এক্ষণে কার্য্যে পরিণত করিতে হইবে। "ইছলামী শাসন সংবিধান" ত একখানা কাগজে লেখা দলিল মাত্র, আমরা আমাদের ব্যক্তি ও সমাজগত ব্যবহারিক জীবনে যদি উহার উদ্দেশ্যকে কার্য্যকরী করিয়া না তুলি, তাহাহইলে উহা dead letter বা কয়েকটী পুরাতন কাগজের পাতাতেই পর্য্যবসিত হইয়া থাকিবে।

বর্ত্তমানে যাহা আমাদের প্রয়োজন তাহা হইতেছে, সতর্কতার সহিত আমাদের আদর্শানুযায়ী অবিরাম পুনর্গঠনের কার্য্য করিয়া যাওয়া। অবশ্য আমাদের কাজ খুবই কষ্টসাধ্য এবং অপরিসীম স্বার্থত্যাগ এবং দৈহিক ও আত্মিক কোরবানী সাপেক্ষ্য।

ভ্রাতৃগণ, আমাদের জীবনকে নূতন করিয়া আবার গঠন করিতে হইবে।

আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, বিংশ শতাব্দীর মধ্য-ভাগেই আমাদের নৈতিক, আধ্যাত্মিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক জীবনের অবনতি সম্পূর্ণরূপে চরম পর্য্যায়ে পৌছিয়াছে। কিন্তু দুর্গতির এই চরম অবস্থা আকস্মিক ভাবে আসে নাই বরং এই ধ্বংসাবস্থা একটি কার্য্য কারণ সম্বন্ধযুক্ত বহু শতাব্দী ব্যাপিয়া ধারাবাহিক প্রণালীরই পরিণতি রূপে দেখা দিয়াছে। জ্ঞানচর্চ্চা, গবেষণা, চিন্তা, অনুসন্ধিৎসা ও আবিষ্কারের ক্ষেত্রে স্থবিরতা বশতঃ এই ধ্বংসের শুরু হয়, অবশেষে ইহা আমাদের রাজনৈতিক পতনের শেষ সীমায় পৌছে এবং আমরা অমুছলিম সাম্রাজ্যবাদী শক্তির কবলে পতিত হই। রাজনৈতিক দাসত্ব 'নীচতম' আত্মহেয়তা ও পরাজিত মনোভাবের (Inferiority complex) ফলে মানসিক দাসত্ব (Intellectual serfdom) সমস্ত মুছলিম জগতকে নৈতিক পরাধীনতার শৃঙ্খল পরাইয়া দেয় এবং জাতি নিজ গতিপথ হইতে পদস্খলিত হইয়া পড়ে। অবস্থা এই দাঁড়াইল যে, যে কতিপয় মুছলিমদেশ রাজনৈতিক স্বাধীনতা কিছুকিঞ্চিৎ বজায় রাখিতে সমর্থ হইয়াছিল—তাহারাও এই ব্যাপক বিপদের প্রভাবকে এড়াইতে পারিলনা। এই বিপদসংকুল পরিস্থিতির শেষ পরিণতি এই দাঁড়াইল যে, যখন মুছলমানগণ অগ্রগতির আহ্বানে জাগরিত হইল, তখন দেখিতে পাওয়া গেল যে, তাহারা পাশ্চাত্যের চিন্তাধারা রঞ্জিত চশমা ব্যতীত কোন কিছু অবলোকনের শক্তি হারাইয়া ফেলিয়াছে। যাহা পাশ্চাত্য নহে, তাহা উহাদের মনে কোন আস্থা বা বিশ্বাস জন্মাইতে পারিলনা। বস্তুতঃ পাশ্চাত্য সভ্যতা ও কৃষ্টি গ্রহণ ও অনুসরণ করা এমন কি নিতান্ত ব্যক্তিগত ব্যাপারেও অনুকরণ বৃত্তির অনুসরণ করার এক উন্মত্ততা ইহাদের মধ্যে প্রবল হইয়া পড়িল। পরিশেষে ইহারা পাশ্চাত্যের দাসত্বের নিকট সর্ববিষয়ে আত্মসমর্পণ করিল! এ কারণে আমরা আজ দেখিতে পাইতেছি যে সম্প্রতি অনেক মুছলিম দেশ সম্পূর্ণ-রূপেই 'শরিয়ৎ' কে বর্জ্জন করিয়াছে অথবা কেবল-মাত্র কতিপয় নিছক ব্যক্তিগত ব্যাপারে 'শরার' কার্য্যকারিতা অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছে। বিদেশী বশ্যতার আওতায় থাকার হেতু স্বভাবতঃই রাজনৈতিক ও তামদ্দুনিক আন্দোলনের নেতৃত্ব ঐ সমস্ত লোকের হাতেই পড়িল, যাহাদের আদর্শ একেবারেই ইছলামী পটভূমি (back ground) বিহীন।

আমি আমাদের সমসাময়িক জনৈক মহান

চিন্তানায়কের চিন্তাধারা হইতে উপরের লিখিত কথাগুলি উধৃত করিলাম এই উদ্দেশ্যে যে, ইহা আমাদের মধ্যে 'লাদ্বিনী বা দুনিয়াবী শাসন' আন্দোলনের জন্ম কোথা হইতে ঘটিল তাহারই আভাষ বা ইংগিত দিবে, যে আন্দোলন আমাদের আদর্শমূলক রাষ্ট্রের শাসন সংবিধান রচনার ক্ষেত্রে প্রবল অন্তরায় সৃষ্টি করিয়াছে। অধিকন্তু ইহা আমাদের কর্ম্মসাধনার গুরু দায়িত্ব ও গতিপথের এবং জাতিগঠনের পথে যে সকল অন্তরায় রহিয়াছে, যাহার সহিত আমাদের সংগ্রাম করিতে হইবে—সে সবেরও পরিচয় প্রদান করিবে।

যাহাই হউক না কেন, যে গুরু দায়িত্বভার আল্লাহ ও তদীয় রছুল (দঃ) আমাদের উপর ন্যস্ত করিয়াছেন তাহা আমাদিগকে সম্পাদন করিতে হইবেই।

বেরাদরানে মিল্লৎ, এই উদ্দেশ্য সাধনের পথে আমাদের প্রধান এবং প্রবল অস্ত্র হইতেছে, "ইছলামী তৌহিদ, ঈমান ও শৃঙ্খলা"। আমরা কখনই আমাদিগকে পূর্ব্ব ফ্রন্ট বা পশ্চিম ফ্রন্টে দ্বিধাবিভক্ত করিবনা। আমাদের সামনে মাত্র একটি এবং কেবল মাত্র একটিই ফ্রন্ট রহিয়াছে উহা হইতেছে, 'ইছলামিক ফ্রন্ট'। বাঙ্গালী বিহারী, পাঞ্জাবী, বেলুচী অথবা 'সরহদী' ক্যাম্পে আমরা নিজেদিগকে কখনই বিভক্ত ও খণ্ডিত করিবনা। সর্ব্বদাই আমাদিগকে মনে রাখিতে হইবে যে, প্রাদেশিকতার সামান্য লেশ মাত্রও পাকিস্তানের স্থায়িত্ব ও দৃঢ়তাকে ধ্বংসের মুখে ঠেলিয়া দিবে। আমরা যদি আমাদের খোদা নির্দ্দেশিত এই জীবন জেহাদে জয় কামনা করি, তাহা হইলে আমাদিগকে মুছলিম ভ্রাতৃত্বের এই একই মঞ্চে সম্মিলিত হইতে হইবে। মোহাজের ও আনছারের ভেদাভেদ আমাদিগকে ভুলিয়া যাইতে হইবে। আমরা সকলেই মুছলিম! আমাদের খোদা এক, কেতাব এক, রছুল এক এবং আমাদের জাতীয়তা এক। আমরা সকলেই অদৃষ্ট ও উদ্দেশ্য সাধনে বদ্ধপরিকর, যদি ইহাই হয়, তবে পার্থক্য কোথায়?

ভ্রাতৃগণ! মুহাজির, অমুহাজির বা আনছারের মধ্যে যাহা বিভিন্নতা দেখা যায় উহা মাত্র অবস্থাঘটিত, বাস্তব বা মূলগত নহে। এই পার্থক্য উদিত হইয়াছিল, হজরত রছুলে করিমের (দঃ) মদীনায় ইছলাম প্রচার উদ্দেশ্যে হিজরত করার সঙ্গে। মদীনার কতিপয় অধিবাসী তাঁহাকে ও তাঁহার মিশন ইছলাম কে সাদরে গ্রহণ করিলেন এবং জান ও মালের বিপুল কোরবানী করতঃ তাঁহাকে সহায়তা করিলেন ও একই উদ্দেশ্যে একই কর্ম্মসাধনার জীবন যুদ্ধে ঝাঁপাইয়া পড়িলেন। নবী করিম (দঃ) স্বয়ং আল্লাহর পথে প্রথম প্রধান মুহাজির, আনছারগণও এই একই উদ্দেশ্যে তাঁহার পাশে আসিয়া দাঁড়াইলেন। ইতিহাসের কোন এক নির্দ্দিষ্ট সময়ে—আমি ইতিহাসের কোনও অভিজ্ঞ ছাত্র নহি, তজ্জন্য আমার সঠিক জানা নাই কোন সময়ে আনছার মোহাজেরের এই পার্থক্য স্বাভাবিক ভাবেই বিলোপ হইয়া গিয়াছিল এবং তাহাদের চিন্তার যে বিষয়বস্তু অতঃপর বাকি রহিয়া গেল, তাহা হইতেছে "ইছলাম এবং কেবলই—ইছলাম"। যখন মদীনায় সর্ব্বতোভাবে পরিপূর্ণ 'ইছলামী ষ্টেটের' প্রতিষ্ঠা হইল তখন নিতান্ত স্বাভাবিক ভাবেই মোহাজির ও আনছারের ভেদাভেদ দূরীভূত হইয়া গেল এবং সত্য সত্যই তাহারা 'প্রথমেও মুছলিম ও শেষেও মুছলিম" (Muslim first and Muslim last) রহিয়া গেলেন। তখনকার এই ইতিহাস, আমাদেরকে আল্লাহতালার যে পবিত্র বাণী তদীয় প্রিয়তম রছুলের নিকট অবতীর্ণ হইয়াছিল, তাহা স্মরণ করাইয়া দিতেছে:—

قل ان صلاتى ونسكى ومحياى ومماتى لله
رب العالمين ـ لا شريك له و بذالك امرت
وانا اول المسلمين ـ

ভ্রাতৃগণ, এই সমস্ত কথা দ্বারা আমি আমাদের দেশের মোহাজির সমস্যার গুরুত্বকে অস্বীকার করিতেছিনা। পাকিস্তান হাছেল ব্যাপারে মোহাজিরদের বিপুল ত্যাগের কথা কেহই অস্বীকার করিতে পারেনা। সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে যে, পাকিস্তান অর্জ্জনের জন্য তাহাদিগকে গৃহ ভিটামাটি পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন দিতে হইয়াছিল। পাকিস্তান হাছেলের

ছুরত আল্‌ফাতিহার তফছীর

(৫০২ পৃষ্ঠার পর)

স্থাপন করিবে। কারণ উপার্জনের অধিকার সকলকে তুল্য ও অভিন্ন ভাবে প্রদত্ত হইয়াছে এবং সাম্যের এই অধিকারে হস্তক্ষেপ করার কাহাকেও অনুমতি প্রদান করা হয় নাই।

আল্লাহ মানুষের জীবন যাত্রার ব্যবস্থাপক এবং তিনি প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন যে, ভূপৃষ্ঠে বিচরণকারী সমুদয় জীবের জীবন যাত্রার ব্যবস্থার ভার তিনি স্বয়ং গ্রহণ করিয়াছেন. ছুরত হুদে আল্লাহ বলিয়াছেন, এবং ভূপৃষ্ঠে বিচরণকারী প্রত্যেক জীবের খাদ্যের দায়িত্ব আল্লাহ গ্রহণ করিয়াছেন। ছুরত আয্‌যারিয়াতে বলিয়াছেন, তোমাদের খাদ্য এবং যে বিষয়ে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইয়াছে, তাহা ঊর্ধ গগনে অর্থাৎ আল্লাহর যিম্মাতেই রহিয়াছে।

وما من دابة فى الارض الا على الله رزقها -

و فى السماء رزقكم وما توعدون -

ছুরত আল্‌আনআমে আদেশ করিয়াছেন, তোমরা অভাবের আশংকায় তোমাদের সন্তানদিগকে হনন করিওনা। আমরাই তোমাদিগকে ও তাহাদিগকেও খাদ্যদান করিয়া থাকি।

لاتقتلوا اولادكم من املاق، نحن نرزقكم واياهم !

ছুরত আন্‌নমলে বিস্মৃত মানবজাতিকে স্মরণ করাইয়া দেওয়া হইয়াছে যে, বল দেখি, কে তোমাদিগকে আকাশ এবং ভূপৃষ্ঠ হইতে খাদ্য যোগাইয়া থাকেন? আল্লাহ ছাড়াও কি তোমাদের অন্য কোন ইলাহ্ আছে?

و من يرزقكم من السماء والارض ؟ اله مع الله ؟

ছুরত আয্‌যারিয়াতে এইবাণী উক্ত হইয়াছে যে, বস্তুতঃ শুধু আল্লাহই তোমাদের অন্নদাতা ক্ষমতাশালী ও শক্তিধর।

ان الله هو الرزاق ذوالقوة المتين -

ছুরত আল্‌হিজরে আদেশ দেওয়া হইয়াছে যে, আমরাই তোমাদের জন্য ভূপৃষ্ঠে জীবন-যাত্রার উপকরণ সৃষ্টি করিয়াছি আর তাহাদের জন্যও, যাহাদিগকে তোমরা খাদ্যদান করনা।

وجعلنالكم فيها معائش ومن لستم لها برازقين -

ছুরত আল্‌বাকারায় উল্লিখিত হইয়াছে যে, একমাত্র আল্লাহই ভূপৃষ্ঠের সমুদয় বস্তুকে তোমাদের জন্য সৃজন করিয়াছেন।

هوالذى خلق لكم ما فى الارض جميعا -

হা-মীম আছ্‌ছিজদায় উক্ত হইয়াছে, এবং আল্লাহ প্রতিষ্ঠিত করিলেন পৃথিবীর পৃষ্ঠদেশে ভারী পাহাড় সমূহ এবং মাটিকে সমৃদ্ধি প্রদান করিলেন এবং চারি দিবসে যথোচিত পরিমাণ অনুযায়ী তাহাদের খাদ্যসামগ্রী উহাতে স্থাপন করিলেন, (যাহা উপার্জনের সাধনা অনুসারে) খাদ্যান্বেষীদের জন্য অভিন্ন রাখা হইয়াছে।

وجعل فيها رواسى من فوقها وبارك فيها وقدر فيها اقواتها فى اربعة ايام سواء للسائلين -

ছুরত আন্‌নহলে কথিত হইয়াছে যে, আল্লাহ তোমাদের মধ্যে কোন কোন ব্যক্তিকে অপর অপেক্ষা খাদ্য-সম্পদে উন্নততর করিয়াছেন অথচ তাহারা এরূপ করেনা যে, যাহাদিগকে অধিকতর খাদ্যসম্পদ দেওয়া হইয়াছে, যাহাতে সকলেই খাদ্যের সমান অংশীদার হইয়া যায়

والله فضل بعضكم على بعض فى الرزق، فماالذين فضلوا برادى رزقهم على ما ملكت ايمانهم، فهم فيه سواء، افبنعمة الله يجحدون ؟

(৫১০ পৃষ্ঠার পর)

জেহাদে মোহাজিরগণ সিংহের অংশ গ্রহণ করিয়াছিল, ইহা একেবারে অনস্বীকার্য্য। মোহাজিরগণের বিশিষ্ট অভিযোগের বিষয় যে রহিয়াছে, সে সম্বন্ধে কোন তর্কের অবকাশ নাই এবং এ অভিযোগগুলির আশু প্রতিকার হওয়া অবশ্য বাঞ্ছনীয়। গৃহ ও পুনর্বাসন সমস্যা বহুদিন যাবতই আমাদের চোখের সামনে বৃহৎ আকারে ভাসিতেছে এবং ইতিমধ্যেই ইহা প্রবল আকার ধারণ করিয়াছে এবং অবিলম্বে প্রতিকার অনিবার্য্য হইয়াছে। অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় এইযে, দেশের বিপথ-চালিত, অস্থির ও পরিবর্তনশীল রাজনীতির কারণে মোহাজিরদের দাবীকে ভুল বুঝা হইয়াছে এবং সমস্যার কোন সমাধান না হইয়া যেখানে উহা পূর্বে ছিল, সেইখানেই উহা এখনও রহিয়া গিয়াছে। আমাদের বুঝা উচিত যে, অনতিবিলম্বে আমাদের সর্ব্বশক্তি নিয়োগ করিয়া এই সমস্যার সমাধানে প্রবৃত্ত হওয়া কর্তব্য। মিল্লত ও ষ্টেটের মঙ্গলের জন্যই এই সমস্যা সমাধানে আর একটুকুও সময় অতিবাহিত করা উচিত হইবেনা।

পরিশেষে আল্লাহ পাকের দরগাহে প্রার্থনা করি, তিনি আমাদের ঈমানকে অধিকতর সবল করুন এবং আমাদের বাক্যে অধিকতর এখলাছ দিন এবং আমাদের সফলতা দান করুন।

عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی
اگر عمل نہیں تو کچھ نہیں نہ نوری ہے نہ ناری ہے -

তজ্জন্য তাহারা তাহাদের বাড়তি খাদ্য তাহাদের অধীনস্থদিগকে বণ্টন করিয়া দেয়না। এই আচরণ দ্বারা তাহারা কি আল্লাহর নি'মতের খোলাখুলি ভাবে কৃতঘ্নতা করিতেছেনা ?

উল্লিখিত আয়ত সমূহে ব্যাপক ভাবে প্রত্যেক মানব সন্তান সম্বোধিত হইয়াছে এবং এগুলির সাহায্যে প্রতিপন্ন হইতেছে যে, খাদ্য ও জীবন-যাত্রার উপাদানগুলি আল্লাহর ধনভাণ্ডারের এরূপ সার্বজনীন অবদান যে, জীবজগতের প্রত্যেককেই উহা আহরণ করার তুল্য অধিকার প্রদান করা হইয়াছে। খাদ্য ও উপার্জনের সাম্য ও অভিন্নতার যে প্রকাশ্য ঘোষণা উল্লিখিত আয়ত সমূহের সাহায্যে প্রদান করা হইয়াছে, তাহার অস্বীকৃতি বাস্তবতার অস্বীকৃতির নামান্তর মাত্র।

তফছীর আল্ বাহ্রুল মুহীত ও শওকানীর তফছীর ফত্হুলকদীরে ছুরত আন্নহলের উল্লিখিত আয়ত প্রসংগে লিখিত হইয়াছে যে, এই আয়তের ইহাও অর্থ গ্রহণ করা যাইতে পারে যে, আল্লাহ কতক ব্যক্তিকে খাদ্যসম্পদে কতক ব্যক্তি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠত্ব দান করিয়াছেন এবং শ্রেষ্ঠত্ব প্রাপ্তের দল তাহাদের নিম্নশ্রেণীভুক্ত মানুষদিগকে তাহাদের সম্পদের বাড়তি অংশ কিছুই ফিরাইয়া দেয়না। অতএব শ্রেষ্ঠ ও অধীনস্থ সকলেই খাদ্যসম্পদে মূলতঃ সমঅধিকার সম্পন্ন। *

وجوز ان يكون معنى الاية ان الله تعالى فضل بعضا على بعض في الرزق وان المفضلين لايردون من رزقهم على من دونهم شيئا فالما لك والمملوك في اصل الرزق سواء -

যমখ্শরী তাঁহার তফছীরে লিখিয়াছেন যে, আল্লাহ তোমাদিগকে খাদ্যসম্পদে নানা শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন। যাহাদের খাদ্য অপেক্ষা তোমাদের খাদ্য শ্রেষ্ঠ, তাহারা তোমাদেরই মত মানুষ এবং তোমাদের ভাই। অতএব তোমাদের বাড়তি খাদ্যসম্পদ তাহাদের মধ্যে প্রত্যাবর্তিত করিয়া দেওয়া উচিত, যাহাতে খাদ্য ও পরিধেয় ব্যাপারে তোমরা অভিন্ন হও। এইরূপই হযরত আবুযর্ গিফারীর বাচনিক বর্ণিত

اختار في الكشاف ان المعنى انه سبحانه جعلكم متفاوتين في الرزق، فرزقكم افضل رزق مما دونكم و هم بشرمثلكم واخوانكم - وكان ينبغي ان تردوا الفضل مما رزقتموه عليهم حتى تستاووفي الملبس والمطعم كما يحكى عن ابى ذر رضى الله عنه -

* কত্হুল কদীর (৩) ১৭১ পৃঃ।

হইয়াছে। *

শওকানী ইহাও লিখিয়াছেন, ধনের মালিকগণ তাহাদের অধীনস্থদিগকে তাহাদের খাদ্য, সম্পদ ফিরাইয়া দেয়না, বরং আমরাই (আল্লাহই) তাহাদিগকে এবং ধনিকদিগকে খাদ্য দান করি। অতএব ধনিকরা যেন ইহা মনে না করে যে, তাহারাই নিঃস্বদিগকে দান করিতেছে। প্রত্যুত আমারই প্রদত্ত খাদ্য তাহাদের হস্ত দ্বারা বিতরিত হইতেছে মাত্র এবং এবিষয়ে তাহারা সকলেই সমতুল্য, যেন বলা হইতেছে ধনিকরা ইহা বুঝিতে পারেনা বলিয়াই আল্লাহর নি'মতে কৃতঘ্নতা করিতেছে। †

ويكون المعنى على قراءة الخطاب ان المالكين ليسوبرادى رزقهم على مماليكهم بل انا الذى ارزقهم واياهم، فلا يظنوا انهم يعطونهم شيئا، وانما هو رزقى اجريته على ايديهم وهم جميعا فى ذلك سواء، لامزية لهم على مماليكهم، ويناسب هذاالمعنى كان يقال لا يفهمون ذلك، فيجحدون نعمة الله -

কোরআনের আয়ত সমূহের সমর্থনে নিম্নলিখিত হাদীছ ও ছাহাবাগণের উক্তি ও আচরণ মনোযোগ সহকারে পাঠ করা কর্তব্য।

আবু ছঈদ খুদ্রীর বাচনিক বর্ণিত হইয়াছে যে, রছুলুল্লাহ (দঃ) আদেশ করিয়াছেন, যাহার নিকট শক্তি ও সম্পদের পরিমাণ প্রয়োজনের অধিক রহিয়াছে, উক্ত বাড়তি সম্পদ দুর্বলদিগকে দান করা তাহার কর্তব্য আর যাহার কাছে প্রয়োজনের অতিরিক্ত আহার্য রহিয়াছে, অভাবগ্রস্ত এবং নিঃস্বদের মধ্যে উক্ত বাড়তি অংশ তাহার পক্ষে বিতরণ করা কর্তব্য। আবু ছঈদ খুদ্রী বলিতেছেন যে, রছুলুল্লাহ (দঃ) এই ভাবে বিভিন্ন সম্পদের কথা এরূপ ভাবে আলোচনা করিলেন যে, আমরা বুঝিয়া লইলাম, আমাদের বাড়তি সম্পদে আমাদের কোন অধিকার নাই। (অসমাপ্ত) §

من كان معه فضل ظهر، فليعد به على من لاظهرله - ومن كان له فضل من زاد فليعد به على من لازادله - قال ابو سعيد : فذكر من اصناف المال ماذكر، حتى راينا انه لاحق لاحد منا فى فضل -

* কত্হুল কদীর (৩) ১৭১ পৃঃ; আলবহ্রুল মুহীত (৫) ২৩১ পৃঃ।
† রূহুল মআনী (১৪)
§ মুহাল্লা (৬) ১৫৭ ও ১৫৮ পৃঃ।

Contents

ওয়াহাবী বিদ্রোহের কাহিনী

প্রতিপক্ষের যবানী

(৪)

অনুবাদ—আহ্‌মদ আলী
মেছাঘোনা, খুলনা।

মোট কথা প্রাক্তন মুসলমান শাসকবৃন্দের অধীনে মুসলমানগণ যেরূপ পূর্ণ ধর্ম্মীয় ও নাগরিক স্বাধীনতা ও অধিকার ভোগ করিতেছেন আমাদের অধীন হওয়ার সঙ্গে উহার প্রায় সমস্তই লোপ পাইয়াছে অথবা লোপ পাইতে বসিয়াছে। মনে রাখা আবশ্যক যে, কোন স্থান কেবল মুসলমানের প্রশ্নের উপর দারুল হরবে পরিণত হয় না, মুসলমানের অধীনস্থ জিম্মি প্রজাগণের অধিকার সমূহের প্রশ্ন ও সেই সঙ্গে বিজড়িত রহিয়াছে। মুসলমান শাসকগণ জিম্মিদিগকে শরিয়ত সম্মত যে সমস্ত ধর্ম্মীয় অধিকার উপভোগের স্বাধীনতা দিয়া ছিলেন, যেমন সহমরণ পাপের প্রায়শ্চিত্তার্থ আত্মদান, জাতি পাত ইত্যাদি জিম্মি-দিগের যে সমস্ত ধর্ম্মীয় ও সামাজিক অধিকারে মুসলমান শাসকগণ কখনও হস্তক্ষেপ করেন নাই আমরা সেই সমস্ত অধিকারে হস্তক্ষেপ করিয়াছি, দৃষ্টান্ত স্থলে সহমহরণ বন্ধের কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে। শরিয়তের ব্যবস্থা মোতাবেক কোন মুসলমান ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করিলে তাহাকে উত্তরাধিকার হইতে বঞ্চিত হইতে হয়, কিন্তু আমরা শরিয়তের সেই অমোঘ ক্ষমতা লোপ করিয়া খ্রীষ্টিয় ধর্ম্ম অবলম্বনকারী মুসলমানকে তাঁহার পৈত্রিক সম্পত্তিতে অধিকার বলবৎ হওয়ার কথা ঘোষণা করিয়াছি। এই সমস্ত ঘটনাদ্বারা প্রমানিত হইতেছে যে, মুসলমান শাসনা-ধীনে ভারতীয় মুসলমান ও জিম্মি প্রজাবৃন্দ যেভাবে এবং যেরূপ স্বাধীনতার সহিত "আমানে আউয়ান" (নিরঙ্কুশ নিরাপত্তা) উপভোগ করিতেছিল আমাদের অধীনে উহার আমূল পরিবর্ত্তন হইয়া গিয়াছে। সুতরাং এমাম আবু হানিফা (রঃ) কর্তৃক নির্দেশিত শর্ত্তানুযায়ী বর্ত্তমান ভারতবর্ষ দারুল হরবে পরিণত হইয়াছে।

ভারতবর্ষ ব্যতীত পৃথিবীর অন্যান্য দেশে যখন উক্ত প্রকার প্রশ্ন দেখা দিয়াছে তখন সেই সকল স্থানেও ঐ একই প্রকার সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে। গ্রীক, বুলগেরিয়া প্রভৃতি দক্ষিণ পূর্ব ইউরোপের দেশ-গুলি যতদিন তুরস্ক সোলতানগণের শাসনাধীনে চলিয়া নেযামে ইসলাম, অর্থাৎ শরিয়ত সম্মত আইন দ্বারা শাসিত হইয়াছে ততদিন ঐ সকল দেশ দারুল ইসলাম নামে অভিহিত হইয়াছে। কিন্তু পঞ্চাশ বৎসর হইল গ্রীকদেশ ইসলামী শাসন মুক্ত হওয়ার পর এখনও বহু মুসলমান ঐ দেশে বসবাস করা সত্বেও উক্ত দেশ দারুল হরবে আখ্যা লাভ করিয়াছে। দানিয়ুব অববাহিকাস্থিত অন্যান্য প্রদেশ সমূহের সম্মুখেও ঐ একই প্রশ্ন দেখা দিয়াছে। দক্ষিণ স্পেনে এবং আরও যে সকল স্থান মুসলমান প্রভুত্ব মুক্ত হইয়াছে সেই সকল স্থান যেমন পূর্ব্বে দারুল ইসলাম নাম ধারণ করিয়াছিল তেমনি বর্ত্তমানে দারুল হরব আখ্যা লাভ করিয়াছে। এমাম আবু হানিফার প্রধানতম শিষ্য এমাম মোহাম্মদ "মবসুত" নামক স্বীয় বিখ্যাত ব্যবহারিক পুস্তকে এবং সংশ্লিষ্টে যে ব্যবস্থা দিয়াছেন তাহা এইযে, "যেস্থলে ইসলাম শাসিত দেশ কাফেরের অধীন হইয়াছে সেই দেশ ততক্ষণ দারুল ইসলাম গুণ বর্জিত হইবেনা, যতক্ষণ সেই কাফের শাসক অন্য কোন আইন কানুন প্রবর্ত্তন না করিয়া পূর্ব্বেকার মুসলমান শাসন প্রবর্তিত নেযামে ইসলাম মোতাবেক শাসন ব্যবস্থা যথাযথ ভাবে বজায় রাখিবে। আমরা ভারতীয় শাসন ব্যবস্থা হইতে মুসলমান শাসন কর্ত্তার পদ সমূহ এমন কি কাজির পদ সমূহ লোপ করিয়াছি এবং মুসলমান শাসকগণ যে শরিয়ত ব্যবস্থা (ফেকাহ শাস্ত্র) মোতাবেক রাজ্য পরিচালনা করিতেছিলেন সেইস্থলে আমরা নূতন

আইন কানুন প্রবর্ত্তন করিয়াছি। এমতাবস্থায় শাস্ত্রজ্ঞ উলামা এবং তাঁহাদের অনুগামী অধিকাংশ ভারতীয় মুসলমানের মতামতের উপর লক্ষ্য রাখিয়া বর্ত্তমান ভারতকে দারুল ইসলাম আখ্যা দিতে চাহিলে তাহা শরিয়ত সম্মত হইবেনা।

ওহাবীগণের প্রথম সিদ্ধান্ত হইতেছে এই যে, বর্ত্তমান অবস্থায় ভারত দারুল হরবে পরিচালিত হইয়াছে অতএব মুসলমানের পক্ষে উহার শাসক শক্তির বিরুদ্ধে জেহাদ ফরজ হইয়াছে। কলিকাতা মহামেডান লিটারারী সোসাইটি কর্ত্তৃক প্রচারিত ফতোয়া পুস্তিকায় ওহাবী ব্যবস্থার প্রতি সন্দেহ আরোপিত করিয়া জোরের সহিত বলা হইয়াছে যে, "ভারত দারুল হরবে পরিণত হয় নাই, বরং এখনও পূর্ব্বের ন্যায় দারুল ইসলাম গুণ সম্পন্ন রহিয়াছে।" কিন্তু যেহেতু তাঁহাদের উক্তির মূলে কোন প্রকার শাস্ত্রীয় যুক্তি ও সিদ্ধান্ত নাই সেই হেতু উহা ব্যর্থ হইয়া গিয়াছে এবং সরল বিশ্বাস দ্বারা চালিত যে অধিক সংখ্যক সাধু মুসলমানদিগকে আমাদের পক্ষে আনয়ন করার প্রয়োজনীয়তা বেশী তাহারা এই পুস্তিকা দ্বারা মাত্রই প্রভাবিত হইবে না। তবে লোক লজ্জা ও বিপদ এড়াইবার জন্য যাহারা ধর্ম্মীয় ব্যবস্থার নামে যে কোন বিকৃত ব্যবস্থার আশ্রয় লইতে প্রস্তুত তাহারা উহার আশ্রয় গ্রহণ করিতে পারে। উত্তর ভারতের উলামাগণ এতৎ সংশ্লিষ্টে ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গীর আশ্রয় গ্রহণ পূর্ব্বক এই প্রশ্ন সম্বন্ধে তর্ক উপস্থিত করিয়াছেন। তাঁহারা ওহাবীগণ কর্ত্তৃক উপস্থাপিত প্রথম সন্দেহকে স্বীকার করিয়া লইয়া বলিতেছেন যে, বর্ত্তমান অবস্থায় ভারত দারুল ইসলাম নাম ধারণের যোগ্যতা—হারাইয়া ফেলিয়াছে বটে, কিন্তু তাই বলিয়া সে জন্য ভারতীয় মুসলমানদের প্রতি শরিয়ত সম্পন্ন জেহাদ ব্যবস্থা আরোপিত হওয়া সম্বন্ধে তাঁহারা ভিন্ন মত পোষণ করিয়াছেন।

আমার বিবেচনায় এই প্রশ্নের মীমাংসা করা অত্যন্ত কঠিন। মক্কার উলামাবৃন্দ যেরূপ বেপরোয়াভাবে বর্ত্তমান অবস্থায়ও ভারতকে দারুল ইসলাম আখ্যায় আখ্যায়িত করিয়াছেন আমরাও যদি ঐ সবের সমর্থন জানাই তাহা হইলে আমাদের ভারতীয় মুসলমান প্রজাবর্গের মধ্যে যাহারা সরল চিত্ত দীনদার মুসলমান (বলা বাহুল্য) তাহাদের সংখ্যাই অধিক, তাহারা উহাকে প্রকৃত দারুল ইসলামে পরিণত করিবার জন্য ধর্ম্মীয় অনুশাসনানুযায়ী আমাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করায় উহা জারী রাখিতে বাধ্য হইবে। কারণ ইসলামী শরিয়তের ব্যাখ্যা সম্বলিত প্রত্যেক প্রামাণ্য পুস্তকেই এই ব্যবস্থা বিদ্যমান রহিয়াছে যে, যদি কোন কাফের আক্রমণকারী দারুল ইসলামের কোন একটী নগরে আক্রমণ চালায় অথবা অধিকার করে তাহা হইলে সেই আক্রমণকারী কাফের শক্তিকে বিতাড়িত করিয়া সেই স্থান পুনরাধিকার করিবার জন্য প্রত্যেক বয়স্ক ও স্বাস্থ্যবান পুরুষ ও নারীর উপর জেহাদ অপরিহার্য্য হইয়া রহিয়াছে। ইহা এরূপ অনড় সিদ্ধান্ত যে, যে সময় রাশিয়ার ইসলামী তুর্কিস্তানের উপর আক্রমণ চালাইয়া উহার অভ্যন্তরে প্রবেশ করেন সেই সময় বোখারার আমীর যুদ্ধ করিতে অনিচ্ছুক থাকা সত্ত্বেও তাঁহার মুসলমান প্রজাবর্গ তাঁহাকে জারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিতে বাধ্য করিয়াছিল। এমতাবস্থায় প্রকৃতই ভারত দারুল ইসলামের গুণাবলী দ্বারা ভূষিত রহিয়াছে বলিয়া প্রচারণা চালাইতে থাকিলে ভবিষ্যতে সরল ধর্ম্ম বিশ্বাসী দীনদার মুসলমানদিগের সম্মুখে পুনঃপুনঃ জেহাদ ও বিদ্রোহের প্রশ্ন দেখা দিবে। আমাদের এই ইতস্ততঃভাব ইতি পূর্বেও আমাদের পক্ষে কম বিড়ম্বনা ও বিপদের কারণ হয় নাই। দৃষ্টান্ত স্থলে অন্যান্য গুরুতর প্রশ্নের কথা ছাড়িয়া দিয়া ধর্ম্মীয় পুস্তকাদি শিক্ষার কথা বলা যাইতে পারে। কেননা যে দেশ দারুল ইসলাম সেই দেশের শাসক বাদশাহ যদি ধর্ম্মের অস্তিত্ব ও মর্য্যাদা রক্ষার্থ ধর্ম্মীয় শিক্ষা ব্যবস্থা পরিচালনা এবং উহার প্রসারে উৎসাহিত না হয়েন তাহা হইলে মুসলমান প্রজাদের পক্ষে সেই বাদসাহের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করা অপরিহার্য্য হইয়া উঠে। এই জন্য সম্রাট আকবর স্বীয় শাসন-

কালে হিন্দু প্রজাবর্গের সন্তুষ্টি বিধানার্থ শাসনতন্ত্র হইতে ইসলামি বিধি ব্যবস্থার সংস্কার ও পরিবর্তনে হস্তক্ষেপ করিলে তাঁহার বিরুদ্ধে শাস্ত্রীয় যুক্তি সহ ফতোয়া প্রচারিত হইয়াছিল এবং সেজন্য পরাক্রান্ত সম্রাটকে এক ভয়াবহ রক্তক্ষয়ী বিদ্রোহের সম্মুখীন হইতে হইয়াছিল। ভারতের বর্তমান অবস্থায় ভারতীয় মুসলমানদের সম্মুখে জেহাদ ও বিদ্রোহের প্রশ্ন আরও গুরুতর আকারে উপস্থিত হইয়া রহিয়াছে। কারণ ভারতকে দারুল ইসলাম বলিয়া স্বীকার করিয়াও আমরা এখানে প্রচলিত ইসলামী বিধিব্যবস্থার স্থলে নিত্য নূতন অনৈসলামিক আইন-কানুন প্রবর্তন করিতেছি, কাজীর পদের সহিত শাসন-তন্ত্র হইতে শরিয়তি বিধি ব্যবস্থা সমূহ আমরা লোপ করিয়াছি। এই সকল প্রকৃত অবস্থা সম্মুখে রাখিয়া মক্কার উলামা বৃন্দ কর্তৃক সম্পাদিত ও প্রচারিত ফতোয়ার প্রতি সতঃই আমার মনে সন্দেহ উদ্রেক করে। কারণ কলিকাতা মহামেডান লিটারারী সোসাইটি যেমন ভারতকে দারুল ইসলাম নামে অভিহিত করিয়া মুসলমানের স্কন্ধ দেশ হইতে জেহাদ ও বিদ্রোহের দায়িত্ব অপসারিত করার নির্ঘণ্ট গ্রহণ করিয়াছেন, মক্কার উলামা বৃন্দ তাঁহাদের ফতোয়ায় সেরূপ কোন সিদ্ধান্ত না করিয়া মাত্র ভারতকে বর্তমান অবস্থায় দারুল ইসলাম আখ্যা দিয়া ক্ষান্ত দিয়াছেন। এমতাবস্থায় জেহাদেই সিদ্ধান্তের ভার তাঁহারা ভারতীয় মুসলমানদের বিচার বুদ্ধির উপর ছাড়িয়া দিয়াছেন বলিয়া মনে হইতেছে। কারণ এই প্রকার পরিস্থিতিতে শরিয়তের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী মুসলমানগণ বিদ্রোহ পতাকা মূলে সমবেত হইয়া জেহাদ করিতে বাধ্য।

যাহা হউক ভারতের যে সমস্ত ধর্মবুদ্ধি চালিত সরলচিত্ত দীনদার মুসলমান ঐ সমস্ত ধর্মীয় সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বিদ্রোহ ও জেহাদ তৎপরতায় বাধ্য হইবে তাহাদের ছাড়া এমন মুসলমানও ভারতে বিদ্যমান রহিয়াছে যাহারা ঐ বিপজ্জনক দায়িত্ব এড়াইবার জন্য উদগ্রীব রহিয়াছে। বলা বাহুল্য এই শ্রেণীর মুসলমানদের নিকট কলিকাতা মোহামেডান লিটারারী সোসাইটি কর্তৃক প্রচারিত পুস্তিকা খানি তাহাদের রক্ষা কবচের আকারে আদরনীয় হইতে পারে। কারণ তাহারা সাহস সহকারে বলিতে পারিবে যে, কলিকাতা মহামেডান লেটারারী সোসাইটির ন্যায় দায়িত্ব পূর্ণ প্রতিষ্ঠান বিখ্যাত উলামা বৃন্দের ফতোয়ার সাহায্যে যখন ভারতকে দারুল ইসলাম আখ্যা দিয়া জেহাদের দায়িত্ব অস্বীকার করিয়াছেন তখন আর ঐ প্রশ্নের অবকাশ কোথায়? [জৌনপুর নিবাসী মওলবী কারামত আলী, মদীনা নিবাসী শেয়খ আহমদ আফেন্দী আনসারী মওলবী আবদুল হাকিম প্রভৃতি ছাড়াও প্রতিষ্ঠাবান ইংরাজি শিক্ষিত খান বাহাদুর আবদুল লতিফ এইদলে আছেন] খ্রীষ্টানদিগের মধ্যে নীতিগতভাবে যেমন নানাপ্রকার মতৈনক্য ও মতদ্বৈধতা বিদ্যমান রহিয়াছে, মুসলমানদিগের মধ্যেও সেইরূপ মতৈনক্যের অস্তিত্ব আছে বলিয়া ফতোয়া পুস্তিকায় স্বাক্ষরকারী উলামাদের মানসিকতা বুঝাইবার জন্য যে, শেয়খ আহমদ আনসারী সাহেবের ব্যবস্থাকে ভিত্তি করিয়া ফতোয়াখানি রচিত হইয়াছে, তিনি সোসাইটির সভায় যে বক্তৃতা প্রদান করেন ফুটনোটে উহা উল্লিখিত হইতেছে।

[শেয়খ আহমদ আফেন্দী আনসারী মদীনায় বিখ্যাত ছাহাবী আবু আয়ুব আনসারীর বংশধর বলিয়া পরিচিত। তিনি কিছুকাল যাবত কলিকাতায় অবস্থান করিতেছেন এবং মোহামেডান লিটারারী সোসাইটীর অধিবেশনে উপস্থিত ছিলেন। উক্ত সভায় দণ্ডায়মান হইয়া তিনি বলেন—আমি এই সোসাইটির সদস্য নহি বটে, কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে যখন এখানে উপস্থিত হইতে পারিয়াছি তখন মাননীয় সভাপতির নিকট কিছু বলিবার অনুমতি চাহিতেছি। কারণ আজকার আলোচ্য বিষয় অত্যন্ত গুরুত্ব পূর্ণ। উহার বৈধতা অথবা অবৈধতার পক্ষে ভারতীয় মুসলমানদের ধর্মীয় ও সাংসারিক জীবনের গুরুতর প্রশ্ন জড়িত রহিয়াছে] এবং আমি নিজেও সেই প্রশ্নের সীমানার বাহিরের লোক নহি। কারণ আমিও মুসলমানরূপে কতিপয় বৎসর এই দেশে অবস্থিত করিতেছি।

এই কথার পর সভাপতি মহোদয় বলিলেন যে, শেয়খ সাহেবের ন্যায় সম্মানিত ব্যক্তির মতামত এস্থলে একান্তই গুরুত্ব পূর্ণ। সুতরাং বর্ত্তমান সমস্যা সম্বন্ধে তিনি তাঁহাকে স্বীয় অভিমত ব্যক্ত করিতে অনুরোধ জানাইতেছেন। অতঃপর মাননীয় শেয়খ সাহেব সোসাইটীর সম্মুখে যে বক্তৃতা প্রদান করেন উহার মর্মার্থ এই,—"আমি নানাদেশ ভ্রমণ করিয়াছি। পরলোকগত মহামান্য সোলতান মাহমুদ খানের শাসনকালে একবার এবং বর্ত্তমান সোলতান আবদুল আজিজ মহোদয়ের রাজ্যাভিষেককালে একবার এই দুইবার আমি ইস্তাম্বুল ভ্রমণ করিয়াছি। শেষোক্ত বার আমি মাত্র চৌদ্দমাস কাল ইস্তাম্বুলে অবস্থান করিয়াছিলাম। ইহা ছাড়া সিরিয়া এবং এশিয়াটিক তুরস্কের অন্যান্য নগরে ভ্রমণ করিয়াছি। ইতিপূর্ব্বে কয়েকবার ভারত ভ্রমণেও আসিয়াছি। এইবার আমার চতুর্থ বার ভারতে আগমন হইয়াছে। ঊনত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে প্রথম বার ভারতে আসিয়া সাড়ে সাত বৎসর কাল ভারতে অবস্থান করিয়া উহার নানা সহর ও নগর ভ্রমণ করিয়াছি। তন্মধ্যে আড়াই বৎসর কাটিয়াছিল দিল্লীতে, দুই বৎসর নয় মাস লক্ষ্ণৌয়ে। সেই সময় মোহাম্মদ আলী শাহ অযোদ্ধার উপর শাসনদণ্ড পরিচালনা করিতেছিলেন এবং তিনি আমাকে একান্ত শ্রদ্ধাসহকারে রাজকীয় অথিতিরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন। তারপর দুই বৎসর কাল হায়দরাবাদের মহামান্য নিজামের রাজকীয় অতিথিস্বরূপে হায়দরাবাদে অবস্থিতি করিয়াছি এবং যেস্থান হইতে বরদার পথে আজ পাকিস্তান গমন করি সেই সময় আমীর দোস্ত মোহাম্মদ খান আফগানিস্তানে শাসনদণ্ড পরিচালনা করিতেছিলেন এবং আমাকে আগ্রহ সহকারে রাজকীয় অতিথি স্বরূপে গ্রহণ করেন এবং সর্ব্বমোট সাড়ে চারি বৎসর কাল তাঁহার রাজ্যে অবস্থান করি। উহার পর আরও দুইবার আমি ভারতে আসিয়াছি। কিন্তু সেই দুইবার মাত্র সিন্ধু ও হায়দরাবাদ ভ্রমণ করিয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছিলাম। পুনরায় প্রায় এক বৎসর কাল হইতে চলিল আমি ভারত ভ্রমণে আসিয়া বোম্বাই, ভুপাল, রামপুর, এলাহাবাদ এবং পাটনা হইয়া কলিকাতায় উপস্থিত হইয়াছি। বলাবাহুল্য আমি যখন যেস্থানে উপস্থিত হইয়াছি সেই স্থানেই সম্মান্বিত ব্যক্তিবর্গ দ্বারা সমাদর সহকারে গৃহীত হইয়াছি। ভুপালের মাননীয়া বেগম সাহেবা এবং রাজপুরের নওয়াব বাহাদুর আমার প্রতি যেরূপ সম্মান প্রদর্শন করিয়াছিলেন তাহা বর্ণনা করিবার এবং সেজন্য তাঁহাদের নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশের ভাষা খুঁজিয়া পাইতেছিনা।"

"এই সুদীর্ঘ ভ্রমন কাহিনীবর্ণনা করিবার কারণ এই যে, এই সকল দেশ ভ্রমণের মধ্য দিয়া এবং এইবার লইয়া চারিবার ভারত ভ্রমণে আসিয়া যে বিরাট অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করিয়াছি তাহার উপর নির্ভর করিয়া সন্দেহাতীত রূপে বলা যাইতে পারে যে অদ্যকার এই সোসাইটীর অধিবেশনের সম্মুখে যে রূপ গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন উপস্থিত রহিয়াছে তেমন প্রশ্নের সম্মুখীন আর কখন কোথাও আমাকে হইতে হয় নাই। কিন্তু এই গুরুত্বপূর্ণ সমস্যার সমাধানের অনুকূলে পূর্বকার বক্তাবৃন্দ যে সমস্ত সুচিন্তিত অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন। উহা যে ঠিক মত হইয়াছে তাহা আমি দ্বিধাশূন্য ভাবে ব্যক্ত করিতেছি। বিশেষতঃ সোসাইটির মাননীয় সেক্রেটারী মহোদয় (খান বাহাদুর আবদুন নাউফ) মহারাণী ভিক্টরিয়া এবং মহামান্য তুরস্ক সুলতানের মধ্যকার গভীর বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কের উপর গুরুত্ব আরোপ করিয়া যে সমস্ত যুক্তির অবতারণা করিয়াছেন তাহা ঠিকই হইয়াছে। প্রকৃত প্রস্তাবে তুরস্ক সুলতানের সহিত ইংরেজদের যেরূপ বন্ধুত্বভাব বিদ্যমান রহিয়াছে, দুনিয়ার অপর কোন জাতির সহিত তাঁহার সেরূপ সদ্ভাব নাই। কিছু দিন পূর্ব্বে মিসরের খেদিভ তুরস্ক সুলতানের প্রতি অবাধ্যতা প্রকাশে ইচ্ছুক হওয়ায় তাহাকে শায়েস্তা করিবার জন্য সুলতান কাহারো নীতি অবলম্বনের সিদ্ধান্ত করায় যে ভয়াবহ বিপদাশঙ্কা উপস্থিত হইয়াছিল। বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট উপযাচিত হইয়া উহাতে হস্তক্ষেপ করায় সহজেই সেই বিপদ কাটিয়াগিয়াছিল। তুরস্ক সুলতানের প্রতিনিধি হিসাবে বৃটিশের সহিত খেদিভের হৃদ্যতাপূর্ণ সম্পর্ক বিদ্যমান ছিল। সুতরাং খেদিভ সুলতানের চরম আদেশ সম্বন্ধে কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণের পূর্ব্বে বৃটিশ দূতের নিকট পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি ইংলণ্ডের বৈদেশিক সচিবের ক্ষমতা

লইয়া জানাইলেন যে, খেদিভ যদি এই মুহূর্ত্তে সুলতানের নিকট বশ্যতা স্বীকার না করেন তাহাহইলে বৃটিশ মন্ত্রিসভা অবিলম্বে এথেন্সস্থিত বৃটিশ নৌবাহিনীকে আলেকজান্দ্রিয়া অভিযানের আদেশ দিবেন। বৃটিশ দূতের নিকট হইতে বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের এই প্রকার দৃঢ় অভিমত জানার পর খেদিভ অবিলম্বে সুলতানের নিকট বশ্যতা জানাইয়া বিপন্মুক্ত হইয়াছিলেন। এই একটী মাত্র ঘটনা হইতে সুলতানের প্রতি বৃটিশের অকৃত্রিম বন্ধুত্বের পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। যদি ইংরেজ তৎপরতার সহিত এই ব্যাপারে হস্তক্ষেপ না করিতেন তাহা হইলে সুলতান ও খেদিভের মধ্যে যে রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম বাধিয়া যাইত তাহার সুদূর প্রসারী অনিষ্টকারিতা বুঝিয়া লইতে বেগ পাওয়ার কথা নহে। কিন্তু ইংরেজ সুলতানের এরূপ হিতাকাঙ্খী যে, নিজের নিযুক্ত শাসনকর্ত্তা বিদ্রোহী খেদিভকে শাসন করিতে গিয়া সুলতানকে যে ঝুঁকি লইতে হইয়াছিল ইংরেজ তাহাও পছন্দ না করিয়া তৎপরতার সহিত হস্তক্ষেপ পূর্ব্বক উহার মীমাংসা করিয়া দিয়াছিলেন।

এইবারে আপনারা একবার চিন্তা করিয়া দেখুন যে, যে ইংরেজ ইসলামের খলিফা সুলতানের প্রতি এই প্রকার নির্ম্মল বন্ধুভাব পোষণ করেন, তাঁহার বিরুদ্ধে ভারতীয় মুসলমানদের পক্ষে বিদ্রোহ ও জেহাদ ঘোষণা কি প্রকারে বৈধ হইতে পারে? এমতাবস্থায় বৃটিশ ভারতকে দারুল ইসলাম ঘোষণা করিয়া যে সমস্ত ফতোয়া সম্পাদিত হইয়াছে উহার উপর ভিত্তি করিয়া বর্ত্তমান সভাধিবেশনে উপস্থিত বিজ্ঞ, প্রাজ্ঞ ও সম্মানিত ব্যক্তিবর্গ যে সকল মন্তব্য করিয়াছেন সেই সমস্ত দলিল প্রমাণানুযায়ী ভারত যে দারুল ইসলাম গুণ সম্পন্ন রহিয়াছে তাহাতে সন্দেহের অবকাশ কোথায়?

"ইংরেজের সুন্দর ব্যবস্থা গুণে যে কোন আরববাসী যে কোন সময়ে ভারতে আসিয়া যত দিন ইচ্ছা ভারতে অবস্থিতি করিতে পারে। ইতিপূর্ব্বে উনত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে যখন আমি প্রথমবার ভারতে আসিয়াছিলাম সেইবার হইতে প্রত্যেকবারই আমি দিল্লী, লক্ষ্ণৌ প্রভৃতি মুসলিম অধ্যুষিত নগরের সুবিখ্যাত উলামাবৃন্দের সহিত পরিচিত হইয়াছি এবং গভীর ভাবে তাঁহাদের সহিত আলাপ আলোচনাও করিয়াছি, কিন্তু উহার মধ্যে তাঁহাদের কোন একজনের মুখে ভারতকে দারুল হরব আখ্যা দিতে শুনি নাই। আজও যখন মুসলমানগণ এখানে বিনা দ্বিধায় স্বাধীন ভাবে জুমআ-জামায়াতে সামিল হইতে পারিতেছে তখন বক্তার মতে এখানে দারুল ইসলামের শর্ত্তাবলী পুরামাত্রায় বিদ্যমান রহিয়াছে।" বক্তার এই উক্তির উপর স্যার হাণ্টার মন্তব্য করিতেছেন যে, "আফেন্দী সাহেবের মন্তব্য শুনিয়া মনে হইতেছে ভারত ভ্রমণকালে তিনি এরূপ কোন রহস্যজনক সঙ্গী পাইয়া থাকিবেন যে জন্য ভারতীয় মুসলমান সমাজের স্তরে স্তরে যে বিদ্রোহের আগুন ধূমায়িত হইতেছিল উহার সহিত তিনি পরিচিত হইতে পারেন নাই।" [অনুবাদকের মতে এই সময় হইতে ফতোয়া-ব্যাভিচার আরম্ভ হয়। তাই আফেন্দী সাহেব শাস্ত্রীয় যুক্তিতর্ক এড়াইবার জন্য সত্য মিথ্যা মিশ্রিত ভ্রমণ কাহিনী বর্ণনা পূর্ব্বক ধূম্রজাল সৃষ্টি করিতে প্রয়াসী হইয়াছিলেন এবং দুইটি গবর্ণমেণ্টের মধ্যকার সাময়িক সন্ধি চুক্তির দোহাই পাড়িয়া সমগ্র মুসলমান কওমের ধর্ম্মীয় ও রাজনৈতিক স্বার্থ বিসর্জ্জন দিবার উপদেশ খয়রাত করিয়াছেন। বলা বাহুল্য এই ভাবে ফতোয়া লইয়া ব্যাভিচার আরম্ভ করিয়া দেওয়ায় যে পবিত্র ফতোয়ার দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া একদা কোটি কোটি মুসলমান মরণাপণ মাতিয়া উঠিয়াছিল, আজ তথাকথিত পীর ও মওলবীদের ফতোয়া লইয়া ফাটকাবাজি চালানোর ফলে উহা শোচনীয় ভাবে মূল্যহীন হইয়া পড়িয়াছে।"] (অনুবাদক)

ইংরেজ ভারতীয় ব্যাপারে পাশ্চাত্য দৃষ্টিভংগী অনুযায়ী চিন্তা ও সিদ্ধান্ত করিতে অভ্যস্ত। কিন্তু এই প্রকার সিদ্ধান্ত গ্রহণকালে তাঁহাদের ভাবিয়া দেখা উচিৎ যে, যে এশিয়াবাসী প্রজা সাধারণের ব্যাপারে তাঁহারা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে যাইতেছেন তাঁহাদের সংখ্যা বৃটিশ দ্বীপবাসীদের তুলনায় ছয় গুণেরও অধিক এবং তাহারাও পাল্টাভাবে ইউরোপীয় রাজনীতিকে ভিন্ন দৃষ্টিতে দেখিয়া অনর্থপাত ঘটাইতে পারে। এই জন্য বলিতে চাহিতেছি যে, কলিকাতা মেহামেডান লিটারারী সোসাইটি কর্তৃক সম্পাদিত ফতোয়ার নীতিগত ভুলভ্রান্তি সত্ত্বেও ধন

Contents

সম্পত্তি সম্পন্ন আরাম প্রিয় মুসলমানদের অনেকেরই নিকট উক্ত ফতোয়া মনঃপুত হইলেও, সরল চিত্ত ধর্মভীরু মুসলমানগণ যে উত্তর ভারতের উলামাবৃন্দ কর্তৃক শাস্ত্রীয় চুক্তির ভিত্তির উপর সম্পাদিত ফতোয়ার অনুসরণ করিবে তাহাতে সন্দেহের অবকাশ নাই। কারণ উক্ত ফতোয়ায় ভারতকে দারুল হরব আখ্যা দিয়াও ভারতীয় মুসলমান প্রজা সাধারণকে অনুগত প্রজা রূপে শান্তিপূর্ণ জীবন যাপনের উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে। ফতোয়াটি গুরুত্বপূর্ণ সুতরাং পুস্তকের পরিশিষ্টে উহা অবিকল অবস্থায় উদ্ধৃত করিব। অতঃপর এই প্রশ্নের ঐতিহাসিক এবং চিত্তাকর্ষক দিক লইয়া সংক্ষেপ ভাবে আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতেছি।

অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধ কালে ভারতীয় মুসলমানদের সম্মুখে এই প্রশ্ন যে আকারে উপস্থিত ছিল, উনবিংশ শতাব্দীর শেষ অর্দ্ধাংশ পর্য্যন্ত সেই প্রশ্ন ঠিক সেই ভাবে তাহাদের সম্মুখে উপস্থিত রহিয়াছে। সেই সময় মারাঠা কাফেরগণ ভারতের মুসলমান রাজ্যকে ছিন্নবিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলিয়াছিল। মুসলমান বাদশাহগণ, মুসলমান ও জিম্মি হিন্দু কর্ম্মচারীদের সাহায্যে যে সমস্ত এলাকার উপর শরিয়ত সম্মত শাসনদণ্ড পরিচালনা করিতেছিলেন উহার অধিকাংশ স্থানের উপর মারাঠা কাফেরের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় দীনদার মুসলমানগণ বিচলিত হইয়া উঠিয়াছিল এবং এই অবস্থায় বিজয়ী কাফেরদের অধীনে তাহারা ঈমান বাঁচাইয়া কি প্রকারে বসবাস করিতে পারে অথবা তাহাদের পক্ষে জেহাদ ঘোষণা পূর্ব্বক বিদ্রোহ পতাকামূলে সমবেত হওয়া কর্ত্তব্য কিনা উপযুক্ত উলামাবৃন্দের নিকট তাহারা তাহা জানিতে চাহিলে উহার যে সঙ্গত উত্তর তাহারা পাইয়াছেন তাহা এইযে, "মারাঠা লুণ্ঠনকারীগণ মাত্র রাজস্বের এক চতুর্থাংশ লইয়া সন্তুষ্ট। নেজামে ইসলাম বা শাসনতান্ত্রিক ব্যবস্থাও তাহারা হস্তক্ষেপ করিতেছেনা। তাহারা প্রাদেশিক মুসলমান শাসনচর্চ্চার পরিবর্ত্তন এবং কাজী ও অন্যান্য বিচারকবর্গের পরিবর্ত্তনও করে নাই, বরং তাঁহাদিগকে পূর্ব্বাবস্থায় বহাল রাখিয়াছে। কোন শাসনকর্ত্তা অথবা কাজির পদশূন্য হইলে সেই স্থলে মুসলমান শাসনকর্ত্তা ও কাজি নিযুক্ত করা হইতেছে। অনেক ক্ষেত্রে মৃত শাসনকর্ত্তা ও কাজির উপযুক্ত উত্তরাধিকারীকে সেই পদে নিযুক্ত করা হইতেছে। সুতরাং বর্ত্তমান অবস্থায় ভারতবর্ষ দারুলইসলাম গুণ সম্পন্ন রহিয়াছে বলিয়া তৎকালীন ভারতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আলেম ব্যবস্থা প্রদান করিয়াছেন। এই ফতোয়ার জন্য পুনরায় আমাকে প্রফেসার ব্লকম্যানের নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতে হইতেছে। কাজি মোহাম্মদ উল্লাহ বিন মৌলবী শায়খ আলী বিন শায়খ কাজি মোহাম্মদ হামিদ বিন মৌলবী তাকিউদ্দীন। তিনি ওমর ফারুকের বংশধর বলিয়া পরিচিত। ভূ সম্পত্তির দখলকারের প্রশ্নের ভিত্তির উপর প্রকৃত অধিকার সম্বন্ধে বিচার বিবেচনা পূর্ব্বক উক্ত ফতোয়া রচিত হইয়াছিল।

একটি দেশ দারুল ইসলাম গুণসম্পন্ন থাকা অবস্থায় কাফের কর্তৃক অধিকৃত হইল কিন্তু সেই কাফের অধিপতি মুসলমানের পাঞ্জেগানা নামাজ, জামায়াত, জুম্মা, ঈদ প্রভৃতি ধর্ম্মীয় ক্রিয়াকর্ম্মে বাধা জন্মাইতেছেনা, কাজির পদ এবং পূর্ব্বে যেরূপ ভাবে শরিয়তে আইনকানুন মোতাবেক দেশ শাসিত হইতেছিল সেই সমস্ত ব্যবস্থা যথাযথ বজায় রাখিয়াছে, মুসলমানদের ইচ্ছানুযায়ী শরিয়তি ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত হইতেছে এ সমস্ত সত্য হইলেও কোন নূতন ব্যবস্থা প্রবর্ত্তন অথবা নূতন কাজ নিযুক্তির প্রশ্ন দেখা দিলে সেজন্য মুসলমানকে কাফের অধিপতির নিকট আবেদন জানাইতে হইতেছে এবং সেই কাফের অধিপতির ইচ্ছার উপরই যখন সে বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রশ্ন নির্ভর করিতেছে তখন এই অবস্থা সম্বন্ধে পরিষ্কার ব্যবস্থার প্রয়োজন।

সেই ব্যবস্থা হইতেছে এইযে, যে ক্ষেত্রে মুসলমান শাসিত কোন দেশ কাফের কর্তৃক অধিকৃত হয় এবং যদি সেই অধিকৃত দেশের সংলগ্ন কোন দারুল হরব দেশ না থাকিয়া থাকে এবং পূর্ব্বের ন্যায় মুসলমান কাজি ও মুফতিবৃন্দ স্ব স্ব পদে বিরাজমান থাকিয়া পূর্ব্বের ন্যায় শরিয়তি নিজাম মোতাবেক বিচার আচার নির্ব্বাহিত হইতে থাকে এবং রাজ্যের অমুসলমান প্রজাগণও পূর্ব্বের ন্যায় কাজির নিকট গিয়া বিচারপ্রার্থী হইতে থাকে তাহা হইলে এই প্রকার অবস্থার মধ্যে উক্ত দেশ দারুল ইসলাম গুণসম্পন্ন বলিয়া অভিহিত হইবে।

কিন্তু এই প্রকার অবস্থা ও ব্যবস্থার উপর নির্ভর করিয়া ইতিপূর্ব্বে ভারতকে দারুল ইসলাম নামে আখ্যাত করা সম্ভবপর হইলেও বর্ত্তমান অবস্থার সহিত উহাকে কোন প্রকারে খাপ খাওয়ান যাইতে পারেনা। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর পূর্ব্বতন পরিচালকবর্গ এই অবস্থা সম্পর্কে

অবগত ছিলেন বলিয়া তাঁহারা প্রথম যখন ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ দখল করিয়াছিলেন তখন তাঁহারা উহার আভ্যন্তরীণ শাসন ব্যবস্থার বিন্দুমাত্র হস্তক্ষেপ না করিয়া পূর্ব্ব ব্যবস্থা বজায় রাখিয়াছিলেন। তাঁহারা পূর্ব্বের ন্যায় মুসলমান কাজী ও মুফতিবৃন্দের দ্বারা শরিয়ত ব্যবস্থানুযায়ী রাজ্য পরিচালনা করিতেছিলেন এবং তাহাও স্বনামে না করিয়া দিল্লীর ক্ষমতাচ্যুত বাদশাহের প্রতিভূ রূপে তাঁহারই নামে সমস্ত রাজকার্য্য পরিচালনা করিতেছিলেন। তাঁহারা ইসলামী বিধিব্যবস্থার মর্মকথা এবং সে বিষয়ে মুসলমান সাধারণের মানসিকতা ও ভাবপ্রবণতার সহিত সম্যক পরিচিত ছিলেন বলিয়াই রাজ্য অধিকার করিয়াও স্বনামে প্রকাশিত হইতে ভীত হইয়া অপদস্থ মোগল সম্রাটের নামে রাজ্য পরিচালনা করিতেছিলেন। এই অবস্থা অবশেষে এতই ধিক্কারজনক আকার গ্রহণ করিয়াছিল যে, সে সময় দিল্লীর রাজ্যচ্যুত বাদশাহ একান্ত অসহায় অবস্থায় দিল্লীর লালকেল্লার অভ্যন্তরস্থিত প্রাসাদমালার মধ্যে অবস্থিতি পূর্ব্বক আমাদের নিযুক্ত রোজভেন্টের তত্ত্বাবধানে এবং আমাদের প্রদত্ত মাসিক বৃত্তির দ্বারা জীবনযাত্রা নির্ব্বাহিত করিতেছিলেন তখনও আমরা তাঁহারই নামে ভারতরাজ্য পরিচালনা করিতেছিলাম এবং রাজ্য পরিচালনা সংক্রান্ত যাবতীয় আদেশ নিষেধ তাঁহারই নামে প্রচারিত ও ঘোষিত হইতেছিল। ১৭৭৩ সালে দিল্লী সম্রাটের নামে যে সিক্কা (টাকা) প্রস্তুত হয় উহার এক পৃষ্ঠে লেখা থাকিত, দীন মোহম্মদীর সেবক এবং খোদার অনুগ্রহের ছায়ায় অবস্থান-কারী শাহ আলম বাদশাহ কর্ত্তৃক সপ্ত মুলুকের জন্য এই সিক্কা প্রচলিত হইল। দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় খোদিত হইত, রাজ্যাভিষেকের উনবিংশ বৎসরে মুর্শিদাবাদ টাকশাল হইতে প্রস্তুত হইল।

যে সমস্ত ইংরাজ কখনও ভারতে উপস্থিত হয়েন নাই এবং ভারতীয় পরিবেশ ও ভারতবাসীর মনো-ভাবের সহিত পরিচিত নহেন তাঁহারা সুদূর নয়নে বসিয়া যখন ভারত সম্বন্ধে মন্তব্য করিতে প্রবৃত্ত হয়েন তখন তাঁহাদিগকে ভারতে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী কর্তৃক অবলম্বিত ঐ সমস্ত ব্যবস্থা লইয়া বিদ্রূপাত্মক শব্দ যোজনা করিতে দেখা গিয়া থাকে। কিন্তু তাঁহাদিগকে মাত্র এতটুকু স্মরণ করাইলেই যথেষ্ট হইবে যে, ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী একান্ত বুদ্ধিমত্তা সহকারে ক্রমিক ধারায় মোগল সম্রাটকে ক্ষমতাচ্যুত করিয়া প্রকাশ্যভাবে যে সময় নিজেদের কর্তৃত্ব ঘোষণা করিয়াছিলেন, হঠকারিতা পূর্বক উহা দশ বৎসর পূর্বে যদি তাঁহারা আত্ম কর্তৃত্বের কথা ঘোষণা করিতেন তাহা হইলে ইংরেজকে ভারতীয় মুসল-মানদের এমন এক ভয়াবহ রক্তক্ষয়ী বিদ্রোহের সম্মুখীন হইতে হইত যাহার তুলনায় ১৮৫৭ সালের বিদ্রোহ একান্তভাবে অকিঞ্চিৎকর বলিয়া প্রতীয়মান হইত। তেমন অবস্থায় আমাদের আচরণের দ্বারাই প্রমাণিত হইত যে আমরা ইংরেজ কাফেরগণ মুসল-মান শাসিত দারুল ইসলামকে আক্রমণ ও অধিকার করিয়া মুসলমানের ধর্মীয় বিশ্বাস ও জীবনে নিদারুণ আঘাত হানিয়াছি সুতরাং মুসলমানেরা হঠাৎ কাফের কর্তৃক বিজিত হইয়াছি মনে করিয়া দিশাহারা হইয়া উহা হইতে মুক্তির জন্য ব্যাকুলিত হইয়া উঠিত এবং সেই বিক্ষুব্ধ মুসলমানদের অধিকাংশই সমবেত হইয়া ইংরেজের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করিত। কারণ আমি ইতিপূর্বে শরিয়তের যে সমস্ত ব্যাখ্যা ও ব্যবস্থা উল্লেখ করিয়া আসিয়াছি সেই সমস্ত ব্যবস্থা মোতাবেক যে ক্ষেত্রে দারুল ইসলাম কাফের কর্তৃক আক্রান্ত ও অধিকৃত হয় সেইক্ষেত্রে প্রত্যেক সক্ষম মুসলমান পুরুষ ও নারীর পক্ষে কাফেরদিগকে পরা-জিত ও বিতাড়িত করিবার জন্য জেহাদে প্রস্তুত হওয়া অবধারিত হইয়া রহিয়াছে। [এমাম মোহাম্মদ প্রণীত 'মবসুত' দ্রষ্টব্য]।

এমতাবস্থায় ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর বিচক্ষণ কর্ম্মকর্তগণ ভারতকে ক্রমান্বয়ে এবং ক্রমিক ধারায় দারুল ইসলাম হইতে দারুল হরবে পরিণত করার যে শৈথিল্যপূর্ণ নীতি গ্রহণ করিয়াছিলেন উহাই সঙ্গত হইয়াছিল। হঠাৎ এই প্রকার পরিবর্তন আনয়ন করিলে মুসলমান সমাজে প্রচণ্ড বিস্ফোরণের আকারে যে বিদ্রোহ সংঘটিত হওয়ার নিশ্চিত সম্ভাবনা ছিল ক্রমিক ধারায় আস্তে আস্তে পরিবর্তন সাধিত হওয়ায় তাহাদের চিন্তার সঙ্ঘাতে সেই পরিবর্তন সাধিত হইয়া আমাদের উদ্দেশ্য সফল হইয়াছে, অথচ মুসলমান সমাজ উহা যেন অনুভব করিতে পারে নাই। এই পরিবর্তন আনয়ন করিতে কতদিন লাগিয়াছে উহার নির্দ্দিষ্ট সময় জানিবার জন্য আমি কয়েক বৎসর যাবত জেলা ওয়ারিদস্তাবেজ ও অন্যান্য সরকারী কাগজপত্র ঘাটিয়া কোন নির্দ্দিষ্ট সময় বাহির করিতে পারি নাই। মোগল সম্রাটের লোক দেখানো প্রভুত্বটুকুর অবসানের পূর্ব্বে

আমরা মুসলমান শাসনকর্ত্তা এবং অন্যান্য রাজকর্ম্মচারী-বৃন্দের পদ বিশেষের কার্য্যে হস্তক্ষেপ পূর্ব্বক নিঃশেষ করিয়াছিলাম। কিন্তু শাসনতান্ত্রিক ব্যাপার সমূহে অপদস্থ মোগল সম্রাটের নাম ব্যবহারের যে প্রহসন চলিতেছিল তাহা ১৮৩৫ সাল পর্য্যন্ত কায়েম থাকিয়া তাঁহারই নামে টাকশাল হইতে টাকা প্রস্তুত হইতেছিল। কিন্তু ১৮৩৫ সালের পর ইংলণ্ডের রাজার ছবিযুক্ত ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর নামে সিক্কা জারি হইলেও [১৮৩৫ সালে সিক্কায় দিল্লীর মোগল সম্রাটের নামের স্থলে ইংলণ্ডের রাজার ছবি অঙ্কিত হয় এবং উহার অপর প্রান্তে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর নাম লিখিত হয়। এই রূপার টাকার ওজন ছিল ১৮০ গ্রেণ]। আদালত সমূহে পূর্ব্বের ন্যায় মুসলমানী ভাষা (ফারসী) ও নিয়মকানুন বজায় রাখা হইয়াছিল। সুতরাং ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী যে ক্রমিক ধারায় ভারতের রাষ্ট্রিয় ক্ষেত্র হইতে মুসলমানী প্রভাব ও চিহ্ন লোপ করিয়া ইংরেজের প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠার শৈথিল্যপূর্ণ নীতি গ্রহণ করিয়াছিলেন ঘটনাবলী হইতে তাহা বুঝা যাইতেছে। অতঃপর ১৮৬৪ সালের অ্যাক্ট দ্বারা মুসলমান কাজির পদ লোপ করিয়া আমরা যে দুঃসাহসিকতার পরিচয় দিয়াছিলাম আমার মতে উহা একান্তই অসাময়িক ও নির্ব্বুদ্ধিতার পরিচায়ক হইয়াছে। কারণ ঐ ঘোষণা প্রচারিত হওয়া মাত্রই ভারতবর্ষ প্রকৃত প্রস্তাবে 'দারুলহরবে' পরিণত হইয়াছে বুঝিয়া মুসলমান সমাজ চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছিল। এই ভাবে ১৭৬৪ হইতে ১৮৬৪ সাল পর্য্যন্ত পূর্ণ এক শতাব্দী কাল ধরিয়া ক্রমিক ধারায় ভারতবর্ষকে দারুল ইসলাম হইতে দারুলহরবে পরিণত করায় আমাদের ভারতীয় মুসলমান প্রজাবর্গের সম্মুখে নিত্য নূতন প্রশ্ন উপস্থিত হইয়াছে। দারুলইসলামে বসবাস করিবার কালে তাহাদের সম্মুখে যে সমস্ত ধর্ম্মীয় কর্ত্তব্য ও দায়িত্ব উপস্থিত ছিল, ভারত দারুলহরবে পরিণত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে উহার অনেকগুলি দায়িত্ব তাহাদের স্কন্ধদেশ হইতে অপসারিত হইয়া গেল।

আমি পূর্ব্বেই দেখাইয়া আসিয়াছি যে, যে ক্ষেত্রে কোন কাফেরশক্তি কোন দারুল ইসলামের বিরুদ্ধে আক্রমণ চালাইয়া অধিকার করিয়া লইয়াছে সেই ক্ষেত্রে সে দেশের মুসলমানদের পক্ষে সেই কাফেরশক্তিকে পরাজিত ও বিতাড়িত করিয়া দারুল ইসলামের মর্য্যাদা রক্ষার জন্য জেহাদ পতাকামূলে সমবেত হওয়া ধর্ম্মীয় অনড়বিধি তাহাদের মস্তকের উপর উদ্যত হইয়া রহিয়াছে। কিন্তু এক্ষেত্রে দীর্ঘদিন ধরিয়া ক্রমিক ধারায় সেই পরিবর্ত্তন আনয়ন করায় সময়ের দূরত্ব অনুযায়ী মুসলমানদের মানসিকতায় আমূল পরিবর্ত্তন আসিয়া গিয়াছে। কারণ বর্ত্তমান পুরুষের কয়েক পুরুষ পূর্ব্বে ভারতবর্ষ তাহাদের হস্তচ্যুৎ হওয়ার দরুণ উহার দায়িত্ব বর্ত্তমান পুরুষের উপর বর্ত্তাইতে পারেনা। যদি ভারতীয় মুসলমানদের বর্ত্তমান পুরুষের নিকট হইতে দারুল ইসলামকে কাড়িয়া লইয়া দারুলহরবে পরিণত করা হইত, তাহা হইলে উহাকে পুনরুদ্ধার পূর্ব্বক দারুল ইসলামে আনয়ন করার দায়িত্ব তাহাদের স্কন্ধেই আরোপিত হইত। অবস্থা যখন সেরূপ নহে, তখন বর্ত্তমান মুসলমানদের অবস্থাকে শরিয়তের পরিভাষায় "মুস্তামিন"-অর্থাৎ নিরাপত্তাপ্রার্থীর পর্য্যায়ভুক্ত হইয়াছে। সত্য বটে তাহারা স্বধর্ম্মী মুসলমান শাসনাধীনে যেরূপ পরিপূর্ণ ধর্ম্মীয় ও নাগরিক স্বাধীনতা সুখ উপভোগ করিতেছেন বর্ত্তমান অবস্থায় উহার আশা তাহারা না করিতে পারিলেও জীবন, ধন, সম্মান ও কতিপয় ধর্ম্মীয় অধিকারের মর্য্যাদা রক্ষার ওয়াদা তাহারা লাভ করিয়াছে। তাহাদিগকে নামাজ-জামায়াতে বাধা জন্মান হইতেছেনা। তাহাদের মসজিদ ও মকবেরা প্রভৃতি পবিত্রস্থান সমূহের সংরক্ষণের ব্যবস্থা হইয়াছে। এই সকল অধিকারের বিনিময়ে বর্ত্তমান পুরুষের পিতৃপুরুষগণ আমাদের আনুগত্য স্বীকার পূর্ব্বক শান্তিপূর্ণ প্রজার জীবনযাপনের যে অঙ্গীকারাবদ্ধ উত্তরাধিকারসূত্রে বর্ত্তমান পুরুষের সম্মুখে সেই দায়িত্বই উপস্থিত রহিয়াছে মাত্র। সুতরাং ইংরেজ কর্ত্তৃক ভারত অধিকৃত হওয়ার প্রথম যুগে যে উলামা গোষ্ঠী ইংরেজ-কাফেরদিগকে ভারত হইতে পরাজিত ও বিতাড়িত করিবার জন্য মুসলমানদের সম্মুখে জেহাদের ব্যবস্থা উপস্থিত করিয়াছিলেন, সেই উলামা গোষ্ঠীর বর্ত্তমান পুরুষ বর্ত্তমান অবস্থার সহিত খাপ খাওয়াইয়া নূতন ফতোয়া উপস্থিত করিয়া বলিতে বাধ্য হইতেছেন যে, ভারতবর্ষ আর দারুল ইসলাম গুণসম্পন্ন নাই, উহা দারুলহরবে পরিণত হইয়া গিয়াছে, সুতরাং বর্ত্তমান মুসলমানদের পক্ষে কাফের রাজার আনুগত্য স্বীকার পূর্ব্বক শান্তিপূর্ণ জীবনযাপন প্রণালী অবলম্বন করা ছাড়া গত্যন্তর নাই।

Contents

السؤال والمسائل — জিজ্ঞাসা ও উত্তর

نحمدالله العظيم و نصلى و نسلم على رسوله الكريم -
سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم *

সংগীত চর্চা

(২য় ভাগ)

গীতবাদ্যের নিষিদ্ধতা সম্পর্কে কোরআনে যে সকল স্পষ্ট নির্দেশ অথবা ইংগিত রহিয়াছে, তাহা প্রবন্ধের 'বিচার ও আলোচনা' অংশে মোটামুটি ভাবে আলোচিত হইয়াছে। যে সকল হাদীছের সাহায্যে গীতবাদ্যের নিষিদ্ধতা প্রতিপন্ন হয় আমি অতঃপর সেগুলি সংক্ষিপ্ত ভাবে উল্লেখ করিব।

والله الموفق والمعين وبه نستعين

প্রথম হাদীছ

قال البخارى : قال هشام بن عمار حدثنا صدقة بن خالد قال حدثنا عبدالرحمن بن زيد بن جابر قال حدثنا عطية بن قيس الكلابى حدثنى عبدالرّحمن بن غنم الاشعرى حدثنى ابو عامر او ابو مالك الاشعرى : والله ما كذبنى سمع النبى صلے الله عليه وسلم يقول : ليكونن من امتى اقوام يستحلون الخر والحرير والخمر والمعازف، ولينزلن اقوام الى جنب علم يروح عليهم بسارحة لهم ياتيهم لحاجة، فيقولون ارجع الينا غدا، فيبيتهم الله و يمسخ آخرين قردة وخنازير الى يوم القيامة .... كتاب الاشربة -

অর্থাৎ বুখারী বলেন, হিশাম বলিলেন, ছদাকা আমাদের কাছে হাদীছ বর্ণনা করিলেন, তিনি বলেন, আবদুর-রহমান আমাদের কাছে হাদীছ বর্ণনা করিলেন, তিনি বলেন, আতীয়া আমাদের কাছে হাদীছ বর্ণনা করিলেন, তিনি বলেন, আবদুররহমান বিনে গানম আমার কাছে হাদীছ বর্ণনা করিলেন, তিনি বলেন, আবু আমির অথবা আবু মালিক আমার কাছে হাদীছ বর্ণনা করিলেন, তিনি বলিলেন, আল্লাহর শপথ! আমি মিথ্যাকথা বলিতেছিনা, আমি রছুলুল্লাহর (দঃ) নিকট শ্রবণ করিয়াছি, তিনি বলিয়াছেন, আমার উম্মতে এমন একদল লোকের অভ্যুদয় হইবে যাহারা ব্যভিচার, রেশম, মদ্য ও গীতবাদ্য হালাল করিয়া লইবে। নিশ্চয় কতিপয় দল পাহাড়ের পার্শ্বে অবতরণ করিবে, রাখালরা সন্ধার সময় তাহাদের গবাদি পশু তাহাদের কাছে লইয়া আসিবে, কোন ভিক্ষুক তাহাদের নিকট ভিক্ষার্থে আগমন করিলে তাহারা বলিবে, আগামী কল্য আসিও। আল্লাহ তাহাদিগকে রাত্রিযোগে ধ্বংস করিবেন এবং তাহাদের অবশিষ্ট দলকে শূকর ও বানরের আকারে রূপান্তরিত করিয়া দিবেন—কিয়ামত পর্যন্ত। *

গীতবাদ্যের সমর্থক দল বলিয়া থাকেন যে, এই হাদীছের বিশুদ্ধতা সম্পর্কে হাফিয ইবনেহয্ম আপত্তি তুলিয়াছেন কিন্তু অন্যান্য হাদীছ শাস্ত্রবিশারদগণ প্রায় সকলেই ইবনেহযমের আপত্তির যৌক্তিকতা অস্বীকার করিয়া এই হাদীছকে বুখারীর অন্যান্য হাদীছের মতই বিশুদ্ধ বলিয়া মানিয়া লইয়াছেন। হাফিয ইব্নুছ্ছলাহ্ (—৬৪৩ হিঃ), হাফিয ইবনে হজর, আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী, হাফিয ইবনুল কাইয়েম, শয়খ আবদুল হক দেহলভী, শাহ ওলীউল্লাহ মুহাদ্দিছ দেহলভী প্রমুখ বিদ্বানগণ সমস্বরে সাক্ষ্য প্রদান করিয়াছেন যে, এই হাদীছে কোন দোষ নাই এবং হাফিয ইবনে হযমের আপত্তি গ্রাহ্য করার উপযোগী নয়—দেখ ইবনুছ্ছলাহের মুকাদ্দিমা, ২৬ পৃঃ; ইবনে হজরের ফতহুলবারী, (১০) ৪২ পৃঃ;

* বুখারী, ছহীহ, উশরবা অধ্যায়

আয়েনীর উমদাতুল বারী, (১০) ৪৯২ পৃঃ; ইবনুল কাইয়েমের ইগাছা, ২৯৪ পৃঃ; শাহ ওলীউল্লাহর ইনছাফ, ৫০ পৃঃ; শয়খ আবদুল হকের শরহে ছিফরুছ্ছআদা, ৫৬৩ পৃঃ।

শুধু সাক্ষ্যের দিক দিয়া বুখারীর উল্লিখিত হাদীছটি বিশুদ্ধ বলিয়া প্রতিপন্ন হইলেও সুধীমণ্ডলীর বিচার ও বিবেচনার জন্য আমি ইহার বিস্তৃত আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব এবং যে সকল কারণ হাফিষ ইবনে হযমের প্রমুখাৎ সংগীত চর্চার সমর্থক দল উদ্ধৃত করিয়া থাকেন, সেই কারণগুলি পরীক্ষা করিয়া দেখিব—ওয়াল্লাহুল মুছ্তআন।

এই হাদীছটিকে দুর্বল সাব্যস্ত করার জন্য আমাদের প্রতিপক্ষগণ নিম্নলিখিত কারণগুলি প্রদর্শন করিয়া থাকেন,

(ক) হাদীছটির রেওয়ায়ত ছনদের দিক দিয়া সংলগ্ন নয়। বুখারী ইহাকে 'হাদ্দাছনা হিশাম'—হিশাম আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন বাক্য দ্বারা রেওয়ায়ত না করিয়া 'কালা হিশাম' অর্থাৎ হিশাম বলিয়াছেন এই উক্তি দ্বারা রেওয়ায়ত করিয়াছেন।

(খ) এই হাদীছের অন্যতম বর্ণনাদাতা ছদাকা বিনে খালিদ সম্পর্কে ইবনে জোনায়েদ ইয়াহ্য়া বিনে মুঈনের সাক্ষ্য উদ্ধৃত করিয়াছেন যে, তিনি বিশ্বস্ত নন।

(গ) এই হাদীছের রেওয়ায়তকারী ছাহাবীর নাম নির্দিষ্ট ভাবে বলা হয় নাই, দুই জন ছাহাবীর নাম সন্দেহ সহকারে উল্লেখ করা হইয়াছে। অতএব দুই জন ছাহাবীর মধ্যে হাদীছের প্রকৃত রাবী যে কে, তাহা বুঝা যাইতেছেনা।

(ঘ) 'মআবিফ' শব্দের অর্থ সম্বন্ধে সকল অভিধানকার একমত নন।

আমাদের বক্তব্য

(ক) বুখারীর ছনদে তিনি 'হাদ্দাছানা হিশাম' না বলিলেও (১) আবু দাউদ (২) ইছমায়ীলী (৩) হাছান বিনে ছুফ্য়ান (৪) তবরানী (৫) আবু নঈম (৬) ইবনে হিব্বান স্বস্ব গ্রন্থে এই হাদীছটিকে 'হাদ্দাছনা হিশাম' বলিয়াই রেওয়ায়ত করিয়াছেন—দেখ আবু দাউদ, হাদ্য়ুছ্ছারী (১) ৪৪ পৃঃ; ইগাছাতুল লহ্ফান ২৯৫ পৃঃ।

باب ماجاء فى الخز

ইমাম ইবনে হিব্বান বলিয়াছেন, এই হাদীছটি হিশামের নিকট হইতে দশজন মুহাদ্দিছ রেওয়ায়ত করিয়াছেন। * অতএব প্রমাণিত হইতেছে যে, এই হাদীছটি রেওয়ায়তের দিক দিয়া কোনক্রমেই অসংলগ্ন বা বিচ্ছিন্ন নয় এবং ইহার বহু রেওয়য়েত 'হাদ্দাছনা হিশাম'—ছনদেও বিদ্যমান রহিয়াছে।

এই হাদীছটি বুখারী ব্যতীত আরো বহু মুহাদ্দিছ হিশামের বাচনিক রেওয়ায়ত করিয়াছিলেন বলিয়া ইমাম বুখারী 'হাদ্দাছনা হিশামে'র পরিবর্তে 'কালা হিশাম' বাক্য দ্বারা রেওয়ায়ত করিয়াছেন। মুহাদ্দিছগণের মধ্যে কেহ কেহ একথাও বলিয়াছেন যে,—হাদীছের পঠন ও পাঠনের সময় হিশাম এই হাদীছ রেওয়ায়ত না করিয়া কোন বিষয়ের আলোচনা প্রসংগে এই হাদীছটি রেওয়ায়ত করিয়াছিলেন বলিয়া ইমাম বুখারী তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ সতর্কতা নিবন্ধন হাদীছটিকে 'হাদ্দাছনা'র পরিবর্তে 'কালা হিশাম' বলিয়া রেওয়ায়ত করিয়াছেন। †

তারপর হিশাম বিনে আম্মার বুখারীর সাক্ষাৎ উছতায, তাঁহার সহিত বুখারীর সাক্ষাৎকার ও হাদীছ শ্রবণ সর্বজনবিদিত। ইবনুল কাইয়েম বলিয়াছেন, হিশামের সহিত বুখারীর সাক্ষাৎকার ঘটিয়াছে এবং তিনি তাঁহার নিকট হইতে হাদীছ শ্রবণ করিয়াছেন। ‡

ان البخارى قد لقى هشام بن عمار وسمع منه -

শয়খ আবদুল হক দেহলভীও বলিয়াছেন,—হিশাম সন্দেহাতীত ভাবে বুখারীর প্রত্যক্ষ উছতাযগণের অন্যতম এবং হিশামের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎকার ও হাদীছ শ্রবণ সুপ্রসিদ্ধ ও সর্বজনবিদিত। ¶

هشام از شيوخ بے واسطه بخارى است بے شبه و ملاقات بخارى وسماع وے از وے معلوم و معروف است -

* শরহে ছিফর ৫৬৪ পৃঃ।
† ইবনুছ্ছলাহ মুকাদ্দিমা ২৬ পৃঃ; ইগাছা ২৯৫ পৃঃ।
‡ ইগাছা ২৯৫ পৃঃ।
¶ শরহেছিফর ৫৬৪ পৃঃ।

পক্ষান্তরে] বুখারী যে রাবীর সহিত সাক্ষাৎ না করিয়াই কোন হাদীছ তাঁহার নামে রেওয়ায়ত করিয়াছেন, এরূপ কথা অর্থাৎ বুখারীর 'তদ্‌লীছে'র কথা পৃথিবীর কোন মুহাদ্দিছ বা ফকীহ আজ পর্যন্ত উচ্চারণ করেন নাই। এমতাবস্থায় বুখারী 'হিশাম বলিয়াছেন' রূপে আপন প্রত্যক্ষ উছতাযের নামে হাদীছ রেওয়ায়ত করিলে উহা প্রত্যক্ষ বর্ণনা বলিয়াই গ্রহণ করা হইবে। হাফিয ইবনে হযম স্বয়ং আপন গ্রন্থে বলিয়াছেন যে, কোন বিশ্বস্ত রাবী যদি এমন কোন ব্যক্তির নিকট হইতে হাদীছ রেওয়ায়ত— করেন, যাঁহার সহিত উক্ত রাবীর সাক্ষাৎকার প্রমাণিত হইয়াছে, তাহাহইলে— উক্ত হাদীছ তাঁহার নিকট শ্রবণ করিয়াছেন বলিয়াই স্বীকার করিয়া লইতে হইবে, তা তিনি উক্ত হাদীছ 'হাদ্দাছানা' বলিয়াই রেওয়ায়ত করুন অথবা 'কালা' বলিয়াই রেওয়ায়ত করুন। †

امام ابن حزم در کتاب
خود گفته که اگر راوی
عدل روایت کند از کیسکه
اورا دریافت است محمول
برلقاوسماع بود خواه
گوید اخبرنا وحدثنا یا
عن فلان یا قال فلان،
همه محمول بر سماع
است ـ

ফলকথা, বুখারী কর্তৃক উল্লিখিত হাদীছের রেওয়ায়ত পারম্পরিক ভাবে সংলগ্ন ও উহা ছহীহ।

(খ) এই হাদীছের অন্যতম রাবী ছদাকার অবিশ্বস্ততা সম্বন্ধে ইবনে মুঈনের সাক্ষ্য ইবনুল জোনায়েদের প্রমুখাৎ বর্ণিত হওয়া সম্বন্ধে আমাদের উত্তর এই যে, ইমাম আহমদ বিনে হাম্বল, ইমাম ইব্‌নে মুঈন ও হাফিয ইব্‌নে হজর প্রভৃতি ছদাকাকে বিশ্বস্ত বলিয়াছেন। ইবনে হজর বলেন,—

صدقة، هذا ثقة عندالجميع، قال عبدالله بن
احمد عن ابيه : ثقة ابن ثقة، ليس به بأس،
و نقل معاوية بن صالح عن ابن معين ان صدقة
بن خالد ثقة ـ

ছদাকা বিনে খালিদ সকল বিদ্বানের নিকটেই বিশ্বস্ত। তাঁহার সম্বন্ধে আবদুল্লাহ স্বীয় পিতা ইমাম আহমদের উক্তি বর্ণনা করিয়াছেন যে, বিশ্বস্তের পুত্র বিশ্বস্ত, তাঁহাতে দোষ নাই। মআবিয়া বিনে ছালিহ ইয়াহ্‌য়া বিনে মুঈনের উক্তি উধৃত করিয়াছেন যে, ছদাকা বিশ্বস্ত ব্যক্তি। *

হাফিয ইবনে হজর আরো লিখিয়াছেন,

صدقة بن خالد الاموی، مولاهم ابوالعباس
الدمشقی، ثقة من الثامنة ـ

ছদাকা বিনে খালিদ বিশ্বস্ত ব্যক্তি, অষ্টম তবাকার রাবী। †

উল্লিখিত সাক্ষ্যগুলি ছদাকার বিশ্বস্ততা প্রমাণিত করিতেছে এবং ইহাও জানা যাইতেছে যে, স্বয়ং ইয়াহ্‌য়া বিনে মুঈনও তাঁহার বিশ্বস্ততা স্বীকার করিয়া লইয়াছেন।

(গ) হাদীছের মূল রেওয়ায়তকারী রূপে দুইজন ছাহাবীর নাম অনির্দিষ্ট ভাবে উল্লিখিত হইয়াছে, আবু আমির অথবা আবু মালিক আশআরী।

এই অভিযোগের উত্তরে আমাদের বক্তব্য এই যে, উভয় ছাহাবীই বুখারী কর্তৃক বর্ণিত হাদীছের রাবী, সুতরাং দুইজনের নাম উল্লেখ করায় কোন দোষ হয় নাই। হাফিয ইছমাঈলী তাঁহার হাদীছ গ্রন্থে যে ছনদের সহিত এই হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন;— তাহাতে নির্দিষ্ট ভাবে শুধু আবু আমির আশ্‌আরীর নামই উল্লিখিত রহিয়াছে। ‡ আবার ইমাম আহমদ বিনে হাম্বলের রেওয়ায়তের ছনদে নির্দিষ্ট রূপে আবু মালিকের নাম করা হইয়াছে। §

পুনশ্চ ইবনে হিব্বান তাঁহার গ্রন্থে যুগপৎভাবে আবু আমির আশআরী ও আবু মালিক আশআরী উভয়কেই এই হাদীছের রেওয়ায়তকারী বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। ¶

ইমাম আবু দাউদও এই হাদীছটি নির্দিষ্টভাবে আবু মালিকের প্রমুখাৎ রেওয়ায়ত করিয়াছেন। স্বয়ং ইমাম বুখারী তাঁহার তারীখে 'আবু মালিক'

† শরহেছিফর ৫৬৪ পৃঃ।

* ফতহুলবারী (২৩) ৩৪৮ পৃঃ।
† তক্‌রীব ১৭৬ পৃঃ।
‡ ইগাছা ২৯৫ পৃঃ।
§ মুছনদ (৫) ৩৪২ পৃঃ।
¶ দলীলুত্‌তালিব ৫৪৩ পৃঃ।

অথবা 'আবু আমির' ছনদে এই হাদীছটি রেওয়ায়ত করার পর মন্তব্য করিয়াছেন যে, ইহা আবু মালিক আশ'আরীর রেওয়ায়তেই সুপ্রসিদ্ধ। ইমাম আহমদ, ইবনো আবি শয়বা ও বুখারী তদীয় তারীখে মালিক বিনে আবি মরিয়ম এবং তিনি আবদুর রহমান বিনে গান্‌মের মধ্যস্থতায় আবু মালিক—আশ্‌আরীর ছনদেই এই হাদীছ রেওয়ায়ত করিয়াছেন।

ফলকথা, আতীয়া বিনে কয়েছ কর্তৃক রেওয়ায়তের মধ্যে রাবীর নামে ইতস্ততঃ ঘটিয়াছে কিন্তু তাঁহার সতীর্থ মালিক বিনে আবি মরিয়ম আবু মালিক সম্বন্ধে কোনরূপ সন্দেহ প্রকাশ করেন নাই—ফতহুলবারী।

এতদ্ব্যতীত হাদীছের অছুলে ইহাও স্বীকৃত হইয়াছে যে, রেওয়ায়তকারী ছাহাবীর নামে এরূপ ইতস্ততঃ হাদীছের বিশ্বস্ততার পক্ষে হানিকর নয়। বুখারীর অনির্দিষ্ট ভাবে দুইজন রেওয়ায়তকারী ছাহাবীর নাম উল্লেখ করায় হাদীছের ছনদ বিচার তাঁহার অপরিসীম পারদর্শিতাই প্রতিপন্ন হইতেছে। বিশ্বস্ত তাবেয়ীর যে কোন ছাহাবীর নিকট হইতে হাদীছ রেওয়ায়ত করাই যথেষ্ট। এক্ষণে যে তাবেয়ী উল্লিখিত হাদীছ ছাহাবাদ্বয়ের নামে অনির্দিষ্ট ভাবে রেওয়ায়ত করিয়াছেন বলিয়া বুখারীতে উল্লিখিত হইয়াছে, তাঁহার সম্বন্ধে হাফিয ইবনে হজরের সাক্ষ্য অবধারণ করা কর্তব্য। তিনি বলেন,

عبدالرحمان بن غنم بفتح المعجمة وسكون النون الاشعرى، مختلف فى صحبته وذكره العجلى فى كبار ثقات التابعين -

আবদুর রহমান বিনে গান্‌ম আশ্‌আরীকে কেহ কেহ ছাহাবীও বলিয়াছেন। ইমাম ইজলী তাঁহাকে বিশ্বস্ততম তাবেয়ী প্রধানের অন্যতম বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। *

আলোচ্য হাদীছের অন্যতম ছাহাবী রেওয়ায়তকারী আবুমালিক আশআরীর সহিত তাঁহার সাক্ষাৎকার উত্তমরূপে প্রমাণিত রহিয়াছে। শুধু ইমাম আহমদের মুছনদেই আবু মালিকের নিকট হইতে বর্ণিত আবদুর রহমান বিনে গান্‌মের দশটি হাদীছ মওজুদ রহিয়াছে।

(ঘ) হাদীছে উল্লিখিত 'মআযিফ' শব্দের অর্থ সম্বন্ধে বিদ্বানগণের মতভেদের দাবী অমূলক। আমরা শুধু ইমাম শওকানীর উক্তি উদ্ধৃত করিয়াই এবিষয়ে নিরস্ত হইব।

আল্লামা শওকানী বলেন, 'মা'যফা'র বহুবচন হইতেছে, 'মআযিফ', বাদ্যযন্ত্রকে মআযিফ বলা হয়। কর্তবী ইমাম জওহরীর উক্তি উদ্ধৃত করিয়াছেন যে, সংগীতকে 'মআযিফ' বলা হইয়া থাকে আর জওহরীর ছিহাহ নামক অভিধানগ্রন্থে গীতবাদ্যকে 'মআযিফ' বলা হইয়াছে। বাদ্যের 'ধ্বনিকেও' কেহ কেহ মআযিফ বলিয়াছেন। হাফিয দিম্‌য়াতীর গ্রন্থের টীকায় দুফ, প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্রকে মআযিফ বলা হইয়াছে। সংগীতের জন্যও 'অযফ' ব্যবহৃত হইয়া থাকে আর প্রত্যেক খেলা তামাশাকেও 'অযফ' বলা হয়। †

المعازف بالعين المهملة والراى بعدها فا - جمع معزفة بفتح الزاى، وهى آلات الملاهى - لنقل القرطبى عن الجوهرى ان المعازف : الغناء، والذى فى صحاحه انها اللهو، وقيل صوت الملاهى و فى حواشى الدمياطى : المعازف : الدفوف وغيرها مما تضرب به - ويطلق على الغنا عزف و على كل لعب عزف -

ইমাম আবুবকর রাযী বলেন, গীতবাদ্যকে 'মআযিফ' বলে আর উক্ত কার্য যাহারা করিয়া থাকে তাহাদিগকে 'আযিফ' এবং 'মুগন্নী' বলা হয়। §

المعازف الملاهى والعازف اللاعب بها والمغنى -

ডক্টর এডওয়ার্ড লেন্ তাঁহার লেক্সিকনের ২০৩৬ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন, মআযিফ, *Musical Instruments* অর্থাৎ বাদ্যযন্ত্র সমূহ। এই অর্থের নিমিত্ত গ্রন্থকার ছিহাহ, ছাগানী ও কামুছের বরাত দিয়াছেন।

* তকরীব ২৩৫ পৃঃ।

† মুখতারুছ ছিহাহ্ ৩৪৯ পৃঃ। § নয়লুল আওতার (৭) ৩১১পৃঃ।

মাষ্টার সাহেব

মোহাম্মদ আবদুল জাব্বার

পাড়া গাঁয়ের মাদ্‌রাছা। এখানে পড়াশুনার চেয়ে পড়ার ভড়ং হয় অনেক বেশী। পড়ুয়ারা এলেম হাছেল যতটা না করে, আলেম হওয়ার কসরৎ করে তার চেয়ে অনেক বেশী। কারণ এই কসরৎ দেখাইতে না পারিলে পল্লীর গণ-মনে দয়া-দাক্ষিণ্যের বৃত্তি জাগ্রত করা যায়না— মাদরাছাও টিকিতে পারেনা। দু-দশটি ছেলে এই কসরতের জোরেই ধাপে ধাপে জীবনের উপর তলায় অনেকখানি উঠিয়া যায়। বাঁকী অধিকাংশ খানিকটা লেখা-পড়া শিখিয়াই "ওয়ায়েজ" বনিয়া যায় অর্থাৎ কয়েকটি কেতাবের দুই চারিটা মছমুন মুখস্থ করিয়াই ধর্ম ও সমাজ-উদ্ধারের মহাকাজে লাগিয়া যায়। পাক-বাংলার পল্লী সমাজে সুললিত কণ্ঠস্বর এবং কথার তুবড়ি ফুটাইবার শক্তি থাকিলেই "মওলানা" নামে প্রসিদ্ধ হওয়া যায়, কষ্ট করিয়া লেখাপড়া শিখিবার তেমন আবশ্যক হয়না। দুই দশজন সত্যিকার আলেম —যাঁহাদের এলেম আছে অথচ গলার জোর নাই, তাঁহাদের অবস্থা সত্যই অসহনীয়, করুণ ও মর্মস্পর্শী।

ভর্তি হওয়া অবধি আমার ভাল লাগিতেছিলনা। ছয়জন শিক্ষকের স্থলে মাত্র দুইজন। বর্তমানে যিনি মাষ্টার আছেন, তাঁর চোখে রঙীন স্বপ্নের আমেজ এখনও কাটে নাই। তিনি বড় চাকুরী অর্থাৎ দারোগাগিরি পদের জন্য তদবির করিয়া হয়রান হইয়াছেন, এখনও হাল ছাড়েন নাই। পাড়াগাঁয়ে মাষ্টারী করিয়া তাহার জীবন নষ্ট হইতে দিবেননা এবং যদিও তাঁর বরাত এ পর্য্যন্ত খুলিলনা, তথাপি তিনি নেহায়েৎ অনুগ্রহ বশে এখানে থাকিয়া দেশকে ধন্য করিতেছেন— একথা সর্বদা সকলকে স্মরণ করাইয়া দিয়া মনের জ্বালা কিছু উপশম করিয়া থাকেন। মৌলবী ছাহেব অবশ্য এলেম দান করা অতীব পুণ্যের কাজ হিসাবে সারাদিন কঠোর পরিশ্রম করেন। একা তিনি কী করিবেন? হাজিরার খাতায় তাঁর ষাট টাকা মাহিনা লেখা আছে, দস্তখৎ ওই টাকার জন্যই দিতে হয়, কিন্তু হাতে পান তিরিশ টাকা। তাহাও চার পাঁচ মাসের বেতন বাঁকী পড়ার পর হয়ত এক মাসের বেতন পান। চার পাঁচটী ছেলেমেয়ে সহ ছয় সাতটী লোকের সংসার। তাঁহার এই সংসার কেমন করিয়া চলে সে কথা যিনি সকল প্রাণীরই জীবিকা দাতা—সেই রাব্বুল আলামীন ছাড়া আর কেহ জানে না।

উপর ক্লাশে ছাত্র না থাকিলে সরকারী সাহায্য পাওয়া যায়না, এই কারণে ধলেশ্বরী গ্রামের মাদ্‌রাছায় ভর্তি হইয়াছিলাম, কতকটা মাদরাছার প্রতি মমতায়, কতকটা সেক্রেটারী ছাহেবের আগ্রহাতিশয্যে। ধীরে ধীরে সে মমতার বাঁধন ছিঁড়িয়া যাইতেছিল। সুচতুর সেক্রেটারী ছাহেব হয়ত তাহা বুঝিতে পারিয়াই এক দিন গোপনে বলিলেন, "বাবা, আর ভয় নাই। ভাল মাস্টার আসিতেছেন, খুব ভাল লোক। আপনার মত ছাত্র পেলে তিনি খুব খুশী হবেন।" তাঁহার অভয় বাণীতে মন আরও বিষাইয়া উঠিল। শিক্ষিত আত্ম-মর্যাদা জ্ঞানসম্পন্ন কোন ভদ্র লোক যে এই ব্যক্তির অধীনে বেশী দিন চাকুরী করিতে পারিবেন না, সে কথা ত আমি ভাল ভাবেই বুঝিয়াছি। তথাপি বলিলাম, "জী হাঁ, ভাল মাষ্টার না হলেও ফাইন্যাল পরীক্ষার ভাল ফল করা যাবে না, সুতরাং মাদরাছারও উন্নতি হবেনা।"

সেক্রেটারী ছাহেব বিরাট পুরুষ। পুরা ৪ হাত লম্বা, প্রশস্ত ছিনা, সমুন্নত সুগঠিত শরীর। জীবনে নাকি কোন দিন তাঁর মাথা ধরে নাই। অনেক আগে কবে একদিন তাঁর জ্বর হইয়াছিল, বড় এক বাটী তেঁতুল গোলা খাওয়ার পরেই সেই যে জ্বর তাঁহাকে ছাড়িয়া পালাইয়াছে, আর কোন দিন তাঁর কাছে আসে নাই। বিপুল বীর্য্যবন্ত এই লোকটীর

সম্বন্ধে এ অনুচলে একটী মোহময় খ্যাতি প্রচারিত ছিল। পাশের গাঁয়ের রায় বাবুদের তখন প্রবল প্রতাপ, নূতন নূতন জমিদারীর দখল লওয়া, হাট বসানো, মেলায় বারঙ্গনা আমদানী করা ইত্যাদি সকল কাজেই এই মানুষটীর প্রয়োজন প্রশ্নের অতীত। সুতরাং তার দাপটও ছিল প্রভূত। তদুপরি তিনি ছিলেন পাকা লাঠিয়াল দলের ওস্তাদ, জারীগানের বয়াতী এবং পরে কবিগানের সরকার। আশ পাশের দশ বারোখানি গ্রামের অন্তরতল কাঁপাইয়া তাহার বিরাট ব্যক্তিত্ব অটল মহিমায় বিরাজ করিত। তাঁহার প্রভাবে পল্লীর স্বভাব-সুন্দর পবিত্র আবহাওয়াতে ধীরে ধীরে শয়তানী শক্তির প্রতিষ্ঠা হইতেছিল।

পল্লীর নিরীহ মোছলমানেরা অহরহ ফরিয়াদ করিয়া বলিতেন, "দীন গেল, ইমান গেল। ছেলেরা বাবুর বাড়ীর পূজায় বলির পাঁঠা জোগায়, ঘরের ধান বেচেও মেলায় জুয়া খেলে, বারবনিতা উপভোগ করে। গণি সরদার জোর জবরদস্তি ক'রে নামাজী লোকের কাছে কালী পূজার চাঁদা আদায় করে, না দিলে অপমান করে। আল্লাহ, হয় তুমি তাকে হেদায়েত দান কর, নতুবা তার মৃত্যু দাও।"

ব্যথিতের মাতম বৃথা যায়না। অলক্ষ্যে-অন্তর্যামী এই আকুল ফরিয়াদ মনজুর করিলেন।

তারপর কিসে যে কী হইল, বুঝা গেলনা। শুনা যায়, কদিমপাড়ার মুনশী মেহের উল্লাহ ছাহেবের নেতৃত্বে এ অনুচলের মোছলমানগণ বাবুদের হাটের উপর একটি বিরাট ধর্ম সভার আয়োজন করেন এবং হুগলী জেলার বড় পীর কেবলাকে সেই সভায় আনয়ন করেন। রায় বাবুরা সোজাসুজি অগণিত মোছলমান প্রজাকে ক্ষেপাইয়া তোলা বুদ্ধিমানের কাজ মনে করেন নাই। তাঁহারা গোপনে বলিয়াছিলেন, "গণি, এই সভা ভেঙে দিতে যদি ব্যাটাদের জব্দ করতে পার, তবে পাঁচ বিঘে জমি তোমাকে লাখেরাজ লিখে দিব।"

গণি সরদার প্রভুদের মন জুগাইবার কাজে ত্রুটি করে নাই। তার বিরাট লাঠিয়াল দল ও গায়েনের দলগুলিকে ত প্রস্তুত রাখিয়াছিলই—উপরন্তু থানার দারোগা বাবুকে হাত রাখার জন্য বিপুল পরিমাণে ঘি, দুধ, আম, কাঁঠাল পাঠাইয়া দিয়াছিল।

মানুষের মনের উপর যাঁহার একমাত্র অধিকার—সকল প্রকার কার্য্য-কারণের, হিসাব নিকাশের বাহিরেই তিনি গণ-মনের গতি পরিচালনা করেন। ব্যক্তি এবং জাতির ইতিহাস এই নিয়মেই পরিবর্তিত হইয়া আসিতেছে। প্রত্যহের সুখ দুঃখ, হাঁসি-কান্নার আবরণ ভেদ করিয়া সেই প্রচ্ছন্ন ইচ্ছাশক্তির নিরন্তর লীলা-চাঞ্চল্যে পৃথিবীর বুক ভরিয়া উঠিতেছে।

বড় হুজুর আগেই সব শুনিয়াছিলেন। সভার দিন তিনি নাকি গণি সরদারকে ডাকাইয়া আনিয়া তার ডান হাতখানি চাপিয়া ধরিয়া ঝাঁকানি দিয়া বলিয়াছিলেন, "আবদুল গণি, আল্লাহকে ভয় কর। নচেৎ তাঁর গজবে তুমি ধ্বংস হ'য়ে যাবে।" বিদ্যুৎ স্পৃষ্টের মত কাঁপিতে কাঁপিতে সেই মহাপুণ্য-প্রভা ব্যক্তিত্বের সামনে অনেকক্ষণ অবশভাবে পড়িয়া থাকিয়া গণি সরদার বলিয়াছিলেন, "হুজুর, আমাকে দোয়া করুন, আল্লাহ যেন আমার গোনাহ মাফ করেন। আমি তওবা করলুম।"

এখন দেশের হাওয়া একেবারেই বদ্‌লাইয়া গিয়াছে। মুশরেকানা প্রভাবও অনেকখানি কমিয়া গিয়াছে। বাবুরা গ্রামের বসত উঠাইয়া শহরে চলিয়া গিয়াছেন। গরীব মোছলমানেরা দেহমনে অনেকখানি সবল হইয়াছেন। বর্তমানে আবদুল গণি ছাহেব হজ্জ করিয়া হাজী হইয়াছেন এবং এ অনুচলে দীন ইছলাম প্রচারের সহায়তার জন্য এই মাদরাছা চালাইতেছেন। অনেক সময়ই তিনি সভায় দাঁড়াইয়া বিভিন্ন ঢংয়ে ওয়াজ নছিহত করেন। তথাপি ঘা শুকাইলেও যেমন দাগ মেটেনা, অনাচারী মানুষ হেদায়েৎ পাইলেও তার মনের পশু একেবারে মরেনা।

কয়েকদিন পর মাস্টার সাহেব সত্যই আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ছালাম আলায়কুম এর শব্দে চমকিত হইয়া ফিরিয়া দেখিলাম একজন সুন্দর তরুণ যুবক। শক্তি-ব্যঞ্জক সুগঠিত দেহ। পরণে পায়জামা গায়ে জোব্বা, মাথায় টুপী। অথচ তিনি একজন আণ্ডার গ্রাজুয়েট এবং ছাত্র জীবনে বরাবরই সরকারী

বৃত্তিধারী।

বহুদিনের তৃষিত চাতকের ন্যায় তাঁহার প্রদত্ত জ্ঞান-বারিধারা পানে তৃপ্ত ও মুগ্ধ হইতে লাগিলাম। ইংরাজী, বাংলা, ইতিহাস, ভূগোল সকল বিষয়েই তিনি যেন অতল সমুদ্র। এতদিন দেখিয়াছি প্রায় সকল শিক্ষকই পঁয়তাল্লিশ মিনিটের ঘণ্টা শেষ হওয়ার আগেই পাঠদান শেষ করিয়া হয় ঝিমাইতে থাকেন, নয়ত বাজে গল্প করেন। অনেকে আবার অসীম আলস্য বশতঃ ক্লাসে ঢুকিয়াই ছাত্রগণকে কিছু লিখিতে বলিয়া ঘুমাইয়া পড়েন। জীবনে এই একজন মানুষ পাইলাম, যাঁহার দান অফুরন্ত, যিনি হৃদয় ঢালিয়া নিঃশেষে দান করেন এবং অকাতরে বিলাইবার জন্যই যেন এতদিন যেখানে যাহা পাইয়াছেন, সযত্নে কুড়াইয়া জমা করিয়াছেন। তাঁহার আজীবন সঞ্চিত বাষ্প কণাগুলি হৃদয়-গগনের বুক ভরিয়া যে সুবিপুল সুনীল রসঘন জলদ-মালা রচনা করিয়া নিবিড় প্রগাঢ় প্রশান্তিতে জমাট হইয়া গড়িয়া উঠিয়াছিল, সেই অমূল্য সঞ্চয় আজ বর্ষণ-স্নাতা বসুন্ধরার মত রস-পিপাসু শিক্ষার্থীর হৃদয়দেশ উর্বর করিয়া, প্রাণ-সজীব করিয়া শ্যাম-সমারোহে ভরিয়া দিয়া বিচিত্র বর্ণচ্ছটায় ফুলে-ফলে সমৃদ্ধ করিয়া দেয়। কত গভীর জ্ঞান তাঁর! একটা ছোট প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলে অথবা একখানা ছোট বই পড়াইতে আসিলেও জ্ঞানমার্গের সহস্র রাস্তা যেন তিনি সকলের সামনে খুলিয়া ধরেন।

কাঞ্চন কৌলিন্যের উত্তাপে আজ উপরতলার সমাজের প্রাণ-রস শুকাইয়া যাইতেছে, ক্রমবর্ধমান দারিদ্র্যের নিষ্পেষণে নীচের তলা বিধ্বস্ত। শিক্ষায়তনের পবিত্র অঙ্গনেও এ অভিশাপ ঢুকিয়া আগামী দিনের মানব সমাজের মন-মগজ কলুষিত এবং আত্মামৃত্যু ঘটাইতেছে। তাই নেহায়েত চাকুরী বাঁচানের তাগিদে যতটুকু দরকার তার বেশী শিক্ষাদান অধিকাংশ শিক্ষকই করেননা। শিক্ষকের হৃদয় নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ হইয়া উপরখণ্ডের উপর দিয়া ছুটিয়া চলিবে, নীচে অজস্র ধারায় ঢালিয়া পড়িবে, পথে পথে দেশে দেশে স্রোতধারার বেগে কোল্ সৃষ্টি করিয়া দুইতীরের জনপদ ধন ধান্যে পুত্র-পুষ্পে হাঁসিয়া উঠিবে ইহাই ত স্বাভাবিক। কিন্তু এ কী হইতেছে আজ? জাগো পাক আত্মা জাগো—! তোমার বহি-প্রকৃতির শ্যাম-সমারোহের সাথে অন্তরের শ্যাম-সমারোহ মিশাইয়া দাও।

কী একটা উপলক্ষে একটা প্রবন্ধ লিখিয়া তাঁহাকে দেখাইতে গেলাম। রচনার খাতা দেখিতে দেখিতে তিনি সোৎসাহে বলিয়া উঠিলেন, "মনছুর মিয়া, আপনি এমন রচনা লিখ্‌তে পারেন? এত গভীর ভাব এবং ভাষার উপর আপনার এমন দখল? আহ্ আল্লাহর দেওয়া এই মহাদানকে আপনি আল্লাহর খেদমতেই ব্যয় করিবেন। বলুন, করবেন ত?"

কৃতজ্ঞতায় অবনত হইয়া বলিলাম, "আমার জন্য সেই দোয়াই করুন, হুজুর। কিন্তু আমাকে আপনি না বলে তুমি বল্‌লেই খুশী হব।"

তীব্রভাবে তিনি প্রতিবাদ করিয়া বলিলেন, খুলিলুর রহমান তেমন মাস্টার নয়। শোনেন নাই,—হাদীছের কথা, আল্লাহর ফেরেশ্‌তারা শিক্ষার্থীর পায়ের নীচে ডানা বিছাইয়া দেয়? যারা আল্লাহর খেদমতের জন্য এলেম শিক্ষা করে, তাদের মর্য্যাদা জেহাদকারী গাজীর তুল্য। শিক্ষার অবস্থায় মৃত্যু হ'লে জান্নাতে নবীগণের নীচেই তাদের স্থান।"

একটু থতমত খাইয়া বলিলাম, "বিশ্ব প্রকৃতির প্রত্যেকটি প্রাণীই শিক্ষকের কল্যাণ কামনায় অহরহ দোয়া করিতেছে, এটাও ত হাদীছের কথা, হুজুর।"

তিনি হাসিয়া বলিলেন, "আমরা উভয়েই ছিরাজুম মুনীরার পথের পথিক। এতএব পরস্পরের প্রতি এই সম্ভ্রমবোধ যদি আমরা স্মরণ না রাখি, তবে আর বাকী থাক্‌ল কী? শিক্ষার পবিত্র অঙ্গনে এই সম্ভ্রমবোধের অনুশীলন হয়না বলেই ত আজ শিক্ষকের জীবন বিড়ম্বনাময়, শিক্ষার্থীরা অনাচারী।"

এত বড় কথা বুঝিবার শক্তি তখন ছিলনা, কাজেই চুপ করিয়া গেলাম। ধীরে ধীরে তাঁহার সান্নিধ্যলাভ করিয়া দেখিলাম, প্রত্যহের দৈন্য মলিন জীবনে শত দুঃখের আঘাত সহিয়াও বিরাট জ্ঞান-ভাণ্ডার তিনি জমা করিয়া তুলিয়াছেন, তার মূল্য

অসীম। সে অতুল শান্তিধারা যদি কোন দিন দৈন্যের পাষাণ কারা ভেদ করিয়া বাহিরে আত্মপ্রকাশ করিতে পারে, তবে বাংলা দেশ প্লাবিত হইয়া যাইবে। দুঃখের স্বরে হঠাৎ বলিয়া ফেলিলাম, "এ গুলি কি ছাপানো যায় না, স্যার?" তিনি নির্বিকার ভাবে জওয়াব দিলেন, "এগুলি হয়ত কোন দিন পৃথিবীর আলো দেখতেও পারে, নাও পারে। তবে যাঁর খেদমতের জন্য এই মেহনত, তিনি কবুল করলেই ধন্য হব। তাঁর কাছে কিছুই ত গোপন নেই। মানুষের কল্যাণের জন্য এ গুলির প্রকাশ করা যদি তাঁর অভিপ্রেত হয়, তবে তিনিই ব্যবস্থা করে দেবেন।"

প্রায় একটী বৎসর কাটিয়া গেল। ধলেশ্বরী গ্রামের মাদ্‌রাছায় খলিল মাষ্টার আসিয়াছেন—এই সংবাদ প্রচার হওয়ার ফলে পাশের কয়েকটী ছোট ছোট পাঠশালা ও মক্তবের ছাত্র এখানে আসিয়া ভর্তি হইল। পড়াশুনা ভাল হওয়ায় মাদ্রাছার উন্নতিও বেশ পরিলক্ষিত হইল।

সেক্রেটারী সাহেব প্রস্তাব করিলেন, মাদরাছার উন্নতির জন্য সভা করা হইবে। কলিকাতা হইতে বড় পীর কেবলা তশরীফ আনিবেন, সঙ্গে আরও অনেক ওলামা আসিবেন। জানিতাম, বড় পীর কেবলার নামের জোরেই এ দেশে অনেকগুলি মাদ্‌রাছা মক্তব টিকিয়া আছে। সরকারী সাহায্য এ-গুলিতে দেওয়া হয়না। দেশের শিক্ষিত বড় লোক শ্রেণী এ গুলিকে উপেক্ষা ও অবহেলা করিয়া চলেন। বিধর্মী জমিদারগণ এ গুলির ধ্বংস দেখিলে খুশী হন। এমন প্রতিকূল পরিবেশেও পাক বাংলার যে দীন ইছলামের প্রদীপ মিটিমিটি ভাবে জলিয়া মোছলেম সমাজ কাঠামো একেবারে ভাঙিয়া পড়িতে দেয় নাই, সে শুধু এই সকল মহামনা ব্যক্তির তৈল পরিবেশের জন্য।

মাষ্টার ছাহেব খুশী হইয়া বলিলেন, "মনছুর মিয়া, বড় হুজুরের নামে এ দেশের লোক পাগল। এই সুযোগে কিছু মোটা মোটা রকমের টাকা তুলতে হবে। অন্ততঃ মাদরাছার ঘরখানির দেওয়াল-মেঝে পাকা করতে হইবে।"

সোৎসাহে বলিলাম, "আমি প্রস্তুত আছি স্যার।" তিনি আনন্দে আমাকে জড়াইয়া ধরিয়া আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন, এ দেশের পল্লী সমাজে ইহাই আল্লাহর শ্রেষ্ঠতম খেদমত।"

আশ্বিন মাসের শেষ ভাগ। পল্লীর মানুষ এই সময় হইতেই একটু সুদিনের মুখ দেখে। বর্ষার কাদা না শুকাইতেই আবার কয়েক দিন লাগালাগি প্রবল বর্ষণে খাল-বিল ভরিয়া রাস্তাঘাট একেবারে অগম্য হইয়া উঠিল। ঘরের বাহির হওয়া যায় না। মাঝে মাঝে কিছু ঝড় হইয়া অবস্থা আরও কাহিল করিয়া তুলিল। কিন্তু আর ত বসিয়া থাকিবার সময় নাই। সামনে মাত্র দশ দিন বাঁকী।

দলে দলে বিভক্ত হইয়া ছাত্র, শিক্ষক, সেক্রেটারী সকলেই গ্রামে গ্রামে চাঁদা আদায়ে বাহির হইয়া পড়িলেন। দিগন্ত জোড়া প্রশস্ত মাঠ, মাঝখানে বিল, বিলের চারিধারে দূরে দূরে গ্রামগুলি গড়িয়া উঠিয়াছে। পায়ে হাঁটা পথগুলি গরু, মহিষের খচনে একেবারেই দুর্গম হইয়া গিয়াছে। কোন কোন জায়গায় কোমর পানি পর্য্যন্ত ভাঙিয়া সারাদিন মেহনত করিয়া গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া সভার প্রচার কার্য এবং সাহায্যের আবেদন গ্রামবাসীগণের নিকট পৌছাইয়া দেওয়া হইল। প্রচণ্ড উৎসাহ, উদ্যম এবং কর্ম্ম ব্যস্ততার ফলে চৌদিকে প্রায় বিশ মাইলের সমস্ত গ্রাম কর্ম্ম চঞ্চল হইয়া উঠিল।

বাংলা দেশের চিরকালের দুর্ভাগ্য যে ইহার দেহের সহিত মাথার মিল নাই। পৃথিবীতে যদি এমন কোন জীবের অস্তিত্ব থাকা সম্ভব হয়, যার সারা দেহের রক্ত মাংস মাথায় জমিয়া মাথা ভারী আর মুখখানা লাল হইয়াছে অথচ নীচের গোটা দেহটা শুকাইয়া কঙ্কালসার হইয়াগিয়াছে, তবে তারই সহিত এই অভাগা দেশের তুলনা চলিতে পারে। আল্লাহর রহমতে সিক্ত এই পাক মাটী চিরকালের প্রাকৃতিক সম্পদে গরীয়সী, মানুষের সেবায় ধন্যা নহে। এ মাটির সরল, উদার মেহনতি সন্তানেরা চিরকালই নীচের তলার সমাজে পড়িয়া রহিয়াছে। এ মাটীর উর্বর-লালিমার নীরব আবেদনে পরদেশী

পরদেশী ভাগ্যান্বেষীর দল ধীরে ধীরে আসিয়া ইহার উপর তলার সমাজ রচনা করিয়াছে। তাই নীচের মানুষ উপরতলার শাসন পাইয়াছে, শোষণে কাঁদিয়াছে, কিন্তু কোনদিনই সেবা পায় নাই। এমন যে বিশ্বপ্লাবী প্রেমের বাণীবাহী মোছলমানের উপরতলার সমাজ, তাহারাও নীচের তলায় নামিয়া এই মাটির সন্তানকে ইছলামী জীবন-রসে সিক্ত করিয়া তাহার স্বাভাবিক সৌন্দর্যকে নূরানী আলোয় ঝলমল করিয়া তোলে নাই। তাই পাঠান মোগলের উপরতলা এ দেশের নব-দীক্ষিত নীচের তলার মোছলমানের সহিত মছজিদে এক কাতারে দাঁড়াইয়া আল্লাহর নিকট প্রণতি জানাইয়াই ক্ষান্ত হইয়াছে, মছজিদের বাহিরের জীবনে তাহাকে আলিঙ্গন দিয়া ইছলামী জীবন-পদ্ধতির বিশ্বরূপ দানে মোশরেকী প্রভাব বিদূরিত করিয়া তাহাকে ধন্য করিয়া তোলে নাই। তাই এখানকার শহরবাসীর সহিত কথাবার্তায়, চালচলনে, খাদ্য পোষাকে, আর্থিক অবস্থায় শিক্ষায়, রুচিতে কোন দিক দিয়াই দেহ-মনে পঙ্গু পল্লীবাসীর জীবনের মিল নাই। জালেম এবং মজলুমের সম্পর্কই এখানে বিদ্যমান। এই কারণেই এখানকার নেতাগণ বদ্ধ পানির উপরে ভাসা শেওলা, দুধের উপরকার সর নহে। এ সম্পর্কের উন্নতি না হইলে ইছলামী সমাজ গঠন অসম্ভব।

পাক বাংলার পল্লী সমাজে সামাজিক ব্যবধান অত্যন্ত মারাত্মকভাবে শোচনীয়। প্রতি গ্রামেই দেখিলাম, দশবিশ জন মুছল্লী মোত্তাকী লোক আছেন। তাঁহাদের কেহ কেহ কিছু কিছু আরবী বাংলা জানেন, কেহ কেহ কিছুই জানেননা। কিন্তু ইমান ও তাকওয়ার যে ক্ষীণ রশ্মিটুকু তাঁহাদের হৃদয়ে বিদ্যমান, তারই প্রভাবে একটা মহান বৈশিষ্ট ইহাদের জীবন মাধুর্য্য-মণ্ডিত করিয়াছে। ইহাদের নামগুলি মোছলমানি, মুখের চেহারায় কমনীয় নম্রতা, পরণের লুঙ্গিখানা হাঁটুর নীচে নামানো অন্ততঃ একটা গেঞ্জী অথবা গামছা দিয়া শরীরখানা ঢাকা, ওজু গোছলের অভ্যাসজনিত একটা পরিচ্ছন্নতার দীপ্তি, সব কিছু মিলিয়া যেন তাহাদের দারিদ্র্যের ঘৃণ্য-মলিনতাকে পায়ের নীচে দাবাইয়া রাখিয়াছে। ইহাদের বাড়ী-ঘরেরও বিশেষ ভাষা আছে। ঘরের চালাগুলি ছোন বা টিন যারই হউক, ঘরের বেড়াগুলি সাধ্যমত মজবুত। বাড়ীটা পাটখড়ি, ধানের নাড়া অথবা সম্ভবমত অন্য কোন বস্তুর বেড়া দ্বারা সুরক্ষিত। কুয়া-পায়খানার ব্যবস্থা আছে প্রতি বাড়ীতে। সুতরাং বাড়ীর মেয়েরাও নিজেদের ইজ্জত আবরু রক্ষা করিয়া চলিতে জানে। বে-পরদা বেহায়া ভাবের লেশ মাত্র নাই, বরং গৃহাঙ্গনের পবিত্র গাম্ভীর্য্য অটলভাবে বিরাজমান। ইছলামী জীবন পদ্ধতির নিম্নতম মানটুকু বাঁচাইয়া রাখিয়া ইহারা নিজেরা বাঁচিয়া রহিয়াছে সমাজকেও বাঁচাইয়া রাখিয়াছে। পক্ষান্তরে যাহাদের জীবনে এই সামান্য মোছলমানীটুকুও নাই—প্রতিবেশী নমঃশূদ্র, বুনো-বাগদীর জীবনের ধারা থেকে তাহাদের জীবনের কোন পার্থক্য নাই। মোছলমান বলিয়া দাবী করিলেও তাহাদের নাম গোপাল সরদার, পাঁচু মণ্ডল, হারান পরামানিক ইত্যাদি, পরণের কাপড় হাঁটুর নীচে কখনও নামেনা। গায়ে কিছুই থাকেনা। রাত্রে পা ধুইয়া বিছানায় শোওয়া অনেকেরই হয়না। কাহারও বাড়ীতে বেড়া নাই। পায়খানার অভাবে নারী পুরুষ খোলা মাঠে দিব্য আরাম উপভোগ করে। মেয়েরা ইজ্জত আবরু, লজ্জা-সরম, অথবা পরদা-পুশিদার প্রয়োজনীয়তা স্বীকার এমন কি অনুভবও করেনা। ইছলামী শরিয়তের বাধ্যবাধকতা অবহেলিত হওয়ার ফলে দুঃখ দারিদ্র্য, অশিক্ষা-কুশিক্ষার সমস্ত নোংরামী যেন বিকট মূর্তি ধারণ করিয়া ইহাদিগকে কদর্য্য ও অমানুষ বানাইয়াছে। ধর্ম ও জাতীয়তার পার্থক্য যাহারা বুঝিতে পারেননা, অথবা অন্যান্য ধর্ম্মমতের সহিত ইছলামের মূলগত পার্থক্য সম্বন্ধে যাহারা আজিও অবহিত নহেন, তাহারা একবার দেহ-মনের চক্ষু খুলিয়া পল্লী বাংলার মর্মস্থলে নামিয়া আসুন।

একটী বিষয়ে প্রতিবেশী অমোছলমানের সহিত ইহাদের আকাশ-পাতাল তফাৎ। প্রতি গ্রামেই নামাজী মোছলমানের সংখ্যা যদিও কম, তথাপি

বে-শরা লোকেরা দীন ধর্মের কথায় বিনা প্রতিবাদে তাহাদের নির্দেশ মানিয়া লয়। মোছলমানের সামগ্রিক কল্যাণের প্রশ্ন যেখানে জড়িত, সেখানে অমোছলেম প্রতিবেশীর স্বার্থ উপেক্ষা করিয়া তাহাদিগকে পিছনে ফেলিয়া দৌড়াইয়া আসে। শিক্ষিত বে শরা লোকদের মত ইহাদের দেল-মগজ কলুষিত হয় নাই। শত বাঁধন-কষনের মধ্যেও ইহাদের হৃদয় নির্ঝর কেবলামুখী ছুটিয়াছে। আল্লাহর নামে ইহারা পাগল। প্রতিকূল পরিবেশের চাপে ইহাদের বাহিরের রূপ বিবর্ণ, কিন্তু অন্তরের উজ্জ্বলতা চির অমলিন। উপেক্ষিতা কাজলা-দীঘির উপরের শৈবাল দাম যদি সরাইয়া দেওয়া যায়, তবে ইহার স্বচ্ছ-শীতল বারিরাশি তৃষিতা বসুন্ধরার বুকখানি অপূর্ব্ব স্নিগ্ধতায় ভরিয়া দিবে। সেই সংস্কার ব্রতী পাক সন্তান দল কোথায়?

অসীম দুঃখ কষ্ট সহিয়া গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া গরীব মোছলমানদের হৃদয়মৌচাকে যে খোঁচা দিয়া আসিলাম, তার ফলে অনবরত মধু ঢালিয়া পড়িতে লাগিল। দলে দলে লোক স্বেচ্ছায় চাউল, তরি তরকারী, টাকা পয়সা আনিয়া জমা দিয়া গেল! মাদরাছা ঘরখানির অর্ধেকটাতে বিরাট চাউলের গাদা জমিয়া উঠিল।

সভার দিন। পাকারাস্তা হইতে প্রায় চার মাইল কাদাপথে পীর কেবলার ট্যাক্‌সীখানা ভক্তগণের দেহমনের শক্তির বলে অম্লানদেহে সভাস্থলে পৌঁছিল। একজন খুব বড় মাওলানা ছাহেব প্রকাণ্ড দুইবাক্স ভরিয়া কেতাব আনিয়াছিলেন বিক্রয় করিবার জন্য। "এ বাক্‌শ যেন ঠিক মত সভায় পৌঁছাইয়া দেওয়া হয়" এই কড়া হুকুম দিয়া তিনি গরুরগাড়ীতে চড়িয়া বসিলেন। সাঁঝের আঁধারে দেখা গেল—আমি আর মাস্টার ছাহেব ছাড়া সেখানে আর কেহই নাই। বলিলাম, "স্যার,—এযে অত্যন্ত ভারী, একটা দুইমণ, আর একটা দেড়মণের কম হবেনা। আঁধার রাত, চার মাইল পথ, কোন কোন জায়গায় হাঁটু পর্য্যন্ত গেড়ে যায়।"

তিনি হাঁসিয়া বলিলেন, "আল্লাহপাক লোহার মত শরীরটা দিয়েছেন। এটাও তাঁরই খেদমত। অতএব দুইজনে "দুইটা"। অনেকদিন পর সেই মাওলানা ছাহেবের দেশের বাড়ীতে গিয়া দেখিয়াছিলাম, দীন ইছলামের খেদমতে (?) বক্তৃতা দিয়া এবং কেতাব বেচিয়া তিনি প্রকাণ্ড দোতালা বাড়ী তুলিয়াছেন এবং অন্ততঃ লক্ষ টাকার সম্পত্তি করিয়াছেন। তাঁর বড় ছেলেটি কুখ্যাত পল্লীতে যাতায়াতের ফলে কুৎসিত ব্যাধিতে ভুগিয়া অকালে মারা যায়।

অপরিসীম উত্তেজনা ও অমানুষিক পরিশ্রমের ফলে সভা অন্তে কয়েকজন ছাত্রকর্মীসহ জ্বর ও আমাশয় রোগে আক্রান্ত হইয়া ঢলিয়া পড়িলাম। মাস্টার ছাহেবের "লোহার মত শরীরে"ও কুলাইলনা। তিনিও পীড়িত হইয়া পড়িলেন। ৮।১০ দিন বিনা চিকিৎসায় ও বিনাপথ্যে মাদরাছা ঘরের মধ্যে পড়িয়া থাকিয়া আল্লাহপাকের নাম জপ করিতে করিতে আরোগ্য লাভ করিলাম।

প্রায় মাস খানেক পরে হঠাৎ একদিন মাস্টার ছাহেব বলিলেন, "মনছুর, আমি কালই এখান থেকে চলে যাচ্ছি, আর আস্‌বনা।" একেবারে যেন আকাশ থেকে পড়িয়া বলিলাম, সেকি হুজুর, এ মাদরাছার কি হবে?" তিনি অটল ভাবে বলিলেন, "এটার ভরসা আল্লাহ। আমি কোন দিন বিবেকের গলাটিপে কোন কাজ করি নাই,—আজও পারবনা। সভার খরচ বাদে প্রায় দেড় হাজার টাকা বাঁচল। আমাদের সকলেরই মাহিনা বাকী, ঘরখানার মেরামত দরকার। লাইব্রেরীর বই কেনা দরকার। এসব কিছুই হ'লনা। অথচ মাদরাছার নামে টাকাগুলি অপব্যয় হইয়া গেল। দেখ্‌তেই ত পাচ্ছ, সেক্রেটারী ছাহেব পাগড়ীবেঁধে কেমন ভাবে নূতন কেনা তাজীঘোড়ায় চ'ড়ে বেড়াচ্ছেন। তাঁর বাড়ীঘরও বেশ মেরামত হয়ে গেল। আজ প্রতিবাদ করেছিলাম। তিনি অক্লেশে ব'লে ফেল্‌লেন এখানে না পোষালে অন্যত্র যেতে পারেন।"

অতিকষ্টে আত্মসংবরণ করিয়া বলিলাম, "হুজুর, আমিও আপনার পথের সাথী।"

চল্‌নবিলের পথ। বাংলার আদিমযুগের সলিলতীর্থ এই চির-রোমাঞ্চময়ী চলনবিল। বিস্তীর্ণ এই পানিরদেশে কত কাল আগে কাহারা ইহার সদ্যোত্থিত পলিমাটীর নীরব ডাকে চলিয়া আসিয়া ইহার বুকে ঘর বাঁধিয়াছিল, সে কথা এখন আর কাহারও মনে পড়েনা। আজ ইহা তিনটি জেলার সীমানা জুড়িয়া মোহময় উদার প্রশান্তি

ছড়াইতেছে এবং তারই মায়ায় ধীরে ধীরে গ্রামের পর গ্রাম গড়িয়া উঠিয়া বনি আদমের চির প্রসারণশীল জীবন-মহিমা কীর্ত্তন করিতেছে। যতদূর দৃষ্টি যায়, ফাঁকা মাঠ আর মাঠ। কোন কোন স্থানে বছরের দশ মাসই পানি থাকে, কোন স্থানে ছয় মাস, কোন স্থানে তিন মাস। দিগন্তের কোলে কোলে ছবি-আঁকা ছায়া ঢাকা এক এক খানি গ্রাম। গ্রীষ্মের প্রথম ভাগেই কচি-ধানের সবুজ সমারোহে মাঠগুলির বুকভরিয়া যায়। উদাস পুবালী হাওয়ার মৃদু-মধুর হিল্লোলে তখন সেই দিগন্তজোড়া শ্যাম-সায়রে প্রাণ-পাগলকরা সবুজের ঢেউ খেলিতে থাকে। সে ঢেউয়ের দোলায় আকাশ-পৃথিবী যেন এক হইয়া মিশিয়া যায়। মনে হয়, চির বসন্তের দেশ জান্নাতের চির-সবুজ মধুরিমা-মাখা চির যৌবনা হুরীদল আকাশপারের আনন্দ সঙ্গীত গাহিতে গাহিতে নৃত্য-চপল পদক্ষেপে ধরণীর পানে নামিতেছে আর মাতা বসুন্ধরা তার শ্রেষ্ঠতম অবদান লইয়া তাঁহাদের অভ্যর্থনায় দুলিয়া দুলিয়া সাড়া দিয়া উঠিতেছে। অনেকদিন বিচ্ছেদের পর যেন আকাশ-পৃথিবী ঘন-শ্যামলিমায় পরিস্নাত হইয়া পরস্পরকে আলিঙ্গনের জন্য হেলিয়া দুলিয়া হাত বাড়াইতেছে। আল্লাহর প্রিয় রং সবুজ, জান্নাতের গাছপাতার রং সবুজ, জান্নাতীর পোশাকের রং হইবে সবুজ। তাইত পৃথিবী সবুজের বর্ণবৈচিত্র্যে ভরা। তাইত সবুজ ছাড়া অন্য রং ইহার হইতেই পারেনা। পাক-মাটীর মাঠে মাঠে উদার প্রশান্তিভরা সবুজের কোলে মৃদু-সমীরণে তাইত বিশ্বাসীর মন অপরিসীম আনন্দ হিল্লোলে নত হইয়া পড়ে। এই ধরণীর লতা-পাতার চির-জীবনময় চির-নবীন অনন্তের অখণ্ড ইশারাই এই জন্যইত সবুজ রঙে ফুটিয়া উঠিতেছে।

দুই প্রহর পর্য্যন্ত হাঁটিয়াছি। সন্ধ্যা নাগাদই নাকি মাস্টার সাহেবের বাড়ী পৌঁছা যাবে। কথায় কথায় গল্প-আলোচনায় পথচলা আর গন্তব্যস্থানে পৌঁছানে যেন এক হইয়া গিয়াছে। হঠাৎ তিনি বলিয়া উঠিলেন, "আরে যাঃ, ভুল হয়ে গিয়েছে, মনছুর, আমি জুতা ফেলে এসেছি।" তার পর আমার হাতের দিকে চাহিয়া একেবারে হো হো করিয়া হাঁসিয়া উঠিয়া বলিলেন, "মনছুর মিয়া আমাকে পরাজিত করেছেন। না না, আর আপনাকে আমি ওটা বইতে দিবনা। দিন আমাকে ওটা।" সে কী প্রাণের দরিয়ায় তুফান উঠানো দুঃখ-ভুলানো হাসি!

মাস্টার ছাহেবের দাদাজী এই এলাকায় তাঁহাদের পরিবারের গোড়াপত্তন করেন। শাহী আমলের শেষ দিকের আমীরাণা-রোগ তাঁহার দেহমনে পূরামাত্রায় বজায় ছিল। যে বিলাসিতা এবং পাপস্রোত ভারতীয় মোছল-মানগণের জীবনে ঢুকিয়াছিল, তার ফলে আল্লাহর গজবে দিল্লীর মোগল সাম্রাজ্যই শুধু ধ্বংস হইয়া যায় নাই, সারা-দেশে সমাজের উপর স্তরের গোটা কাঠামোতেই তাহা ঘুণ ধরাইয়া একেবারে অন্তঃসারশূন্য করিয়া ফেলিয়াছিল। শরীফ মোছলমানের আর্থিক অবস্থা একটু ভাল থাকিলেই তাঁহার তিন চারিটা স্ত্রী, দুই একটা তাজীঘোড়া, অসম্ভব ব্যয় বহুল জরীর কাজকরা জামা-পাগড়ী, বিশগজী নলের ফুরসী হুঁকা, অত্যন্ত অশোভনভাবে উৎসব-ব্যসনের আয়োজন, বাইজী নাচ, নিত্য পোলাও-কোর্মা-কালিয়া-কোপ্তা আহা-রের ব্যবস্থা লৌকিকতার প্রতি উন্মত্ত আগ্রহ এসব অপরি-হার্য্য ছিল, নচেৎ ভদ্রতা বজায় থাকিতনা। সুতরাং দাদাজীর সৌখীন প্রদীপের তৈল ফুরাইয়া আসিতে বেশী দেরী হইলনা। আয় করিবার শক্তি নাই, অথচ ইয়ার বন্ধুদের জন্য মজলিস ঠিক রাখিতে নগদ টাকার দরকার. সংসার খরচও কম ছিলনা। ফলে পৈতৃক সম্পত্তি শাহী আমলের জায়গীর ও জমি জমাগুলি ধীরে ধীরে প্রতিবেশী দর্পনারায়ণ ঠাকুরের কুক্ষিগত হইতে লাগিল। ঠাকুর প্রতিদিন সকাল বেলা অভ্যাসমত আসিয়া প্রণাম করিত এবং কুশলাদি জিজ্ঞাসার ছলে দাদাজীর কত টাকার দরকার কৌশলে জানিয়া লইত। তার পর সন্ধ্যার পরে যথারীতি দলিলখানা প্রস্তুত করিয়া আনিয়া তাহাতে দাদাজীর সহি লইয়া টাকাগুলি সামনে রাখিয়া দিত। এই ভাবে তিনি যে ধীরে ধীরে কোন্ অতলে নামিয়া যাইতেছিলেন, তার কোন খবরও তিনি রাখিতেননা। তাঁহার চোখ খুলিল—যেদিন তাঁহার প্রথমাস্ত্রী কাঁদিতে কাঁদিতে সংসারের সমগ্র চিত্রটী তাঁহার সম্মুখে তুলিয়া ধরিলেন। তিন স্ত্রীর তিরিশটী ছেলে মেয়ে, তন্মধ্যে পাঁচ ছয়টী মেয়ে বিবাহ যোগ্যা হইয়াছে, বড় বড় দশ বারোটী ছেলে লেখাপড়া ছাড়িয়া পাড়ার বদমাইশ দলে মিশিয়া গোল্লায় যাইতেছে, বাকী ছোটগুলিকেও মানুষ করিবার কোন উপায় নাই। দর্প ঠাকুর লাভজনক সম্পত্তিগুলি

সবই গ্রাস করিয়াছে। আজিকার দলিলে বাগানবাড়ীখানা লিখিয়া লইয়াছে। খবর পাওয়া গিয়াছে—মেহেদী বাগানের খালি জমিটা কতকগুলি হিন্দু গোয়ালা জোর-পূর্বক দখল করিয়াছে এবং থানা পুলিশ ও অফিস আদালতের হিন্দু দারোগা আমলাগণের কারসাজিতে তাহা আর উদ্ধার করিবার কোন উপায়ই নাই।

দাদাজী চোখবুজিয়া বিশগজী নলের ফুরসী টানিতেছিলেন। হঠাৎ জ্বলিয়া উঠিয়া বলিলেন,—"অ্যাঁ, আমাদের বাগানবাড়ী? এযে আমাদের পারিবারিক গোরস্তান। মরহুম বাপ দাদারা সকলেই যে সেখানে শুয়ে আছেন। তাছাড়া অ্যাঁ,—বেটা ঠাকুর পাঁচ হাজার টাকা দিয়েই লাখ টাকার সম্পত্তি লিখিয়ে নিয়েছে?"

বিবি কাতর স্বরে বলিলেন, "জী হাঁ, তাই নিয়েছে। আমি জানি বলেই বলছি। স্বার্থপর লোক, সুযোগ পেয়েছে, নিবেনা কেন? কিছুদিন পরেই দেখা যাবে—মরহুম মুরব্বীগণের কবর ভেঙ্গে ঠাকুরের ভাড়াটীয়া বাড়ী উঠছে।" দাদাজীর হাত হইতে ফুরসীর নল পড়িয়া গেল। অভিভূতের মত ঝিমাইতে ঝিমাইতে তিনি বিছানায় এলাইয়া পড়িলেন।

কয়েকদিন পরেই দেখা গেল—শেখ পরিবারের আবহাওয়া যেন বদলিয়া গেল। রোজ পোলাও কোর্মার গন্ধে আর পাড়া মাত হয়না, বিশ টাকা ভরি দামের তামাকের গন্ধে মজলিস গোলজার হয়না, ইয়ার মোসাহেব দলের চাটুবাক্যে সন্ধ্যার আসর জমেনা। এতদিন বাড়ীর মছজিদে মোয়াজ্জিনের কণ্ঠস্বর বৃথাই বাতাসে কাঁদিয়া মরিয়াছে, শেখবাড়ীর লোকেরা তাহাতে কর্ণপাত করে নাই। এখন দাদাজীর সাথে সাথে এ বাড়ীর লোকেরা ধীরে ধীরে মছজিদে আসিতেছেন।

একদিন গভীর রাতে শেখজী বলিলেন,—"বড় বিবি আমি তোমার কাছে অপরাধী। আমাকে মাফ কর।"

বড় বিবি তাঁহার পা দুইখানা কোলের উপর তুলিয়া লইয়া হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিলেন, "আজ তিরিশ বছর পর এ আবার কী কথা?"

শেখজী নিমীলিত চক্ষে বলিয়া যাইতে লাগিলেন—"বড় বিবি, সত্যিই আমি অপরাধী গোনাহগার। জান্নাতবাসিনী মা আমার অনেক দেখে শুনে খোজ খবর নিয়ে তোমাকে ঘরে এনে বলেছিলেন,—শামছুদ্দিন যেমন বেয়াড়া ছেলে, তাকে তোমার হাতে তুলে দিয়ে আমি নিশ্চিন্ত হলুম মা। আমার দুর্ভাগ্য, তোমাকে অমর্য্যাদা ক'রে আমার সেই মহিমাময়ী জননীরই অপমান করেছি আর তার শাস্তিও হাতে হাতে পাচ্ছি। তোমার মনে কষ্ট দিয়ে পর পর নয় দশটী বউ ঘরে আনলাম। তাদের কতক মরে গেল কতককে তালাক দিয়েছি—এখনও দুইজন বাঁকী। কিন্তু এইযে তিরিশটী কামনার কীট ছেলে মেয়ে বর্তমান এরা যে সবই অমানুষ! এদের দিকে চেয়ে দেখলে আমার অন্তরাত্মা শুকিয়ে যায়। একমাত্র অহংকার ছাড়া আর কিছুই এদের সম্বল নেই। পুরুষগুলোর এক পয়সা রোজগারের মুরোদ নেই, মেয়েগুলো বিলাসের পুতুল। ঘরদোরগুলো নোংরা দুর্গন্ধ, এদের গায়ের জামা কাপড়গুলো ময়লা অপরিষ্কার। এরা নিজের ঘরদোর কাপড়চোপড় পর্য্যন্ত পরিষ্কার করেনা—শরাফতীর হানি হয় বলে। অথচ ঝি-চাকর পোষার শক্তিও আমার নাই। সংসারে একটুও শান্তি শৃঙ্খলা নেই। একটু আদব লেহাজ নেই। প্রত্যেকেই যেন আমার বাড়ীতে মেহমানী খেতে এসেছে কারও নিজের দায়িত্ব বোধ নেই। দেখছি জাহান্নামের আগুন আমার সংসারের বরকত নষ্ট ক'রে দিয়েছে। ভেবে দেখলাম, এই পৈতৃক বাড়ীখানা ছাড়া আমার আর কিছুই অবশিষ্ট নাই, সবই গেছে। এখনও অসংখ্য পাওনাদার। তাছাড়া এত বড় সংসার, এদের ভরণ পোষণই বা চলবে কী করে? উহু—মরহুম শেখ ইছমাইল করয়াণীর বংশ আজ পথের ভিখারী হ'তে বসেছে! আল্লাহ, আমাকে কবরে নাও।"

মূর্তিমতী শান্তিদায়িনী বর্ষীয়সী বড় বিবি অসীম মমতায় স্বামীর চোখের পানি মুছাইয়া দিয়া তাঁহার মস্তকটী বুকে চাপিয়া ধরিয়া বলিলেন, "আল্লাহ ভরসা, ছবর করুন। তিনিই একটা উপায় ক'রে দিবেন। তাছাড়া শরীফ মোছলমানদের সকলেরই ত এই অবস্থা।"

অনেকক্ষণ অভিভূতের ন্যায় পড়িয়া থাকিয়া দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া শেখজী পুনরায় বলিলেন, "ইংরাজের বাজেয়াফত আইন আর রাজভাষা বদলানোর খপ্পরে পড়ে এদেশের শরীফ মোছলমান সর্বস্বান্ত হ'য়েছে। যা কিছু বাকী ছিল—আমাদের গোনাহর ছবাবেই হিন্দু মহাজনের হাতে গিয়েছে। এখনত দেখছি সব খান্দানী পরিবারই শহর ছেড়ে পল্লীতে আশ্রয় নিচ্ছে সামান্য জোত জমির ভরসায়।" (ক্রমশঃ)

Contents

আইন ও শান্তি বজায় রাখা
এবং
ফৌজি খেজানা।

তরজমাকার—মোহাম্মদ আবদুল মজীদ
বি, এস্ সি-এম বি,
সিভিল সার্জেন—নোয়াখালী।

(অনুবাদ)

(ভাষা ও তরজমার সাধ্যপক্ষে সংশোধনের চেষ্টা করা সত্ত্বেও লেখক ও অনুবাদকের ভাষা, বানান, প্রকাশভংগী ও মতামতের সহিত সকল ক্ষেত্রে সম্পাদকের পক্ষে একমত হওয়া সম্ভবপর হয় নাই—তর্জুমান।)

দেশী ও বৈদেশিক নীতি

উপরের আয়তে মু'মিনরা কি পররাষ্ট্র নীতি অনুসরণ করিবে তাহা বলিয়া দেওয়া হইয়াছে। ঐ একই আইন দেশের ভিতরেও খাটিবে। আজকাল U. N. O. ইউ, এন, ওর চার্টারের দোহাই দিয়া বলা হইয়া থাকে কোন রাজ্য অন্য রাজ্যের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিবে না। যেমন ফ্রান্স—ফরাসীরা বলিতেছে, আলজিরিয়ার মুসলমানদের ব্যাপারে U. N. O. বা অন্য দেশ কিছু বলিবে না, কারণ উহা আভ্যন্তরীণ ব্যাপার। কিন্তু আল্লার হুকুম স্পষ্ট, মু'মিনরা লা-মু'মিনদের সংগে যুদ্ধ করিবে ও সেই দেশ জয় করিবে, আল্লার খাঁটি 'দ্বীন' বা বিধান—শাসন নীতি ঐ দেশে চালাইবার জন্য। আলজিরিয়া, মরক্কো, মধ্য এশিয়া ও পশ্চিম এশিয়া, এশিয়া ও আফ্রিকার অন্যান্য রক্ষিত—Protectorates গুলি যেখানে মুসলমানরা আছে সেই দেশের প্রটেক্টিং পাওয়ার্স Protecting Powers, রক্ষাকারী শক্তি জাতিগুলিকে যুদ্ধ করিয়া পরাস্ত করা অন্যান্য দেশের স্বাধীন মুসলমানদের অবশ্য কর্তব্য। আফ্রিকার ব্রিটিশ, ফরাসী, বেলজিক, পরতুগীজ ও আরব উপদ্বীপে ও ধারে-পাশে ব্রিটিশ, ফরাসী, মধ্য এশিয়ার মুসলিম দেশ গুলিতে নাস্তিক রাশিয়ান কমিউনিষ্ট জাতি, পশ্চিম চীনে কমিউনিষ্ট চীন জাতিগুলি মুসলমানদের—দাবাইয়া রাখিয়াছে—ফৌজি শক্তি দিয়া। ফলে মুসলমানরা রাজনৈতিক হিসাবে নগণ্য ও অধীন হইয়া আছে। পাকিস্তান, ভারত, ইন্দোনেশিয়া ও মালয়েও ঐ একই অবস্থা। আল্লার আলকুরআন দ্বীন বিধান রাষ্ট্রতন্ত্র হিসাবে চালু করিতেছেনা। মু'মিনরা আল্লার আদেশ অনুসারে কর্তব্য ঠিক করিয়া লউক। সুরা তওবার শেষ রুকু পড়ুন। 'সদকাত' হইতে ভাগ 'ফিস-বিল্লাহ' ফণ্ডে যাইবে।

সুরা তওবার ৬০ শ্লোকে আল্লার বণ্টন আইন বলিয়া দেওয়া হইয়াছে। ঐ আয়তে বহু বিষয়ে সমাজের একত্রিত মাল ও সম্পত্তি খরচ করিবার কথা বলা হইয়াছে। আজকালকার যমানায় ঐ আয়তের ব্যাপকতর অর্থ কার্যে ফলিত হওয়ায় পরিষ্কার বুঝা যাইতেছে। এইটা প্রমাণ হইয়া যাইবে যে, মেশিন যুগ বা Automation 'অটোমেশন' যুগেও আল্লার আলকুরআন চালু আছে ও থাকিবে। অনেক মু'মিন ঐ কথাটা হৃদয়ঙ্গম করিতেছেননা, কাজেই আলকুরআনের নামে আঁতকাইয়া উঠেন ও উহাকে দৈনন্দিন কাজে ব্যবহার করিতে ইচ্ছুক নহেন। কিমাশ্চর্যম!

انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم و فى الرقاب والغارمين و فى سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم - (التوبة - ٨ - ٦٠)

সদকাৎ ঐ সমস্ত লোকের জন্য যাহারা ফকির ও মেছকিন, যাহারা উহার আদায়কারী, উহা

কাহারও হৃদয়কে ইছলামের প্রতি আকর্ষিত করার জন্য, দাসদের মুক্তি দেওয়ার জন্য; যাহারা ঋণগ্রস্থ (নিজের ঋণ শোধ করিতে অক্ষম), আল্লাহর রাস্তায় (যাহারা আল্লাহর ওয়াস্তে তরবারীর জেহাদ, কলমের জেহাদ, বা অন্যবিধ জেহাদে প্রবৃত্ত হয়) এবং যাহারা নিঃস্ব পথিক (বাড়ীতে তাহাদের অবস্থা ভাল থাকা সত্বেও); তাহাদের জন্য ইহাই আল্লাহর সুব্যবস্থিত বিধান। এবং আল্লাহ জ্ঞানী ও সুবিজ্ঞ।

আরবী শব্দগুলির ব্যাপকতর অর্থ হৃদয়ঙ্গম করা দরকার, নচেৎ আল্লার কথার মর্য্যাদা আজিকার যমানায় থাকিতেছে না। الصدقات আস্‌সদকাত صدقة সদকার বহু বচন। ঐ শব্দের অর্থ ঐ সকল দ্রব্য, মালপত্র, যন্ত্রপাতি ও সাজসরঞ্জাম, ব্যবহার্য্য উপভোগ্য চিজ ও লাভজনক সম্পদ সম্পত্তি ও কলকারখানা যাহা দান, চাঁদা বা কর (tax) হিসাবে পরের জন্য দেওয়া হয় বা লওয়া হয়। 'সদকাত' দুই প্রকারে আমদানী হয়—প্রথম অবশ্য দেয় সদকা, যাহা আদায় করিয়া লওয়া হইবে। সুরা তওবা ১০৩ শ্লোক পড়ুন। দ্বিতীয় উপায়, স্বইচ্ছায় দেওয়া বিভিন্ন মালপত্তর, সম্পত্তি ইত্যাদি গোপনেই হউক বা প্রকাশ্যেই হউক।

অধিকাংশ সমালোচক ও তরজমাকার মস্ত বড় একটা ভুল করিয়া আসিতেছেন الصدقات অস্‌সদকাত ও যকাত الزكوة এই দুইটি শব্দের একই অর্থ ধরিয়া। প্রথম ভুল 'সদকাত' বহুবচন, আর 'যকাত' এক বচন। সদকাত শব্দের অর্থ বিভিন্ন প্রকারে উপরে বয়ান করা হইয়াছে। 'যকাত' এর অর্থ ট্যাক্স, কর, খাজানা, শুল্ক, রাজস্ব; ঐ সব মাল যাহা বাড়ে বা বাড়ায়— যাহা হইতে সম্পদ বাড়ে বা বৃদ্ধি পাইবার আশঙ্কা রাখে, সেই সবের উপর শুল্ক কর। খ্রীষ্টান, ইহুদী, সকলেই 'যকাত' দিতেছে। কাজেই ইসলামের একটা কিছু বৈশিষ্ট এই যকাত হইতে পারে না। দীন ইসলামে যকাত বা করের বৈশিষ্ট্য আসিতেছে এই ভাবে: প্রথম কিসের কিসের উপর কি কি হারে ইহা লওয়া হয়। এবং কি কি ভাগ করিয়া, কি উদ্দেশ্যে খরচ বা ব্যবহার করা হয়। যকাত কি কি জাতীয় দ্রব্যের উপর ধরা হইবে ও উহার হার বা অনুপাত কি তাহা জানিতে হইলে, আলকুরআন জানিতে হইবে ও রসুলুল্লাহ মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহো আলায়হি ওয়া সাল্লাম তাঁহার জীবনে কি করিয়াছেন তাহা জানিতে হইবে। আজকাল হাতেহাতে বা কলকারখানায় বহু প্রকার দ্রব্য তৈয়ার হয় উহাদের উপর করের নীতি বদলাইয়া গিয়াছে সময় বদলাইয়াছে বলিয়া, ঐ কথা বলা ন্যায় সঙ্গত নয়। ফৌজী ট্যাক্স আলাদা হইলে রসুলুল্লাহ প্রবর্ত্তিত করের হার বা নীতি বদলাইবার প্রয়োজন নাই। তবে যে কোন মু'মিন কর বা যকাতের হার স্বইচ্ছায় বাড়াইয়া দিতে পারে। ইহার আলোচনা অন্যত্র হইবে।

আল্‌ফুকারাএ

الفقراء বহু বচন; فقير ফকির, ফকুর শব্দ হইতে আসিয়াছে। فقر ফকর অর্থ (ক) কাটা ফুটা করা, মাটি কাটা, চাষ করা, খাল নালা কাটা, জমিন কাটা, গর্ত করা তেল, পানি, গ্যাস বাহির করিবার জন্য, কাপড় কাটা-দর্জীগীরি করা, চামড়া সেলাই-করা মুচীগীরি করা, চোখ ফুটা করা বা কাটা, জখম করা বা হওয়া। সুতরাং ফকীর অর্থ, মাটি কাটক, চাষী, খনি কাটক, বৃক্ষরোপক, খাল নালা কাটক, মুচী, চামার, কুমার, চক্ষু অস্ত্রোপচারক, সাধারণ জাররাহ (ডাক্তার সারজেন)। আবার اسم مفعول বিশেষণ হিসাবে অর্থ হইল, খাল, নালা, গর্ত, কুপ-জলের, তেলের, গ্যাসের, জল সেচনের খাল, জলাধার, পানির গামলা, যাহার হাড় ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, যে জখমী হইয়াছে।

সমস্ত পৃথিবীতে দেখা গিয়াছে যে, এই সকল লোক চাষী, খনি কাটক মজুর, মাটি কাটক, জমিন ফুটাকারক, বৃক্ষরোপক, চামার-মুচী, কুমার, দর্জী ও চিকিৎসক দরিদ্র। সুতরাং সমাজ হইতে গবর্ণমেন্ট বা সরকার হইতে ঐ সকল শ্রেণীর লোকগুলিই

Contents

সবচাইতে আগে ও বেশী পরিমাণে সাহায্য পাইবার অধিকারী والمساكين মসাকীনে বহু বচন, এক বচন কয়েক প্রকারের হইতে পারে। ঐ আয়তে আল মসাকীনে ل 'লি'র শাসনে রহিয়াছে; ل লি মানে জন্যে বা উদ্দেশ্যে, উহা একটি বিভক্তি সম্বন্ধকারক বুঝায়। 'লি'র শাসনে থাকিলে অর্থাৎ কর্ম হইলে আরবীতে বহু বচনের চিহ্ন ون উনা يـن ইনা বা يـن ইনে হইয়া যায়। কাজেই ل المساكين মসাকীন হইতে কর্তা বাচক বহু বচন হইল المساكون মসাকুন এবং উহার এক বচন হইল المسـاك মসাক; উহা মসক مسك ক্রিয়া হইতে উদ্ভূত। ক্রিয়া মসক مسك এর অর্থ ঠেকাইয়া রাখা, চেপে দিয়া রাখা, থামাইয়া রাখা, ধরা, আটকান। مسـاكون 'مسـاك মসাকুন মসাক এর অর্থ (১) থামাইয়া বা ঠেকাইয়া রাখে যে জিনিষ, যেমন বাঁধ, Bund ড্যাম dam, barrage সুক্কুর বারাজ, দামোদর ড্যাম, (২) যা ধরিয়া রাখে অল্প চলমান বা প্রবহমান কিছু, যেমন জলাধার Water work reservoir, (৩) বখিল, কৃপণ লোক, নাছোরবান্দা, জোকের মত বা আঠার মত আটকাইয়া রাখে যে জিনিষ, মসাক مسـاك এর মত শব্দ হইল কতাল قتال কতল قتل ক্রিয়া হইতে, অর্থ জংগ বা যুদ্ধ করিবার অস্ত্রশস্ত্র। আবার مسـاك মসাক অর্থ এমন দরিদ্র, অচল লোক যে খোরাক ও পানীয় হইতে যেমন বারিত থাকে যাহা বা যে আবদান الابدان কে তায়াম ও শরাব হইতে ধরিয়া রাখে। যেমন, অর্থাৎ খাদ্য ও পানীয় হইতে বঞ্চিত। সুরা আল কহফ ১০—৭৯ আয়তে আছে।

اما السفينة فكانت لمساكين يعملون فى
البحر فاردت ان اعيبها و كان وراءهم ملك
يـاخذ كل سفينة غصبا - (الكهف - ١٠ - ٧٩)

আর নৌকাটী, 'মসাকুন' অচল দরিদ্রদের ছিল, যাহারা নদীতে কাজ করিত বা কিছু বানাইত। আমি চাহিয়াছিলাম নৌকাটার একটা 'আএব' বা দোষ করিয়া দিই, কারণ তাহাদের পিছনে একজন রাজা ছিলেন, যিনি জোর জবরদস্তি করিয়া প্রত্যেক নৌকা ধরিতেন। উপরে لمسـاكين হইতে কর্তাবাচক মসাকুন مسـاكون হয়, উহা বহু বচন, এক বচন মসক مسـاك মসক مسـك ক্রিয়া হইতে উদ্ভূত। আবার مسـاكين এর এক বচন হইল مسـكان মুসকান—মুসকান مسـك মসক ক্রিয়া হইতে উদ্ভূত। উহার অর্থ প্রতিশ্রুতি বা জামানত, বায়না, earnest money, pledge security, আবার 'মুসকান' এর মানে এক সঙ্গে যুক্তকরণ বা জয়েন্ট স্টক কোম্পানীর স্টক যৌথ কারবারের অংশ ও অন্যান্য সম্পত্তি, যৌথ কারবার কারখানা করিবার ইংগিত এইখানে পাওয়া যাইবে। 'মসক' এর একটা অর্থ تعالق তায়াল্লক। ১০—৭৯, আল্‌কহফ

سكن সকন্ ক্রিয়া হইতে والمساكين বহুবচনের একবচন কয়েক প্রকারের হয়। مسـكان মেসকান سكن ক্রিয়া হইতে (ক) কাটা, কর্তন করা, (খ) থামা, স্থির থাকা (গ) আরাম দেওয়া, মিসকান অর্থ (১) কর্তন করিবার যন্ত্র, (২) থামিবার বা স্থির থাকিবার যন্ত্র (৩) আরাম আয়াশ দায়ক যন্ত্র বা জিনিষ।

(২) مسكن মুসকেন اسكن হইতে, অর্থ (ক) যে বা যাহা থাকিবার স্থান দেয়, যেমন হোটেল, সরাইখানা, মেহমানদার, (খ) যে বা যাহা থামাইয়া দেয়, স্থির রাখে যেমন ব্রেক *Brake*; দাড় *(Rudder)*; *gyroscope* জাইরো স্কোপ। এই জাতীয় নানান রকম যন্ত্রপাতি। ৩। مسكون মসকুন একবচন, বহুবচন مسـاكين মসাকীন। এই রকম শব্দ হইল ملابس বহুবচন ملابيس মলাবীস لبس ক্রিয়া হইতে। পোষাক, *clothings*. ৪। مسكين, বহুবচন مسـاكين মসাকীন (১) যে যন্ত্র কাটে ও থামে ঘন ঘন যেমন—পরে। (২) এমন লোক যে ঘন ঘন অচল হয় অর্থাৎ তাহার সংসার চলেনা; যে লোক বেকার হইয়া বসিয়া থাকে। ইহাদিগকে সাধারণতঃ অতিও

দরিদ্র গরীব বলে।

মিসকীন, মিসকান مسكين مسكان ইসম আলা। যন্ত্রপাতি নির্দ্দেশক বিশেষ্য (*noun of instrument*). এদের অর্থ যন্ত্র বা কল যাহা কাটে ও থামায় ঘন ঘন বা আস্তে, কোন কিছুকে কাটে ও থামায় তরল বা জল হউক, বাতাস হউক, গ্যাস হউক যে রকম ষ্টিমারের গতি করিবার জন্ম প্যাডেল *Padlle* বা *propellor* প্রপেলার গতি উৎপাদনকারী দাঁড়ের মত যন্ত্র বা কল। এরোপ্লেনের প্রপেলার *aeroplane propellor* কারণ উহা জল বা বায়ু কাটে ও থামায়, দুই-ই করে একই সময় বা পরপর। উহা আবার টারবাইন যন্ত্র হইতে পারে, জলের টারবাইন ব্যবহার হয় ভ্যানে বা বাঁধে যাহা জলপ্রপাতে বা বহমান নদীতে নির্ম্মাণ করিয়া লওয়া হইয়াছে। এবং ঐ টারবাইন বিদ্যুৎপাদক ডাইনামো বা যন্ত্র চালাইলে বিদ্যুৎ তৈয়ারী হইবে ও শক্তি পাওয়া যাইবে ও ঐ শক্তিদ্বারা কলকারখানা চালাইয়া বহু জিনিষ প্রস্তুত হইবে বা বহু প্রকার গাড়ী চালান যাইবে ও নানান কাজ পাওয়া যাইবে। ঐরূপ বাতাস বা হাওয়ার টারবাইন তৈয়ার করা যায় এই দ্রুতগতি হাওয়া বাতাস বা ঝড়ের অভাব এই দেশে নাই—কাজেই হাওয়া টারবাইন তৈয়ার করা দরকার, যে দেশে জলপ্রপাত বা সুবিধাজনক চলমান নদী নাই, যেমন পূর্ব্ববঙ্গ।

আবার গ্যাস টারবাইন আছে। আমেরিকায়, ইউরোপের গ্রেটব্রিটেন, ফ্রান্স, জারমানি, সুইডেন, রুশ ও অন্যান্য দেশে খ্রিশচান ও ইহুদীরা আবিষ্কার করিয়া নির্ম্মাণ করিয়াছে ও আল্লার কথাকে কার্য্যে পরিণত করিয়াছে।

এখন আমেলিনা আলাইহা والعاملين عليها এই কথাগুলির খাঁটি ও সঠিক অনুবাদ কেহই করেন নাই। প্রথম আমেলুন عاملون শব্দের বিভিন্ন অর্থ-বোধক মৌলিক অনুবাদ হয় নাই আর দ্বিতীয় ها হা সর্বনামের অর্থও ভুল করা হইয়াছে। عاملون আমেলুন শব্দ عمل অমল ক্রিয়া হইতে হইয়াছে। এর অর্থ কোন কিছু দ্রব্য বা চিজ নির্ম্মাণ করা। কারখানার কলকব্জা দ্বারা জিনিষপত্র প্রস্তুত, صنع সনআ শব্দের যাহা অর্থ হুবহু তাহাই; আর শাসন করাও হয়, আবার فعل ফআল শব্দের অর্থ যাহা তাহাও যে কোন কাজ করা, মুখে কথা বলাও ইহার অন্তরভুক্ত। ইংরাজী *manufacture, make, manage work, govern* ইত্যাদি দ্বারা অনুবাদ করা যায়। কাজেই আমেল অর্থ যাহা নির্ম্মাণকারী, ইনজিনিয়ার, যন্ত্রপাতি চালক বা মেরামতকারক, (*Mechanic*), দক্ষ কারিগর, (*skilled worker*) সাধারণ কারিগরও অর্থ ঠিক হইবে। ব্যাপার বা ব্যবসায় পরিচালক শাসনকার্য্য পরিচালক। কুমার, কামার, চামার, কৃষক, সোনার, খনি কাটক, কাঠমিস্ত্রি ইত্যাদি। ম'মল معمل অর্থ কারখানা, *Manufactory Industial organization, Factory,* ওয়ার্কশপ।

এখন ها হা সর্বনাম বহুবাচক শব্দ الصدقات। সদকাত الفقراء। ফোকারা ও المساكين। মসাকীন এই তিনটিকেই নির্দ্দেশ করে, কেবল الصدقات। 'সদকাত' কেই নয়—যাহা সাধারণতঃ অনুবাদ করা হইয়া থাকে। সুতরাং 'আমেলিনা আলায়হা' এর অর্থ হইল, সদকাত, ফোকারা ও মসাকীন মসাকুন গুলি প্রস্তুতকারী বা পরিচালক, ঐ সকল গুলির সকল প্রকার কারিগর ও কর্ম্মচারিবৃন্দ। (ব্যাপক অর্থ না করায় একদল মুসলমান কোরআন শরীফকে যান্ত্রিক যুগে অচল বলিয়া মনে করেন, বা কোরআনের আইন ও ব্যবসায়কে বদলান বা পরিবর্তন করার জন্য আন্দোলন করিতেছেন।

(ক্রমশঃ)

ক্ষমা

চৌধুরী ওসমান

মক্কা যখন হ'লো ফতে।
প্রতিমা ও দেবমূর্ত্তি যত কাবাগৃহ হ'তে
নবীজি দিলেন সব বাহিরেতে ফেলে।
হৃদয়ের ভক্তিভরে
নামাজ আদায় শেষ করে
মায়াময় আঁখি দু'টি মেলে
হজরত তাকালেন সমাগত জনতার দিকে—যারা
সুদীর্ঘ একুশ বর্ষ ধরে অত্যাচার উৎপীড়ন দ্বারা
সত্যপথগামীদেরে করিয়াছে জর্জরিত,
যাহারা নৃশংস ভাবে হত্যায় হয়নি কুণ্ঠিত
স্ত্রী ও পুরুষ নির্বিশেষে অসহায় মুসলমান;
মদিনা পলায়মানা মাতৃক্রোড় হতে শিশু সন্তান
ছিনিয়ে নিয়েছে যারা—যারা তাঁর প্রাণ-প্রিয় কন্যা জয়নাবের
রাখে নাই বাকী এতটুকু সর্বস্ব অপহরণের,
সর্ব-সাধারণের এই কাবা গৃহে প্রবেশের অধিকার হতে
বঞ্চিত করেছে যারা সত্যাশ্রয়ীদের বিনা কৈফিয়তে,
একদিন যেই সব কুচক্রী শয়তান
তাঁহাকে হত্যার লাগি তুলেছিল সমুদ্যত উন্মুক্ত কৃপাণ—
যার ফলে বহুস্মৃতি বিজড়িত জন্মভূমি পরিত্যাগ করে
হিজরৎ করলেন তিনি মদিনা শহরে।

আজ তিনি দেখিলেন সেই সব নির্মম কোরেশ সর্দার
করুণা ভিক্ষার ঝুলি হাতে দাঁড়িয়েছে সম্মুখে তাঁহার।
তাদের সবার মুখে আজ
বিষাদের মসীচিহ্ন করিছে বিরাজ,
কি যেন শাস্তির ভয়ে সদা ম্রিয়মান
সেই সব পাষণ্ডের পাষাণ পরাণ।

হজরৎ সবারে ডাকি বলিলেন: হে কোরেশ, ওহে মক্কাবাসী!
তোমরা আমার কাছে আজ কিসের প্রত্যাশী?

মজলিসের চতুর্দিক হতে বিনীত অস্ফুট কণ্ঠে উঠিল গুঞ্জন:
কল্যাণের আশা করে আজ এই মক্কবাসীগণ;
যদিও বিজয়ী তুমি, দণ্ডদানে অপারগ নহ, আর
মোরা আজ অপরাধী—তবু চাই তব কাছে সদ্ব্যবহার।

মমতায় গলে গেল নবীর অন্তর!
প্রেম বিগলিত কণ্ঠে বলিলেন: তোমাদের পর
আজকে আমার আর কোন অভিযোগ নেই।
আল্লাহ্ যে ক্ষমাশীল অতএব তোমরাও মুক্ত সবলেই!

ইসলামী রাষ্ট্রের আদর্শ
এবং
মুস্‌লিম সমাজের কর্ত্তব্য ও দায়িত্ব

সৈয়েদ রশীদুল হাছান
(অবসরপ্রাপ্ত জিলা ও সেশনস্ জজ)

দুনিয়াতে শান্তি স্থাপন এবং শান্তি সংরক্ষণের একটা ডাক চারদিক থেকেই শোনা যায় এবং কি ভাবে দুনিয়াতে স্থায়ী শান্তি স্থাপন করা যেতে পারে তাহার উপায় উদ্ভাবনের প্রচেষ্টাও জাতি সংঘে (*U. N. O.* তে) এবং অন্যান্য আন্তর্জাতিক সম্মেলন সমূহে হয়ে থাকে। এই উদ্দেশ্য নিয়ে মাঝে মাঝে দেশ বিদেশে শান্তি মিশন (*Peace Mission*) ঘুরাফেরা করতেও আমরা দেখ্‌তে পাই। কিন্তু প্রকৃত শান্তি স্থাপনের দিক দিয়ে কোন পরিকল্পনাই বিশেষ কার্যকরী হ'তে দেখা যায় না। পক্ষান্তরে যেদিকেই দৃষ্টিপাত করা যায় কেবল চরম অশান্তিই পরিলক্ষিত হয়।

পবিত্র কোরআনের ভাষায়—

ظهر الفساد فى البر والبحر بما كسبت ايدى الناس

"মানুষের হাত যাহা অর্জ্জন করেছে অর্থাৎ মানুষের কর্ম্ম-ফল স্বরূপ স্থলে এবং জলে (অর্থাৎ দুনিয়াময়) ফসাদ (চরম অশান্তি) সৃষ্টি হয়েছে"।

প্রায় চৌদ্দশত বৎসর পূর্ব্বে, ইস্‌লামের আবির্ভাবের সময় তখনকার অবস্থা সম্বন্ধে পবিত্র কোরআনে এই উক্তি করা হয়েছিল। বর্ত্তমান অবস্থায়ও এই উক্তিটি অক্ষরে অক্ষরে সত্য। চৌদ্দশত বৎসর পূর্ব্বে সেই অশান্তি দূর করে শান্তি স্থাপনের জন্য যে ব্যবস্থা প্রদান করা হয়েছিল, বর্ত্তমান যুগের এই চরম অশান্তি দূর করে স্থায়ী শান্তি কায়েম করার জন্যও সেই একই ব্যবস্থা—ব্যাপক ব্যবস্থার নাম এক শব্দে "আল ইসলাম"।

দুনিয়াতে শান্তি স্থাপনের জন্য যে অতুলনীয় কার্য্যকরী ব্যবস্থা ও বিধান ইস্‌লাম দান করেছে, তাহা অবলম্বন করা ছাড়া দুনিয়াতে স্থায়ী শান্তি স্থাপন হতে পারে নাই এবং পারবেওনা। জগতের ভিন্ন ভিন্ন জাতি অন্য যত উপায়েই শান্তি স্থাপনের চেষ্টা করুন না কেন তাহা কোন দিনই প্রকৃত এবং স্থায়ী শান্তি আনয়ন করতে পারবে না অবশ্য সাময়িক শান্তি স্থাপন করতে পারে।

স্থায়ী এবং পূর্ণ শান্তি স্থাপনের জন্য যে সমস্ত বিধানের প্রয়োজন, ইস্‌লাম তাহা পরিপূর্ণ আকারে দুনিয়ার সাম্‌নে পেশ করেছে এবং ইসলামের শেষ নবী সেই সমস্ত বিধান কার্যকরী ভাবে অবলম্বন করে কি ভাবে স্থায়ী শান্তি স্থাপন করা যেতে পারে তাহা দেখিয়ে দিয়ে গেছেন। ইতিহাসই তাহার উজ্জ্বল প্রমাণ। সর্ব্বশক্তিমান প্রভু সৃষ্টিকর্ত্তা আল্লাহর ইচ্ছা এবং মরজির উপর প্রেম, ভীতি ও ভক্তি পূর্ণ আত্মসমর্পণের নামই হলো ইসলাম এবং যেখানেই এমন একটি সর্বশ্রেষ্ঠ, বিরাট এবং মহান শান্তির কাছে আত্মসমর্পণ সেখানেই প্রকৃত এবং পূর্ণ শান্তি। পূর্ণ আত্মসমর্পণ—*Total surrender* এবং *resignation* ছাড়া পূর্ণ শান্তিও সম্ভবপর নহে এবং যে পর্যন্ত সেই শক্তির শ্রেষ্ঠত্ব, সার্ব্বভৌমত্ব বিচার (ইনসাফ) এবং বিধানের উপর পূর্ণ আস্থা বা একীন (يقين) না জন্মে তাবৎ পূর্ণ এবং শান্তিময় আত্মসমর্পণও সম্ভবপর নহে। তাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শক্তিমান আল্লাহর উপরই বিশ্বাসই (একীন) ইস্‌লামের মূল ভিত্তি।

ইসলাম কোন নির্দ্দিষ্ট স্থান বা জাতির জন্য আসে নাই। ইস্‌লামের আবির্ভাব ছিল সমস্ত দুনিয়ার সমুদয় মানবজাতির জন্য। সমস্ত দুনিয়াতে শান্তি স্থাপন করাই ছিল ইসলামের উদ্দেশ্য এবং ইসলামের শেষ নবী বিশ্ববাসীর শান্তির দূত, রহমতুল্‌লিল্ আলামীনও এসেছিলেন দুনিয়ার সমুদয় মানবমণ্ডলীর জন্য। পবিত্র কোরআনের ঘোষণা (হে রসুল), "বলে দিন, বস্তুতঃ আমি তোমাদের সকলের নিকট আল্লার বার্ত্তাবহ রসুল।" যে বার্ত্তা বা

রেসালত তিনি নিয়ে এসেছিলেন এবং যে মহা-দান তিনি বিশ্ববাসীকে দিয়ে গেছেন তাহাই হলো 'আল ইসলাম'—শান্তি।

যাহারা কর্ম্মক্ষেত্রে ইসলামের সমস্ত বিধি বিধান অবলম্বন করেন এবং করেছিলেন তাঁহারাই প্রকৃত মুস্‌লিম এবং তাঁহারাই পূর্ণ এবং স্থায়ী শান্তি কায়েম করতেও সক্ষম হয়েছিলেন। যতদিন তাঁরা ইসলামের সমস্ত বিধান দৃঢ়ভাবে ধরে রেখেছিলেন, ততদিন শান্তিও অব্যাহত ছিল, আবার শিথিলতা আসার সঙ্গে সঙ্গে অশান্তিও দেখা দিয়েছে। ইহা ঐতিহাসিক কথা।

আজ জগত চরম অশান্তির সম্মুখীন। অতি পরি-তাপের বিষয় ইস্‌লামী রাষ্ট্র সমূহের অবস্থা অশোচনীয় হইলেও তথৈবচ। এই বিপর্যয়ের কারণ খুঁজে বার করতে মোটেও বেগ পেতে হবেনা। শান্তি স্থাপনের যে সমস্ত বিধান ইস্‌লাম শিক্ষা দিয়েছে, আজ ইস্‌লামী রাষ্ট্র সমূহ সেই সমস্ত বিধান হতে এক প্রকার বিদায় গ্রহণ করেছে বল্‌লেও অত্যুক্তি হবে না, সামান্য একটু চিন্তা করলেই তাহা প্রকট হয়ে উঠবে। অতি আক্ষেপের বিষয়, আমরা সেই দিকটা নিয়ে বড় একটা চিন্তা করি না এবং যে দুচারজন সে চিন্তা এবং আলোচনা করেন তাদের আজ সমাজে বড় একটা স্থান নাই এবং তারা নিজেদের দায়িত্ব হিসাবে এই খেদমত করে যাওয়া কর্ত্তব্য মনে করেন।

এখন প্রশ্ন হলো ইস্‌লামের সেই সমস্ত বিধি বিধান কি? ইসলামী রাষ্ট্রের সেই আদর্শটা কি যার উপর স্থায়ী শান্তি স্থাপন নির্ভর করছে? অথবা ইস্‌লামের দৃষ্টি-ভঙ্গিতে স্থায়ী শান্তি স্থাপনের উপকরণ সমূহ কি কি?

এই প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে আমি আমার নিজের মনগড়া কোন কথা আন্‌তে চাইনা। এ সম্বন্ধে পবিত্র কোর্‌আনে অতি পরিষ্কার ভাষায় যে কয়েকটি ছোট ছোট কিন্তু অতি গুরুত্বপূর্ণ নির্দ্দেশ রয়েছে, কেবল সেগুলি মুসলিম-জাহানের সাম্‌নেই নয় বরং সমুদয় দুনিয়ার সাম্‌নে পেশ করে এ কথাই বল্‌ব যে, এই সমস্ত বিধানগুলি কর্ম্মক্ষেত্রে গ্রহণ করে নিলে জগতে স্থায়ী শান্তি স্থাপন হতে বাধ্য।

সুরা হজ্জ, ৬ রুকুতে আল্লাহ পাক এরশাদ করছেন :—

والذين ان مكنهم فى الارض اقاموالصلواة واتوالزكواة وامروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الامور -

আমরা যদি মুছলিমদের ভূপৃষ্ঠে প্রতিষ্ঠাদান করি, তাহ'লে তারা নামাজ কায়েম করবে এবং যাকাত প্রদান করবে এবং উত্তম কাজ সমূহের জন্য আদেশ দিবে আর অন্যায় বিষয় সমূহ থেকে বারণ করবে এবং বস্তুতঃ সকল কার্যের পরিণতি শুধু আল্লার জন্যই।

ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত করার সংগে সংগে প্রতিষ্ঠাতা-দের উপর যে সকল প্রাথমিক (*Preliminary*) গুরুভার এবং কর্ত্তব্য স্বাভাবিকভাবে এসে পড়ে সে গুলি দ্ব্যর্থহীন ভাষায় এই একটি আয়াতে আল্লাহ বলে দিয়েছেন। সেই কর্ত্তব্যগুলি সংখ্যায় মাত্র চারিটি। কিন্তু এই কয়েকটি মাত্র কর্ত্তব্য সম্বন্ধে একটু চিন্তা এবং আলোচনা কর্‌লে তার গুরুত্ব এবং মাহাত্ম্য অতি সহজেই উপলব্ধি করা যেতে পারে। রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য এবং আদর্শ হিসাবে ইহার নজীর দুনিয়ার ইতিহাসে খুঁজে পাওয়া যাবে না। এমন অতুলনীয় *Constitution* দুনিয়াকে কেহ দিতে পারে নাই। যে চারিটি কর্ত্তব্য এবং দায়িত্ব উল্লেখ করা হয়েছে সেগুলি একটু বিশ্লেষণ করলেই আমার এই দাবী পূর্ণ-ভাবে প্রমাণিত হবে।

যে কর্ত্তব্যটিকে সর্ব্বপ্রথম স্থান দেওয়া হয়েছে। সেটি হলো 'সালাত' বা নমাজ। এ যুগে অনেকেই হয়ত এই বিধানটির নাম শুনেই অবাক হয়ে যাবেন। একটি চরিত্রবান সুষ্ঠু সমাজ প্রতিষ্ঠার জন্য 'সালাত' বা নমাজের চেয়ে মহৎ এবং উন্নততর বিধানের চিন্তাও করা যায় না। তবে, সেই 'সালাত' বা নমাজ কি, তার উপকরণ সমূহ কি, তাহার উদ্দেশ্য এবং গুরুত্বই বা কি, এ সমস্ত সম্বন্ধে পূর্ণ উপলব্ধি অতি আবশ্যক। তাই আমি যথাসম্ভব সংক্ষেপে নমাজ সম্বন্ধে একটু আলোচনা করব।

(ক্রমশঃ)

Contents

আমার আবেদন

আছ্‌ছালামু আলায়কুম ওয়া রহমাতুল্লাহে ওয়া বারাকাতুহু ঃ—

পূর্বপাক জমঈয়তে আহলেহাদীছের সদস্য ও শুভাকাংখী এবং তর্জুমানুল হাদীছের গ্রাহক, পাঠক ও পৃষ্ঠপোষক-বর্গের খিদমতে আরয এইযে, বর্তমান সংখ্যায় তর্জুমানুল হাদীছের ষষ্ঠ বর্ষ দুস্তর বাধাবিঘ্ন ও অসুবিধার ভিতর দিয়া আল্লাহর অশেষ ফযল ও অনুকম্পায় সমাপ্ত হইল। আমি আমার ও সহকর্মীগণের পক্ষ হইতে সকলের খিদমতে বর্ষ শেষের বিদায় অভিনন্দন জ্ঞাপন করিতেছি এবং যাঁহাদের সাহচর্য ও সহায়তায় এই পথ অতিবাহিত হইল তাঁহাদের সকলকেই আন্তরিক মুবারকবাদ জানাইতেছি।

নিজের দু'একটি কথা

বন্ধুবর্গের অবিদিত নাই যে, দীর্ঘ কুড়ি বৎসর কাল হইতে আমি দুরন্ত অম্লপিত্ত প্রদাহ ব্যাধিতে কষ্ট পাইতেছি। বহু চিকিৎসা ও চেষ্টা চরিত্র সত্ত্বেও নিরাময় হইতে পারি নাই। শুধু বন্ধুবর্গের দোআর বরকতে এখনও বাঁচিয়া আছি এবং কায়ক্লেশে জমঈয়ত ও তর্জুমানের খিদমত সাধ্যমত চালাইয়া আসিতেছি। দুর্ভাগ্যবশতঃ চার পাঁচ বৎসর হইতে চোখে ছানিও হইয়াছে। বর্তমানে চোখের এই পীড়া এরূপ পর্যায়ে উপস্থিত হইয়াছে যে, লেখাপড়ার কাজ একেবারেই অসম্ভব হইয়া উঠিয়াছে, চলাফেরাও দুঃসাধ্য হইয়াছে। চোখেরছানি পরিপক্ক না হইলেও ঢাকার শ্রেষ্ঠ চক্ষুবিশারদগণের পরামর্শ মত অনন্যোপায় হইয়া আমি শেষ পর্যন্ত অপরিপক্ক ছানিই কাটাইবার সংকল্প করিয়া বিগত জুলাই মাসের মধ্যভাগে ঢাকা চলিয়া আসিয়াছি। আল্লাহর রহম ও দয়া ব্যতীত আমার অন্য কোন সম্বল নাই এবং এই সম্বলকে অবলম্বন করিয়াই বিগত ৩১শে জুলাই তারীখে আমি আমার বাম চক্ষুর কাঁচা ছানির অপারেশন করাইয়াছি। যাহাতে আমি রহমানুর রহীমের দয়া ও অনুগ্রহে দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়া পাই এবং অবশিষ্ট সীমাবদ্ধ দিনগুলি সমাজের খিদমতে অতিবাহিত করিতে পারি তজ্জন্য সমুদয় মুছলিম ভ্রাতা ও ভগ্নির খিদমতে দোআর প্রার্থনা জ্ঞাপন করিতেছি।

দীর্ঘকাল হইতে জমঈয়ত ও তর্জুমানের দফ্‌তর ঢাকায় স্থানান্তরিত করার বাসনা পোষণ করিয়া আসিতেছিলাম কিন্তু বিশেষ সুবিধা করিয়া উঠিতে পারি নাই। এক্ষণে আল্লাহর অসীম অনুগ্রহে দীর্ঘকালের আশা ফলবতী হইবার সম্ভাবনা দেখা দিয়াছে। আল্লাহর তওফীক আমরা লাভ করিলে অপারেশনের পর দফ্‌তর পাবনা হইতে ঢাকায় স্থানান্তরিত হইবে এবং আল্লাহর অনুগ্রহ হইলে **তর্জুমানুল হাদীছের ৭ম বর্ষের প্রথম সংখ্যা ৮৬ নং কাযী আলাউদ্দীন রোড, ঢাকা** হইতেই প্রকাশ লাভ করিবে।

জমঈয়ত ও তর্জুমানের হিতৈষী ও পৃষ্ঠপোষকবর্গের খিদমতে আজ এইটুকু বলিয়াই বিদায় লইতেছি যে, তাঁহারা দীর্ঘকাল যাবত যে পূর্বপাক জমঈয়তে আহলেহাদীছকে তাঁহাদের জামাআতী দেহের মেরুদণ্ড রূপে বিবেচনা করিয়া আসিতেছেন, আমার জীবনে অথবা মরণে উহাকে শক্তিশালী করিয়া বাঁচাইয়া রাখা সকলেরই একান্ত কর্তব্য। ইহা বিশেষভাবে মনে রাখা উচিত যে, খালিছ কোরআন ও ছুন্নাহর প্রচার-প্রতিষ্ঠান এই জমঈয়ত ব্যতীত পূর্ব পাকিস্তানে আর নাই এবং হাদীছী আন্দোলনের পতাকা এই ভূখণ্ডে একমাত্র তর্জুমানুল হাদীছই অর্ধযুগের অধিককাল হইতে বহন করিয়া আসিতেছে। অতএব যে স্নেহ, মমতা ও আগ্রহভরে জমঈয়ত ও তর্জুমানকে জামাআতী ভ্রাতাগণ এবং পাঠক, লেখক ও অনুগ্রাহকগণ সাহায্য করিয়া আসিতেছেন, আশা করি তাহা অক্ষুণ্ণ ও অপরিবর্তিত রাখিবেন এবং যাহাতে এই প্রতিষ্ঠানটি অধিকতর শক্তিমান ও প্রভাবশালী হইয়া উঠে তজ্জন্য সর্বতোভাবে সচেষ্ট হইবেন। উপসংহারে আরয এইযে, নানারূপ অনিবার্য

কারণে জমঈয়ত ও তর্জুমান পরিচালনা ব্যাপারে আমরা বহু সাধ্যসাধনা সত্ত্বেও আমাদের বহু ত্রুটিবিচ্যুতি সংশোধিত করিতে পারি নাই। ঢাকায় স্থানান্তরিত হওয়ার ইহাও অন্যতম প্রধান কারণ। আশা করি অনুগ্রাহকগণ আমাদের ত্রুটিবিচ্যুতিগুলি ক্ষমা করিবেন এবং জমঈয়তের কর্মজীবনের দ্বিতীয় পর্যায়ে যাহাতে সংশোধন ও সুব্যবস্থার সহিত কর্মক্ষেত্রে অগ্রসর হইতে পারি তজ্জন্য দোআ করিবেন।

অন্ধত্বপ্রায় অবস্থার জন্য প্রয়োজনীয় বহিপুস্তক পাঠ করার অশেষ অসুবিধার কারণে বন্ধুবর্গের ইছ্‌তিফ্‌তা ও জিজ্ঞাসার জওয়াব প্রদান করাও সম্ভবপর হইতেছেনা, ইহার জন্য অনেকেই আমাদের অসুবিধার কথা না জানিয়া বিরক্তি প্রকাশ করিয়া থাকেন। আমরা দুঃখিত হইলেও দুর্ভাগ্যবশতঃ ইহার প্রতিকার করিতে সমর্থ হইতেছিনা। দফ্‌তর ঢাকায় স্থানান্তরিত হইলে আশা করি এই অভিযোগের প্রতিকার করাও সম্ভবপর হইবে—ওয়াছ্‌ছালাম।

والله المستعان وعليه التكلان ـ وافوض امرى الى الله والله بصير بالعباد ـ

আহ্‌কর
মোহাম্মদ আবদুল্লাহেল কাফী আল কোরায়শী,
তর্জুমানুল হাদীছের সম্পাদক।

পাবনা।
তাং ৩১শে আগষ্ট ১৯৫৬।

"পরপারের যাত্রীগণের স্মরণে"

আমরা অতিশয় দুঃখের সহিত প্রকাশ করিতেছি যে, বগুড়া যিলার বিশিষ্ট আহলে হাদীছ কর্মী এবং পূর্বপাক জমঈয়তে আহলে হাদীছের অকৃত্রিম হিতৈষী সমাজ সেবক নগর নিবাসী মওলবী শাহ অছীমুদ্দীন ছাহেব দীর্ঘকাল পর্যন্ত রক্তপিত্ত ব্যাধিতে ভুগিয়া সম্প্রতি তাঁহার নিজ বাসভবনে মানবলীলা সম্বরণ করিয়াছেন। ইন্নালিল্লাহে ওয়া ইন্নাইলায়হে রাজেঊন। আমরা আরও শোক সন্তপ্ত হৃদয়ে প্রকাশ করিতেছি যে, হিজরী চতুর্দশ শতকের প্রথম দশকের বিশিষ্ট মোহাদ্দিছ ও প্রবীণ আহ্‌লে-হাদীছ আলেম, মুর্শিদাবাদের দেবকুণ্ড নিবাসী স্বনামধন্য মওলানা মোহাম্মদ ইব্‌রাহীম খলীল ছাহেবের জীবন-সঙ্গিনী বর্ষিয়সী মহিলা মওলানা মওলাবখ্‌শ নদ্‌ভী ছাহেবের জননী সম্প্রতি পরিপক্ক বয়সে তাঁহাদের পাবনাস্থ বাসভবনে পুত্র, পৌত্র ও আত্মীয় স্বজনদিগকে শোকাকুল করিয়া মরলোক পরিত্যাগ করিয়াছেন। ইন্নালিল্লাহে ওয়া ইন্নাইলায়হে রাজেঊন। আরও দুঃখের সহিত আমরা প্রকাশ করিতেছি যে, ঢাকা যিলার অন্তর্গত রংপুর বাজারের অধিবাসী পুরাতন ও সম্ভ্রান্ত বংশের কুলতিলক বিশিষ্ট আহ্‌লে-হাদীছ দরদী জনাব খন্দকার মজীবর রহমান ছাহেবও তদীয় আত্মীয় স্বজন ও বন্ধুবান্ধবদিগকে শোকাকুল করিয়া পরপারের যাত্রী হইয়াছেন। ইন্নালিল্লাহে ওয়া ইন্নাইলায়হে রাজেঊন। আমরা মরহুমগণের আত্মার শান্তি ও পারলৌকিক তরক্কীর জন্য আল্লাহর কাছে অকুণ্ঠ প্রার্থনা জ্ঞাপন করিতেছি এবং মরহুমগণের আত্মীয় স্বজনকে আমাদের আন্তরিক সহানুভূতি ও সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছি।

Contents

জমঈয়তের প্রাপ্তিস্বীকার

ষষ্ঠ বর্ষের দশম ও একাদশ সংখ্যার পর—১৯৫৫ সালের আগস্ট হইতে ১৯৫৬ সালের ১৪ই জানুয়ারী পর্যন্ত

জিলা বগুড়া

মণি অর্ডার যোগে প্রাপ্ত—

৮৫৯। ছায়ফুল্লাহ আছগর আলী মিয়া সাং মহেশপুর, শেইখপাড়া পোঃ বানিয়াপাড়া, ফিতরা ৩৲ কোরবানী ২৸৵০ ৮৬০। মোহাঃ আফাজুদ্দীন ইমাম ছাহেব শিচারপাড়া আহ্‌লেহাদীছ মছজিদ সাং শিচারপাড়া পোঃ সোনাতলা, কোরবানী ৪৸০ ৮৬১। মোহাঃ আয্‌মতুল্লাহ মিঞা সাং তালসন পোঃ ক্ষেতলাল এককালীন ৩৲ ৮৬২। মাঃ মৌঃ ক্বাদের বখ্‌শ পণ্ডিত সাং চকনন্দন আড়িয়া, সোনাতলা, ফিৎরা ১০৲ ৮৬৩। মোহাঃ মোযাফফর হোছায়ন সাং পাকিকাঁদোয়া, বানিয়াপাড়া, কোরবানী ৯৸৵০ ৮৬৪। মোহাঃ ইরফান আলী মণ্ডল উনচুরকী, গাবতলী, কোরবানী ৩৲ ৮৬৫। মৌঃ মোহাঃ হায়দার আলী মণ্ডল সাং ধারকী, বানিয়াপাড়া, কোরবানী ৩৲ ৮৬৬। মৌঃ মোহাঃ ইলাহী বখ্‌শ পূর্ব সুজাবেতপুর, হাটশেরপুর ফিৎরা ৭৲ কোরবানী ৩৲ ৮৬৭। মোঃ জয়নাল আবেদীন আখন্দ ক্যাশিয়ার, কুষ্টিয়া, ডেমাজানী, কোরবানী ৫৲ ৮৬৮। মোহাঃ নূরুদ্দীন, পোঃ ডেমাজানী ফিৎরা ১৲ কোরবানী ১৲

আদায় মাঃ মৌঃ শাহ জসিমুদ্দীন ও মুন্‌শী আববাছ আলী—

৮৬৯। পালান—কোরবানী ৭৲ ৮৭০। পরাণবাড়ী—কোরবানী ১৲ ৮৭১। ফুলকোট কোরবানী ৩৷৵০ ৮৭২। পার ভবানীপুর কোরবানী ২৲ ৮৭৩। কুন্দাইল—কোরবানী ১৲

আদায় মাঃ মওঃ উছমানগণী, তরফ সরতাজ মাদ্রাসা, গাবতলী—

৮৭৪। মৌঃ মোঃ তৈয়বআলী কাজী সাং কাজীপাড়া, বাগমারা রাজশাহী ফিৎরা ৮৲ ৮৭৫। মুন্‌শী মোঃ মহরউদ্দীন প্রামানিক পোঃ নন্দনালী, রাজশাহী এককালীন ২৲ ৮৭৬। মোহাঃ মুবারক আলী আখন্দ সোন্দাবাড়ী, গাবতলী, বগুড়া ছাদকা ২৲ ৮৭৭। মৌঃ মোঃ গোলাম রহমান মণ্ডল সাং হামীদপুর, গাবতলী কোরবানী ১৲ ৮৭৮। মোঃ ইছমাইল হোসেন মণ্ডল সাং সোন্দাবাড়ী, গাবতলী, কোরবানী ১৲ ৮৭৯। মৌঃ মোহাঃ রিয়াজুদ্দীন আখন্দ উঞ্চুবকী, গাবতলী অন্যান্য ১৲ ৮৮০। আলহাজ্ব মোহাঃ সৈয়দ হোছায়ন, কোরবানী ৫৲ ৮৮১। মোহাঃ মুবারক আলী আখন্দ, সোন্দাবাড়ী, গাবতলী, ফিৎরা ২৲ উশর ৪৷৷০ ৮৮২। মোহাঃ সৈয়দ আলী আখন্দ সোন্দাবাড়ী, গাবতলী, ছদকা ২৲ ৮৮৩। মোহাঃ আফাজ উদ্দীন প্রামানিক, তরফ ভাইথা, গাবতলী কোরবানী ১৲ ৮৮৪। মোহাঃ মনিরউদ্দীন ফকির, চকবোচাই, গাবতলী, কোরবানী ১৲ ৮৮৫। ডাঃ মোহাঃ মক্কেযার রহমান সাং চক ধনাই, কোরবানী ২৲ ৮৮৬। মৌঃ আবদুল করিম সাং সোন্দাবাড়ী, গাবতলী, কোরবানী ২৷৷৵১০ ৮৮৭। মৌঃ মোঃ উছমানগণী হেড্‌ মোদাররেছ তরফ সরতাজ মাদ্রাসা, কোরবানী ১৷৷৵০ ৮৮৮। মৌঃ মোহাঃ কলিমুদ্দীন প্রামানিক সাং কণিপাড়া পোঃ মাইশাবান ফিৎরা ৭৲ কোরবানী ২৲ উশর ২৲ ৮৮৯। মৌঃ হবিবুর রহমান মণ্ডল সাং চকবোচাই, গাবতলী আকিকা ২৲

আদায় মাঃ মওঃ মোহাঃ সা'দ ওয়াক্কাছ রহমানী ছাহেব—সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট বানিয়াপাড়া মাদ্রাসা

৮৯০। নিজস্ব জামাআত হইতে ফিৎরা ১৫৲ ৮৯১। মোঃ আবুল কাছেম মিয়া বানিয়াপাড়া ফিৎরা ১৲ ৮৯২। আবদুর রশিদ পণ্ডিত, বানিয়াপাড়া, ফিৎরা ২৲ ৮৯৩। মুন্‌শী মোহাঃ ফয়জুদ্দীন

Contents

তর্জুমানুল হাদীছ

(মাসিক)

[৬ষ্ঠ বর্ষ, ১৩৭৪-৭৫ হিজরী ১৩৬২-৬৩ বঙ্গাব্দ]

সম্পাদক—মোহাম্মদ আবদুল্লাহেল কাফী আলকোরায়শী

বর্ষসূচী

(বর্ণানুক্রমিক)

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
আ		
১। আগে চল আনছার (কবিতা)	গোলাম আহমদ	২১৬
২। আদর্শ মানব	মোহাম্মদ আবদুর রহমান	২৩২
৩। আল ফাতিহা	ছৈয়েদ রশীদুল হাছান এম, এ, বি-এল	২৭৯
৪। আহ্‌লেহাদীছ আন্দোলনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ এবং পূর্ব্বপাক জমঈয়তে আহ্‌লে হাদীছের আবেদন		৪০৬
৫। আইন ও শান্তি বজায় রাখা এবং ফৌজী খেজানা (তর্জমা)	মোঃ আবদুল মজীদ বি-এস-সি, এম-বি-সিভিল সার্জন	৪৪৯, ৫৩৩
৬। আর্দালী (গল্প)	মোঃ আবদুল জাব্বার	৪৫৯
৭। আহ্‌লে হাদীছ পরিচিতি (অনুবাদ)	এম, এ, কুরায়শী	৪৬৫, ৫০৩
৮। আমার আবেদন		৫৪০
ই		
৯। ইছলাম ও মুছলিম রাজ্য সমূহের প্রচলিত আইন	মূল : আল্লামা শহীদ আওদা অনুবাদ : আল কোরায়শী	১৭
১০। ইছলামী শাসনতন্ত্রের দাবী (কমিটি মিটিং ও জনসভা)	সেক্রেটারী	৪৫
১১। ইয়ম-উন্-নবী (কবিতা)	আঃ কাঃ শঃ নূর মোহাম্মদ বিদ্যাবিনোদ	১১৬
১২। ইছলামী শাসন সংবিধান সম্পর্কে পূর্বপাক জমঈয়তে আহ্‌লে হাদীছের আধুনিক কর্মতৎপরতা	সম্পাদক	২৯৩
১৩। ইছলামীশাসনতন্ত্রের গুরুত্ব	ছৈয়েদ রশীদুল হাছান এম, এ, বি-এল	৩০১
১৪। ইছলামী শাসনতন্ত্র ও মুহাজির সমস্যা	হাছান আলী এম, এ, বি-এল এডভোকেট	৫০৭

১৫। ইছলামী রাষ্ট্রের আদর্শ এবং মুছলিম সমাজের কর্তব্য ও দায়িত্ব ... ছৈয়েদ রশীদুল হাছান এম-এ-বি-এল (অবসরপ্রাপ্ত যিলা ও সেশন্‌স্ জজ) ... ৫৩৮

ঈ

১৬। ঈদের মহিমা (কবিতা) .... খন্দকার আবদুর রহিম ৪৯
১৭। ঈদে-মিলাদুন্নবী ... ডক্টর এম, আবদুল বারী (এম, এ, ডি ফিল-(অক্সন্) ... ২৩৬

ও

১৮। ওয়াহাবী বিদ্রোহের কাহিনী (প্রতিপক্ষের যবানী) (অনুবাদ) ... আহমদ আলী ... ৩৫১, ৩৮৯, ৪৩৯, ৫১৩

ক্ষ

১৯। ক্ষমা (কবিতা) ... ... চৌধুরী ওছমান ৫৩৭

ছ

২০। ছুরত আল ফাতিহার তফছীর ... মোহাম্মদ আবদুল্লাহেল কাফী আলকোরায়শী ৫, ১০১, ১৫১, ১৯৯, ২৫১, ৩২৩, ৩৭১, ৪১৯, ৪৯৯
২১। ছউদী আরবের প্রতি এক নযর ... ইবনে সিকন্দর ৮২
২২। ছাড় ছাড় তরী আজ (কবিতা) ... আশরাফ উদ্দীন আহমদ ১২১
২৩। ছাড়িবনা কাশ্মীর (কবিতা) ... কাজী গোলাম আহমদ ১৭২

জ

২৪। জিজ্ঞাসা ও উত্তর :— ... ... মোহাম্মদ আবদুল্লাহেল কাফী আলকোরায়শী
(৫৭) ঈদুল ফিত্‌র ও আযহার নমাযে তকবীরের সংখ্যা (অবশিষ্টাংশ) ৩৭
(৫৮) আহ্‌লেহাদীছ ইমামের পিছনে হানাফীগণের এবং হানাফী ইমামের ... ... পিছনে আহ্‌লেহাদীছগণের নমায জায়েযের প্রমাণ— ... ঐ ... ১৩৩
(৫৮খ) বিভিন্ন মযহবের অনুসারীদের পিছনে নমায ... ... ঐ ... ১৮৩
২৫। জমঈয়তের প্রাপ্তি স্বীকার—সেক্রেটারী ... ৪৯, ৯৮, ১৫০, ১৯১, ৪০১, ৪৯১, ৫৪২
২৬। জাতীয়তার স্বরূপ ও আদর্শ ... মোহাম্মদ আবদুল্লাহেল কাফী আলকোরায়শী ... ২০৭

দ

২৭। দোযখের শাস্তি (পুনরালোচনা) ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ ... ২৫, ৬৩, ২৮৫
২৮। দুযখের অবিনশ্বরত্ব (বিতর্ক ও বিচার) ... ২৮৭, ৩৪৬, ৪৭৯
২৯। দশই মোহররম— আবু মোহাঃ মাহবুবর রহমান ... ৯০

Contents

ন

৩০। নবুওতের চরমত্ব প্রাপ্তির গণতান্ত্রিক মূল্য— মোহাম্মদ আবদুল্লাহেল কাফী আলকোরায়শী ১০৯
৩১। নিজামুল মুল্ক সগীর এম-এ, ১৭৩, ২১১, ২৬৭, ৩৩৮, ৩৮৩, ৪৫৫
৩২। নয়া সমাজ— .. ... আতাউল হক ৩৪৪

প

৩৩। পূর্বপাক জমঈয়তে আহ্‌লেহাদীছের সভাপতির আবেদন ১৩
৩৪। পাক বাংলার মেয়ে (গল্প) মোঃ আবদুল জাব্বার ... ২২, ৭৬
৩৫। পরানুকরণ ও জাতীয় অধোগতি মোহাঃ আবদুর রহমান, বি, এ, বি-টি ... ৩১
৩৬। পথের ইংগিত আতাউল হক ৬৮
৩৭। পূর্বপাক জমঈয়তে আহলেহাদীছের বন্যা রিলিফ কমিটির কার্য তৎপরতা ... সেক্রেটারী ১৮৯
৩৮। পশ্চিম পাকিস্তানে চব্বিশ দিন অধ্যক্ষ মোহাম্মদ আযীমুদ্দীন ... ২১৭
৩৯। পূর্ব পাকিস্তানের সাহিত্য সমস্যা অধ্যাপক আশরাফ ফারুকী ... ২২৯, ২৭২
৪০। পাকিস্তানে বেশ্যাবৃত্তি ডক্টর এম, আবদুল কাদির সিনিয়র ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট ২৮৩
৪১। পরপারের যাত্রী (শোক সংবাদ) ৪০১, ৫৪১

ফ

৪২। ফাতেহাতুছ্‌ছানাতেল খামেছা (আরাবী) মোহাম্মদ আবদুল্লাহেল কাফী আলকোরায়শী ১

ব

৪৩। বিশ্ব পরিক্রমা ... ... সহঃ সম্পাদক ৪৭, ৯১, ১৪২, ১৭৯, ২৩৯
৪৪। বন্যার্তদের সেবায় পূর্বপাক জমঈয়তে আহলেহাদীছ সেক্রেটারী ... ১৪৫
৪৫। বন্যা পীড়িত দুঃস্থ জনগণের সাহায্যকল্পে পূর্বপাক জমঈয়তে আহলেহাদীছের আবেদন— ১৪৮
৪৬। বিশ্বনিয়ন্তা (কবিতা) ... ডাঃ মোঃ হাবিবুর রহমান এল-এম, এফ ... ১৪৯
৪৭। বন্যার্তদের খিদমতে পূর্বপাক জমঈয়তে আহলে হাদীছ ... সেক্রেটারী ... ২৫০

ম

৪৮। মুছলিম রাজ্য সমূহের প্রচলিত আইন ... মূল : আল্লামা শহীদ আওদা
অনুবাদ : আলকোরায়শী ১১৭, ১৬৮, ২৬৩, ৩৩১, ৩৭৯, ৪৩১
৪৯। মগরিবের আযাদী সংগ্রাম ... মোহাম্মদ আবদুর রহমান ... ১২২
৫০। মুছলিম শিক্ষার ধারা ... ঐ ... ২২২
৫১। মানুষের অপমান (কবিতা) ... আতাউল হক ... ৪১৪
৫২। মহাভুল (কবিতা) ... ঐ ... ৪৬৪
৫৩। মহাপ্রলয় বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে (সংকলন) ৩৬১, ৩৯৭, ৪৭১
৫৪। মাষ্টার সাহেব (গল্প) ... মোঃ আবদুল জাব্বার ... ৫২৫

র

৫৫। রছুলুল্লাহর (দঃ) নবুওতের সার্বভৌমত্ব ... মোহাম্মদ আবদুল্লাহেল কাফী আলকোরায়শী ৫৩

৫৬। রুশ নেতার বিবৃতির প্রতিবাদ ... সম্পাদক ... ২৫০

শ

৫৭। শংকা (কবিতা) ... আতাউল হক ... ১৬

৫৮। শয়থ আবুল হাছান খরকানী
সকাশে গাজী ছুলতান মাহমুদ ... মোহাম্মদ আবদুর রহমান ... ৮৮

ষ

৫৯। ষষ্ঠ বার্ষিক উপক্রমণিকা (বাংলা অনুবাদ) ... মোহাম্মদ আবদুল্লাহেল কাফী আলকোরায়শী ৩

স

৬০। সংগীত চর্চা (বিচার ও আলোচনা) মোহাম্মদ আবদুল্লাহেল কাফী আলকোরায়শী ২৭, ১২৯,
১৬০, ২৯২, ৩৫৫, ৩৯৩, ৪৭৩, ৫২১

৬১। সাময়িকী .. সম্পাদক ৩৯, ৯৪, ১৩৭, ১৮৫, ২৪৮, ৩১৬, ৩৬৫, ৪১৫, ৪৮৫

৬২। সর্বদলীয় ইছলামী ফ্রন্ট কনফারেন্স—অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতির অভিভাষণ ২৯৫

৬৩। সর্বদলীয় ইছলামী ফ্রন্ট কনফারেন্স পাবনার ঐতিহাসিক অধিবেশন ... রিপোর্ট . ৩০৫

হ

৬৪। হে মোর পতাকা ... কাজী গোলাম আহমদ ৬৭

৬৫। হাদীছের গুরুত্ব ও প্রামাণিকতা ... মোহাঃ আবদুর রহমান ... ৬৯

৬৬। হাদীছ লিখনের প্রাথমিক ইতিহাস ... আবুল কাছেম মোহাম্মদ হোছাইন বাসুদেবপুরী ২৭৪,৩৩৫

বাহির হইয়াছে

কুশাগ্রবুদ্ধি রাজনীতিবিদ, সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক এবং সুসাহিত্যিক আলেমকুল-শিরোমণি মরহুম আল্লামা **মোহাম্মদ আবদুল্লাহেল বাকী আলকোরায়শী ছাহেব প্রণীত**

এবং

তদীয় সুযোগ্য অনুজ জনাব মওলানা মোহাম্মদ আবদুল্লাহেল কাফী আলকোরায়শী ছাহেব কর্তৃক সুসম্পাদিত—

পীরের ধ্যান

মূল্য ।/০ পাঁচ আনা মাত্র।

এই পুস্তিকায় "তাছাউওয়ারে শায়েখ" বা হৃদয়পটে পীরের ছবি ধ্যান তথা বরযখ সাধনের অসিদ্ধতার স্বপক্ষে কোর্‌আন ও হাদীছের অকাট্য প্রমাণ এবং ছাহাবায়ে কেরাম ও সুপ্রসিদ্ধ আলেম এবং সর্বজনমান্য ধর্মীয় নেতাগণের উক্তি ও আচরণ উদ্ধৃত করিয়া সহজ ও সরল ভাষায় প্রতিপক্ষদলের দাবী ও বক্তব্য খণ্ডন করা হইয়াছে। আজই এক কপি সংগ্রহ করুন।

প্রাপ্তিস্থান—আল্‌হাদীছ প্রিন্টিং এণ্ড পাবলিশিং হাউস, পাবনা।

দীর্ঘদিনের অভাব দূরীভূত হইল।

খুলনা জিলার প্রবীণ আলিম মওলানা আহমদ আলী ছাহেবের সাম্প্রতিক অবদান

বংগানুবাদ খোতবাহ

(জুমআ, উভয়ঈদ ও বিবাহের মছ্‌আলা সম্বলিত — মূল্য ১।৵০)

আকীদায়ে-মোহাম্মদী

বা

মযহবে আহ্‌লেহাদীছ

ইহাতে আহ্‌লে হাদীছ মযহাবের বিস্তৃত বিবরণ দেওয়া হইয়াছে।

আজই এক কপি সংগ্রহ করুন। মূল্য পাঁচ আনা মাত্র।

ফাতেহা পাঠের সমস্যা সমাধান

মূল্য আট আনা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান :—

আলহাদীছ প্রিন্টিং এণ্ড পাবলিশিং হাউস—পাবনা।

মওলানা আহমদ আলী, আহমদিয়া লাইব্রেরী, সাং বুলারাটি পোঃ গুরুগ্রাম, জিলা খুলনা।

ইছলাম পতিত পাবন কেন ?

ধন ও অর্থের ভ্রান্তিপূর্ণ বণ্টন ব্যবস্থা যে পৃথিবীর অশান্তির অন্যতম বৃহৎ কারণ তাহাতে সন্দেহ নাই। আধুনিক দুনিয়ার ধারণা ধন বণ্টন দ্বারা সামাজিক অসামঞ্জস্য কেবল সোশ্যালিজম ও কম্যুনিজমই বিদূরিত করিতে সচেষ্ট হইয়াছে। কিন্তু একথা সত্য নয়। কম্যুনিজমের জন্মের এক হাজার বৎসরেরও পূর্বে ইছলাম ধন ও ভূমির বণ্টন ব্যবস্থার যে নির্দেশ দান করিয়াছে, তাহা অবগত হইতে হইলে **মওলানা মোহাম্মদ আবদুল্লাহেল কাফী আল কোরায়শী** ছাহেব কৃত—

ইছলামী অর্থনীতির ক খ

অদ্যই পাঠ করুন !

বাংলা সাহিত্যে এরূপ পুস্তক ইতিপূর্বে বিরচিত হয় নাই।

মূল্য এক টাকা মাত্র। ডাক মাশুল স্বতন্ত্র।]

প্রাপ্তিস্থান :—আলহাদীছ প্রিন্টিং এণ্ড পাবলিশিং হাউস, পোঃ ও যিলা পাবনা।

অর্থনীতি শাস্ত্রের নূতন অবদান :—

আধুনিক দুনিয়ায় ধনবণ্টনের যে সকল পরিকল্পনা জগদ্বাসীর সম্মুখে সমুপস্থিত করা হইয়াছে সেগুলির তুলনামূলক সমালোচনা এবং এ সম্পর্কে ইছলামের বক্তব্য কি তাহা জানিতে হইলে **মওলানা মোহাম্মদ আবদুল্লাহেল কাফী আল কোরায়শী** ছাহেব কর্তৃক সংকলিত—

ধন বণ্টনের হকদারী ফর্মূলা

পাঠ করিয়া দেখুন। মূল্য আট আনা মাত্র। ডাক মাশুল স্বতন্ত্র।

প্রাপ্তিস্থান—আল্‌হাদীছ প্রিন্টিং এণ্ড পাবলিশিং হাউস, পোঃ ও যিলা পাবনা।

Printed & Published by M. A. Kafee Al-Quraishee at Al-Hadeeth Printing and Publishing House from the office of East Pakistan Jamiate Ahle-Hadeeth, Pabna, Pak-Bengal. (E. P.)